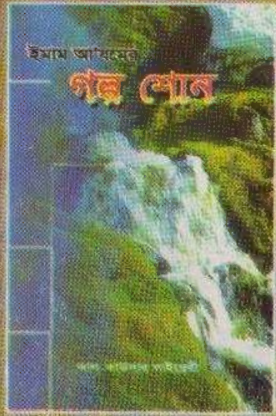


আল-কাউসার লাইব্রেরী

বাসা নং ২১৭, ব্লক-ত, মিরপুর -১২, ঢাকা।

ইমাম আ'যমের গল্প শোন



আল-কাউসার লাইব্রেরী

বাসা নং ২১৭, ব্লক-ত, মিরপুর -১২, ঢাকা।

ইমাম আ'যমের
গল্প শোন

আল-কাউসার লাইব্রেরী

لقدكان فی قصصهم لعبره لاولی الباب

তাদের গল্পের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে প্রচুর শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে

ইমাম আ'যমের গল্প শোন

ইমাম আ'যমের মর্যাদা ,তীক্ষ্মমেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরিদর্শিতা, ইবাদাত , তাক্বওয়া ও আমানতদারী, আখলাখও মানবতা বোধ, দয়া ও উদারতা, মুনাযারা ও সাহসিকতা সম্পর্কিত তত্ত্ব নির্ভর ও বিষ্মকর ঘটনা বলীর অপূর্ব সমাহার

মাওলানা হাবীবুর রহমান (কিশোরগঞ্জ)
মুহাদ্দিস ,মাদরাসা দারুর রাশাদ
১২/ই, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬

আল-কাউসার লাইব্রেরী
(মুসলিমবাজারের উত্তর পার্শে)
বাসা নং ২১৭, ব্লক ত মিরপুর ১২ পল্লবী ঢাকা

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
২১৭, ব্লক-ত মিরপুর-১২, ঢাকা।
ফোনঃ ৯০০৯৫২৯
মোবাঃ ০১৭১-৩৯১৬৯৭

প্রকাশকাল
রজব- ১৪২৫ হিজরী
সেপ্টেম্বর-২০০৪ ইং

অক্ষর বিন্যাস
আল-কাউসার কম্পিউটার্স,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

মূল্য
সত্তর টাকা

মুদ্রণ
মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
লালবাগ, ঢাকা।

পরিবেশক
আল কাউসার প্রকাশনী
৫০ বাংলা বাজার, (আন্ডার গ্রাউন্ড) ঢাকা

উপহার

আমার শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া/স্নেহের ....

.... কে

"ইমাম আ'যমের গল্প শোন" বই খানা উপহার দিলাম।

উপহার দাতা

তারিখ- ....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

ভূমিকা

ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.) মুসলিম মিল্লাতের এক অবিস্মরণীয় নাম। আহলে ইলমের মতে তিনিই ছিলেন ফিকাহ শাস্ত্রের জনক। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে মুসলিম জাতি ইসলামের শাশ্বত শরঈ নীতিমালা সংবিধিবদ্ধ আকারে পেয়ে ধন্য হয়েছে। বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁরই উদ্ঘাটিত নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে।

বাংলাদেশে প্রায় ৯৮% মুসলমান তাঁরই মাযহাবের অনুসারী। সংগত কারণে তাঁকে জানার প্রতি আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানদের এ সহজাত চাহিদা পূরণের জন্য

"ইমাম আ'যমের গল্প শোন"

বইখানা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় কিতাব মুতালা'লা-অধ্যয়নের সময় ইমাম আ'যম (রহ.)-এর যেসব ঘটনাবলী নযরে পড়েছে, সেগুলোকে বিগত দু'বছর যাবত সংরক্ষণ করে আসছিলাম।

ইত্যবসরে আমার এক বন্ধুর কাছে হযরত মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম হাক্কানী (রহ.) রচিত 'ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.) কী হায়রাত আংগীজ ওয়াকেআত' বইখানা পেয়ে গেলাম। এর সূত্র ধরেই মূলত পুস্তি কাটি রচিত হয়েছে। এছাড়া দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'তাযকিরাতুন নু'মান' ও ইফাবা প্রকাশিত 'ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.)' –এ গ্রন্থ দু'টি থেকেও যথেষ্ট সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

পাঠক মহলে বিনীত আরয, যথা সাধ্য শ্রম ব্যয় করার পরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, এধরণের কিছু দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন, পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ এগুলো সংশোধন করে দেওয়া হবে।

দু'আ করি, বইটি রচনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলকেই আল্লাহ তা'আলা যেন জাযায়ে খাইর দান করুন।

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

৩/৯/১৪২৪ হি

মাদরাসা দারুর রাশাদ

সূচী পত্র

বিষয়ঃ পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম আ'যম (র.)-এর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা

চতুর্থ অধ্যায়

ইমাম আ'যম (র.)-এর ইবাদাত, তাকওয়া ও আমানতদারী

পঞ্চম অধ্যায়
আখলাক, মানবতাবোধ, দয়া ও উদারতা

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)এর মুনাযারা বা তর্কযুদ্ধ

সপ্তম অধ্যায়
ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সাহসিকতা ও রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

[illegible]

সমাপ্ত

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

নাম ঃ 'নু'মান, উপনাম ঃ আবূ হানীফা, পিতা ঃ ছাবিত ইবনে যুতী। 'ইমাম 'আ'যম' ও 'আবূ হানীফা' নামে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের মাঝে তাঁর জন্মই সর্বপ্রথম। হিজরী ৮০ সালে ইরাকের কূফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনায় ৭০ হিজরী উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আ'যম (র)-এর পিতা ছাবিত ইবনে যুতী ছিলেন পারস্য বংশোদ্ভূত রাজণ্যবর্গের একজন। তাঁর দাদা যুতী ছিলেন কাবুলের অধিবাসী। তারীখে বাগদাদে ইমাম আ'যম (র) কে 'বাবলী' বলা হয়েছে। তৎকালীন যামানার ইলমের রাজধানী বলে খ্যাত কূফা নগরী ছিল তাঁর পিতার সর্বশেষ বাসস্থান। ইমাম আ'যম (র) এখানেই প্রতিপালিত হন।

ইমাম আ'যম (র)-এর পিতা 'ছাবিত' হযরত আলী (রা)-এর একান্ত সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, তাঁর পিতা বাল্যকালে তাঁর দাদার সাথে হযরত আলী (রা)-এর খেদমতে যেতেন এবং বিভিন্ন সময় তাঁর খেদমতে 'ফালুদা' নামক উন্নতমানের আহার্য হাদিয়া হিসেবে পেশ করতেন। হযরত আলী (রা) 'ছাবিত'-এর সন্তানদের জন্য বিশেষভাবে দু'আও করেছেন।

ইমাম আ'যম (র) শৈশবকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। শৈশবকালে তিনি পবিত্র কুরআনে কারীম হিফয শেষ করেন। কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তিনি খুবই আসক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) হযরত ইমাম 'আসিম' রহ. (কুররায়ে সাব'আর একজন)-এর কাছে ইলমে কিরাত শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম আ'যম (র) আল্লাহপ্রদত্ত তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির সাথে সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাকে দেখা মাত্রই লোকদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হত।

ইমাম আ'যম (র) যৌবনের প্রথম দিকেই উলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে আসেন এবং ইলমের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করে। প্রাথিমিক পর্যায়ে

তিনি ইলমে কালাম শিক্ষা লাভ করেন। এ বিষয়ে তিনি এত গভীরতা অর্জন করেছিলেন যে, লোকেরা তাঁর দিকে ইশারা করে বলত 'তিনি হলেন ইলমে কালামের 'শ্রেষ্ঠ ইমাম'। সে কালের যিন্দিক, নাস্তিক ও বাতিল শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে মুনাযারা-মুবাহাসা করে তিনি প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। অল্প সময়ে তিনি আদব ও কালাম শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জনের পর অবশেষে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং সারা বিশ্বে 'শ্রেষ্ঠ ফকীহ' ও 'ইমাম আ'যম' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

তাঁর পিতা ছাবিত ছিলেন একজন মুত্তাকী, বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসা ছিল রেশমী বস্ত্রের। বাল্যকালে ইমাম আ'যম (র) তাঁর পিতা থেকে এ ব্যবসা শিখেছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এ ব্যবসা অতি সুনামের সাথে ধরে রেখেছিলেন।

তিনি যখন দরস ও তাদরীস শুরু করেন তখন দুনিয়ার বিভিন্ন কোণ থেকে ইলম পিপাসুরা দলে দলে ছুটে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে ৮০০ ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন তাঁর শাগরেদ ছিলেন।

ফিকহ সংকলনঃ

জটিল ও কঠিন বিষয়গুলোর সমাধানের লক্ষ্যে ৪০ জন বিজ্ঞ আলিমে দীন সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করেন। দ্বীন ও শরী'অতের জটিল বিষয়গুলোকে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে সমাধান করেন। এটিই হল 'ফিকহে হানাফী'র প্রথম বুনিয়াদ। প্রায় বারো লক্ষ সত্তর হাজার মাসায়েল তিনি এভাবে উদ্ভাবন করেন।

ইমাম আ'যম (র) একজন তাবে'ঈ ছিলেন –এতে কারো দ্বিমত নেই। অনেক সাহাবা থেকে তিনি সরাসরি হাদীস সংগ্রহ করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে তা সুপ্রসিদ্ধ। ইমাম আ'যম (র) একজন বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। যামানার কোন শাসকের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি। শত চাপ ও যুলুম সত্ত্বেও তিনি সত্যের ওপর অটল-অবিচল থেকে দীনী আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। তার মত দ্বিতীয় কোন মহাপুরুষ ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

প্রথম অধ্যায়
ইমাম আ'যম (র)-এর শিক্ষাজীবন

ইমাম শা'বী (র)-এর নসীহত

হযরত আবূ মুহাম্মদ হারেছা বর্ণনা করেন যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) এক দিন কোন কাজে বাজারে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় কূফার প্রখ্যাত আলিম ইমাম শা'বী (র)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি ইমাম আ'যম (র)-এর আকার-আকৃতি ও বেশ-ভূষা দেখে ভাবলেন, এ নওজোয়ান নিশ্চয় কোন তালিবে 'ইলম হবে। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে নওজোয়ান! প্রতিদিন তুমি কোথায় যাওয়া-আসা কর?

ইমাম আ'যম (র) ঃ হাট-বাজারে।

ইমাম শা'বী ঃ আমি জানতে চাচ্ছি, তুমি উলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে আসা-যাওয়া কর কি না।ইমাম আ'যম (র) অনুতাপের স্বরে বললেন, উলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে আমার যাওয়া-আসা খুবই কম।

ইমাম শা'বী (র) তখন বললেন, আমি তোমার ভিতরে ইলমের নূর দেখতে পাচ্ছি। এখন থেকে উলামায়ে কিরামের মজলিসে আসা-যাওয়া রাখবে এবং তাদের কাছে থেকে জ্ঞান আহরণ করবে।

ইমাম আ'যম (র) বলেন, ইমাম শা'বী (র)-এর এ কথা আমার মনে ভীষণ রেখাপাত করল। আমি তখন থেকে বাজারে যাতায়াত বন্ধ করে ইলম চর্চায় মশগুল হয়ে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা ইমাম শা'বী (র)-এর মাধ্যমে আমার জীবনের পট পরিবর্তন করে দিলেন। -উকূদুল জুমান-১৬০

ইমাম আ'যম (র) ও তিন মহিলার স্মরণীয় ঘটনা

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বলতেন ঃ এক নারী আমাকে ধোঁকা দিয়েছে; আরেকজন আমাকে দুনিয়া বিমুখতা (যুহদ) শিক্ষা দিয়েছে, অপর একজন ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নের উসীলা হয়েছে।"

প্রথম ঘটনা

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বলেন, "আমি একদা কূফার এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম এক লোক আঙ্গুল দিয়ে রাস্তার দিকে ইশারা করছে। ভাবলাম, লোকটি হয়ত বোবা হবে। তাই রাস্তায় পড়ে থাকা কোন কিছু উঠিয়ে আনার জন্য আমাকে ইশারায় বলছে।

আমি তখন মানবতাসুলভ আচরণ দেখাতে গিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং রাস্তায় পড়ে থাকা কিছু মাল উঠিয়ে তার কাছে নিয়ে পেশ করলাম। লোকটির কাছে যাওয়ার পর দেখলাম সে একজন মহিলা। সে বলল, জনাব! এই মাল কেন উঠাতে গেলেন? আপনাকে তো এগুলো উঠিয়ে আনতে কেউ বলেনি? এখন আপনাকেই এ মাল হেফাযত করতে হবে এবং তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমি এই ধোকা খেয়ে ভীষণ অনুতপ্ত হলাম।

দ্বিতীয় ঘটনা

একবার আমি কোথাও সফরে বের হলাম। রাস্তায় দেখতে পেলাম কিছু সংখ্যক মহিলা সমবেত হয়ে পরস্পরে কথা বলছে। তাদের একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল এবং সকলকে লক্ষ্য করে উঁচু আওয়াজে বলে উঠল-

هٰذا ابو حنيفة الذى يصلى الفجر بوضوء العتمة

'ঐ দেখ আবূ হানীফা, এশার ওযু দিয়ে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করেন।'

আমি একথা শুনে মনে মনে সংকল্প করলাম যে, এই মহিলার ধারণাটি আমি বাস্তবে রূপ দান করবো। সেদিন রাত থেকেই আমি ইবাদত শুরু করে দিলাম। পরবর্তীতে এটি আমার মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে গেল।

-আল মানাকিব-৫৫ -মাক্কী

তৃতীয় ঘটনা

ইমাম আ'যম (র)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ হযরত যুফার ইবনে হুযাইল (র) বর্ণনা করেন যে, কালামশাস্ত্র চর্চাকালীন এক মহিলা ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে তালাক বা হায়েয সম্পর্কিত কোন মাসআলা জানতে আসল। ইমাম আ'যম (র) তখন নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন ঃ 'ইমাম হাম্মাদ (র)-এর দরসগাহে যান। সেখানে এর সমাধান পেয়ে যাবেন। ইমাম হাম্মাদ (র) যে সমাধান দিবেন তা অবশ্যই আমাকে এসে শুনাবেন।'

মহিলা ইমাম হাম্মাদ (র) দরসগাহে গেল এবং সমাধান পেয়ে ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে গিয়ে তা শুনাল। বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম আ'যম (র) তখন ভীষণ অনুতপ্ত হলেন। মনে মনে 'ইলমে কালাম'-এর সীমাবদ্ধতা চিন্তা করে ইমাম হাম্মাদ (র)-এর দরসগাহে বসে গেলেন।

-তাযকিরাতুন নো'মান-১২৩

ফিকাহশাস্ত্র নির্বাচন

হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আ'যম (র)কে প্রশ্ন করলাম– আপনি কিভাবে ইলমে ফিকাহ অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ তাওফীক তো আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। অতএব তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা। আমি যখন ইলমে দীন অর্জনে ব্রতী হলাম, তখন আমি সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর এক এক করে দৃষ্টিপাত করলাম এবং এ সবের উপকারিতা ও পরিণামের কথা চিন্তা করলাম। আমার মন চাইল যে, 'ইলমে কালাম' নিয়ে গবেষণা করে যাবো। তারপর চিন্তা করে দেখলাম যে, এর পরিণাম ভাল হবে না। আর এতে উপকারিতাও সামান্য। এ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও এর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা সহজসাধ্য নয়। এছাড়া এ বিষয়ের নানাজনের নানান আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে। অনেকে এ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞকে বিদ'আতী ও পথভ্রষ্টও বলে থাকেন।

অতঃপর আরবী সাহিত্য ও নাহু শাস্ত্রের ওপর দৃষ্টিপাত করলাম। এতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, অবশেষে এ শাস্ত্রবিদদের বসে বসে ছাত্রদের সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ থাকে না। তারপর আমি কবিতা ও পদ্য শাস্ত্রের ওপর দৃষ্টিপাত করলাম। এতে আমার বুঝে আসল যে, এ শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য কারো কারো প্রশংসা কিংবা কুৎসা রটনা করা এবং অপ্রয়োজনীয় বাক-চাতুরতা ও দীনের ক্ষতি সাধন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর আমি কিরাত ও তাজবীদ বিষয়ে চিন্তা করলাম। এতে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের পর অবশেষে কয়েকজন যুবক সমবেত হয়ে আমার নিকট কুরআন তিলাওয়াত করবে। আর কুরআনের মর্মবাণী ও অর্থ, ব্যাখ্যা তাদের কাছে দুর্বোধ্য থেকে

যাবে। তারপর মনে হল যে, হাদীস অন্বেষণে লেগে যাই। কিন্তু ভাবলাম– হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার একত্র করে তাকে কাজে লাগানো অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। বস্তুত. হাদীস অন্বেষণ করতে হলে কম বয়সে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। তাছাড়া আমার এ বয়সে হাদীস সংগ্রহ করলে মিথ্যাবাদী ও হিফয বিভ্রাটের অপবাদ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে কিয়ামত তক আমার জীবনের একটি অধ্যায় কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। তারপর আমি ফিকাহ শাস্ত্রের ওপর নযর দিলাম। যতই এ নিয়ে চিন্তা করছিলাম ততই তার উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। কোন দোষ-ত্রুটি এতে আমার নযরে পড়ল না।

আমি ভাবলাম, ফিকাহশাস্ত্র আহরণের ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম ও মাশায়েখগণের নিকট আসা-যাওয়া ও তাঁদের সান্নিধ্য লাভ এবং তাঁদের চারিত্রিক গুণাবলীতে নিজেকে সাজানোর মত বিরাট সৌভাগ্য লাভের সুযোগ হবে। আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, ফরয আদায় করা, দীন কায়েম করা, আল্লাহর দাসত্ব এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করা ফিকাহ শাস্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। ফিকাহ শাস্ত্রের মাধ্যমে কেউ যদি পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধ করতে চায় তাহলে তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্বে সমাসীন হতে পারেন। আর যদি কেউ আল্লাহর ইবাদতে ধ্যান-মগ্ন হতে চান তাহলে কেউ এ কথা বলার সাহস পাবে না যে, লোকটি ইলম অর্জন করা ছাড়াই ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়েছেন; বরং বলবে যে, তিনি 'ইলমে ফিকাহ' অর্জন করে তাঁর ওপর আমল শুরু করেছেন।

-আল মানাকিব-৫২ -মাক্কী

হযরত হাম্মাদ (র)-এর নেক নজর

হযরত হাম্মাদ (র)-এর সাহেবজাদা হযরত ইসমাঈল বলেন, একবার আব্বাজান কোথাও সফরে গেলেন। বেশ কিছু দিন তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করলেন। সফর শেষে যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম- "আব্বাজান! সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম কাকে দেখার জন্য আপনার মাঝে ব্যাকুলতা আসে? (তিনি মনে মনে ভেবে ছিলেন, আব্বাজান তো তার নিজ সন্তানের কথাই বলবেন) হাম্মাদ (র) বললেন, আবূ হানীফাকে দেখার জন্য ব্যকুলতা আসে। যদি কোন সময় নজর অন্য দিকে ফিরাবার প্রয়োজন না হত তাহলে তার দিকেই আমি সব সময় চেয়ে থাকতাম। (তারীখে বাগদাদ খণ্ড-১৩)

ইমাম হাম্মাদ (র)-এর জীবদ্দশায় ফাতওয়া দান থেকে বিরত থাকেন

ইমাম যুফার (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর বয়স যখন চব্বিশ বছর, তখন থেকে তিনি হযরত হাম্মাদ (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অল্প দিনেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তবে উস্তাদের জীবদ্দশায় তিনি ফাতওয়া দান থেকে বিরত থাকেন।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি সুদীর্ঘ দশ বছর হযরত হাম্মাদ (র)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। জ্ঞান সাধনায় আমি তখন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। দশ বছর পর আমি ভাবলাম যে, হযরত হাম্মাদ (র) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে একটি দরসগাহ কায়েম করি এবং সেখানে দরস ও তাদরীস চালিয়ে যাই। আমি সে উদ্দেশ্যে রাতের বেলা বের হয়ে আসলাম। ইত্যবসরে হযরত হাম্মাদ (র)-কে দেখে মনের ভিতর খুব সংকোচবোধ হচ্ছিল। তাই সে কল্পনা বাদ দিয়ে তাঁর মজলিসেই এসে বসে গেলাম। সে রাতেই ইমাম হাম্মাদ (র)-এর কাছে সংবাদ এল যে, বসরা নিবাসী তাঁর একান্ত আপন কেউ মারা গেছেন। তিনি বিরাট ধন-সম্পদ রেখে গেছেন। হাম্মাদ (র) ছাড়া তার আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাই তিনি আমাকে তাঁর নিজ মসনদে বসিয়ে বসরা চলে গেলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তখন আমার কাছে এসে ফতুয়া জিজ্ঞেস করে সমাধান নিত।

এ দিনগুলোতে আমাকে এমন কিছু মাসআলার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার কোন সমাধান উস্তাদ থেকে কখনো শুনি নি। সেক্ষেত্রে আমি বাধ্য হয়ে ইজতেহাদের আশ্রয় নিয়েছি। আমার কাছে যে সমাধানটি অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে তাই আমি তাদের বলে দিয়েছি। তবে সতর্কতাস্বরূপ এ সকল মাসআলাসমূহ আমি একটি ভিন্ন খাতায় লিখে রেখেছি।

ইমাম হাম্মাদ (র) প্রায় ছ'মাস পর যখন বসরা থেকে ফিরে আসলেন তখন আমি তার কাছে এ মাসআলাগুলো পেশ করলাম। সর্বমোট ষাটটি মাসআলা ছিল। ইমাম হাম্মাদ (র) তা দেখে চল্লিশটি মাসআলার ব্যাপারে আমার সাথে একমত পোষণ করলেন। বাকী বিশটি মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি বিপরীত জবাব দিলেন।

আমি তখন নিজের আসল পরিচয় উপলব্ধি করতে পারলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম "হযরত হাম্মাদ (র) যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে কোথাও যাবো না।" (উকূদুল জুমান-১৬৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইমাম আ'যমের মর্যাদা ও সমসাময়িক উলামায়ে কিরামের বাণী

নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় সূরা জুম'আ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করে যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সকল লোক কারা যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁদের এ প্রশ্নের উত্তরে কোন কথা বলেন নি। প্রশ্নকারী আরো একবার, দু'বার মতান্তরে তিনবার পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে ইরশাদ করলেন–

لَوْ كَانَ الدِّيْنُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ اَوْ رِجَالٌ مِّنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ

"ঈমান যদি উর্ধ্বাকাশের সুরাইয়া (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবুও পারস্য বংশোদ্ভূত একলোক কিংবা বললেন কতিপয় লোক তা আহরণ করে নিবে।" -মুসলিম-২/৩০২

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'তাবয়ীযুছ ছহীফা' গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী 'আল খাইরাতুল হিসান' লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্ত বাণী দ্বারা ইমাম আ'যম (র)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীসের ভাষা নিয়ে চিন্তা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্টতর হবে। প্রথমত হাদীসে পারস্য বংশোদ্ভূত উলামায়ে কিরামের কথা বলা হয়েছে। একথা সর্বজন বিদিত যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) ছাড়া আর কোন মুজতাহিদ ফকীহ বা হাদীস বিশারদ পারসিক ছিলেন না। ইমাম মালিক

(র) ও ইমাম শাফে'ঈ (র) ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। ইমাম আহমদ (র) ছিলেন খোরাসানের 'মারভ' শহরের অধিবাসী। ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন যথাক্রমে 'বুখারা' ও তিরমিয' নগরীর অধিবাসী। যা তুরানে অবস্থিত। ইমাম মুসলিম (র) জন্মগ্রহণ করেছেন খোরাসানের 'নিশাপুর' এলাকায়। ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর জন্ম কান্দাহারের 'সিসতান' এলাকায়। ইমাম নাসাঈ (র)-এর জন্ম খোরাসানের 'নাসা' নগরীতে। ইমাম ইবনে মাযা (র)-এর জন্ম ইরাকের 'কাযবীন' শহরে।

অতএব, رَجُلٌ مِّنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ 'পারস্য বংশোদ্ভূত লোক' বলতে একমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র)-ই হবেন। অন্য কেউ নন।

দ্বিতীয়ত পারস্য বংশোদ্ভূত উলামায়ে কিরামের মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর স্তরে আর কেউ পৌঁছতে পারেন নি। হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পর তিনিই একমাত্র ব্যক্তি –যিনি সরাসরি সাহাবা ও তাবেঈন থেকে ইলম হাসিল করেছেন। অন্য কোন ফিকাহবিদ কিংবা মুহাদ্দিসের পক্ষে এ সৌভাগ্য অর্জন করা নসীব হয় নি। যদি অন্য কোন মুহাদ্দিস কিংবা ফিকাহবিদকে হাদীসের অন্তর্ভূক্ত মেনেও নেওয়া হয়, তবু শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধাণ্যতা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরই থাকবে।

তৃতীয়ত মুসলিম শরীফের এক রিওয়ায়াতে এসেছে–

لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى تناوله

"দ্বীন যদি উর্ধ্বকাশের সুরাইয়া (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবু পারস্য বংশোদ্ভূত এক লোক তা আহরণ করে নিবে।

হাদীসে تناول শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, এ লোক হবেন একজন মুজতাহিদ। যার কাছে শরী'অতের সকল শাখা-প্রশাখার জ্ঞান থাকবে এবং তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে মাসায়েল আহরণের ক্ষেত্রে তিনি হবেন পূর্ণ পারদর্শী। জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে চার মাযহাবের চার ইমাম ছাড়া আর কেউ এ স্তরে উপনীত হতে পারেন নি।

আইম্মায়ে আরবা'আর মাঝে ফিকাহ সংকল ও ইজতেহাদের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-ই ছিলেন সবচে' অগ্রগামী। বরং বলা যায় যে. তিনিই ছিলেন সকলের রাহনুমা বা পথনির্দেশক।

হাদীসে কোথাও رجال বহুবচন যোগে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা ইমাম আ'যম (র) ও তাঁর শিষ্যবর্গকে বুঝানো হয়েছে। বাস্তবেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শিষ্যরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সকলের শীর্ষে সমাসীন ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজার হাইছামী (র) লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটেছে। অতএব কারণে তাঁর অবির্ভাব হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদী হওয়ার একটি অন্যতম দলীল। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন,

ان أبا حنيفة النعمان من أعظم المعجزات بعد القرآن

"কুরআনের পর ইমাম আবূ হানীফা (র) হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বড় মু'জিযা।" -হাদাইকুল হানাফিয়্যা-৭৭

একটি স্বপ্ন ও ইবনে সীরীন (র)-এর তা'বীর

আল্লামা ইবনে খাল্লেকান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার ইমাম আ'যম (র) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযা মোবারক খনন করে এর ভিতর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাড়গুলো একত্র করছেন। ভোরবেলা উঠে তিনি পেরেশান। অতঃপর তিনি আল্লামা ইবনে সীরীন (র)-এর খেদমতে গেলেন এবং স্বপ্ন বর্ণনা করলেন।

উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ইবনে সীরীন (র)-এর সাথে ইমাম আ'যম (র)-এর কোন পরিচয় ছিল না। আল্লামা ইবনে সীরীন স্বপ্ন শুনে বললেন,

صاحب هذه الرؤيا يثير علما لم يسبقه اليه مثله

"যিনি এ স্বপ্ন দেখেছেন তার দ্বারা ইলমে দ্বীন এমন প্রসার লাভ করবে, যা ইতোপূর্বে কারো দ্বারা সম্ভব হয় নি।"

এরপর বললেন, এ স্বপ্ন তো আবূ হানীফা দেখে থাকবে।

ইমাম আ'যম (র) আরয করলেন, আমি-ই তো আবূ হানীফা।

ইবনে সীরীন (র) বললেন, আচ্ছা! তাহলে তোমার পিঠ এবং বাম হাত দেখাও। ইমাম আ'যম (র) গায়ের জামা সরিয়ে দিলেন। ইবনে সীরীন (র) পিঠে এবং বাম হাতে তিল দেখে বললেন হ্যাঁ, তুমিই আবূ হানীফা। -হাদাইকুল হানাফিয়্যা

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর 'ইলম

হযরত আবূ মুয়ায ফযল ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আমি স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ করি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইলম সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, তাঁর কাছে এমন ইলম আছে, যার প্রয়োজনীয়তা মানুষ পদে পদে উপলব্ধি করবে। -আল-খাইরাতুল হিসান-৬৫

ইমাম আযমের কাছ থেকে ইলম হাসিল কর

মুসাদ্দাদ ইবনে আবদুর রহমান বসরী (র) বর্ণনা করেন যে, একবার আমি 'খানায়ে কা'বা' ও 'মাকামে ইবরাহীম' এর মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে স্বপ্নে দেখলাম, এক বুযুর্গ ব্যক্তি এসে আমাকে বলছেন, এখানে তুমি শুয়ে আছ? এই জায়গা তো এমন পূত-পবিত্র, যেখানে দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন। আমি তখন দ্রুত ঘুম থেকে উঠলাম এবং দু'আ করতে লেগে গেলাম। এর মাঝে আবার চোখে আবার ঘুম নেমে এল। শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি বসে আছি। আমি তাঁর খেদমতে আরয করালাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'নুমান' নামের এক 'আলিম কূফায় আছেন। আমি কি তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, তার কাছ থেকে ইলম শিখ এবং সে অনুযায়ী আমল কর।"

বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম! ইতোপূর্বে আমি নুমান ইবনে ছাবেত (র)কে সবচে' খারাপ প্রকৃতির মানুষ ভাবতাম। আল্লাহ তা'আলার কাছে এজন্য আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করি। -আল খায়রাতুল হিসান-৬৫

খিদমতে দ্বীনের গায়েবী ইশারা

ইমাম আ'যম (র) ফিকাহ শাস্ত্রসহ যাবতীয় বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের পর বাকী জীবনটুকু নিভৃত কোণে বসে ইবাদত বন্দেগী ও রিয়াযত-মোজাহাদায় কাটাবার ইচ্ছা করলেন। এমন সময় এক রাতে স্বপ্নযোগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারত লাভ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আবূ হানীফা! আমার সুন্নাত জিন্দা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এক কোণে বসে থেকে বাকী জীবন কাটাবার ইচ্ছে ত্যাগ কর।" এ শুভ সংবাদ শোনার পর ইমাম আ'যম (র) জীবনের গতি পাল্টে দিলেন। সাধারণ জনগণের স্বার্থে তিনি শরী'অতের মাসায়েল আহরণে আত্মনিয়োগ করেন। উকূদুল জুমান

ইমাম শাফেঈ (র)-এর শ্রদ্ধাবোধ

ইমাম শাফেঈ (রহ) একবার হযরত ইমাম আ'যম (র)-এর কবরে হাজির হয়ে দু'আ করলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন তাকে ঐ স্থানেই ফজরের নামায পড়তে হল। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে জাহরী কেরাতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' জোরে পড়তে হয় এবং ফজরে 'দু'আ কুনুত'ও পড়তে হয়। কিন্তু সেদিন তিনি ফজরের নামাযে দু'আ কুনূতও পড়েন নি এবং বিসমিল্লাহও জোরে পড়েন নি। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র) শুয়ে আছেন। তাঁর কাছে এসে আমার সংকোচবোধ হল। তাঁর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনার্থে আমি আমার মতের ওপর আমল ত্যাগ করেছি এবং তাঁর মত অনুযায়ী নামায পড়েছি। -উকূদুল জুমান-২৬৩

ইমাম আওযায়ী (র)-এর স্বীয় ভুলের কারণে অনুশোচনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) -যিনি ইমাম বোখারী (র) উস্তাদ ছিলেন এবং আবূ হানীফা (র)-এর সুযোগ্য শাগরেদ ছিলেন -তিনি ইমাম আওযায়ী (র)-এর খেদমতে ইলমে হাদীস শিক্ষা করার জন্য সিরিয়া গেলেন। প্রথম সাক্ষাতেই ইমাম আওযায়ী (র) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

من هذا المبتدع الذى خرج بالكوفة ويكنى ابا حنيفة ؟

"কূফাতে এ কোন বেদআতীর জন্ম হল, যাকে আবূ হানীফা বলে ডাকা হয়?"

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) কোন উত্তর না দিয়ে স্বীয় হুজরায় চলে আসলেন এবং দুই/তিন দিনের ভিতরে তিনি বেশ কয়েকটি জটিল ফিকহী মাসায়েল ও তার সমাধান সংগ্রহ করে ইমাম আওযায়ী (র)-এর খেদমতে পেশ করলেন। মাসআলাগুলোর শীর্ষে লেখা ছিল-

قال: نعمان بن ثابت (رحمه الله تعالى)

ইমাম আওযায়ী (র) পড়া শুরু করলেন। এক বৈঠকে সব শেষ করলেন। মাসআলার জটিলতা ও তার গবেষনা পদ্ধতি আঁচ করতে পেরে ইমাম আওযায়ী বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র)কে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই নো'মান ইবনে ছাবিত?

ইবনে মোবারক ঃ তিনি ইরাকের এক মহান বুযুর্গ আমার উস্তাদ। তার শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র) বললেন ঃ বাস্তবিকই তিনি একজন মহান ব্যক্তি। আমিও তার সাথে সাক্ষাত করবো এবং এ ধরণের কিছু জটিল ফিকহী মাসায়েল তার সাথে আলোচনা করবো।

ইবনে মোবারক (র) ঃ হযরত! গত পরশু যাকে আপনি বেদআতী বলেছিলেন, তিনিই হলেন নো'মান।

ইমাম আওযায়ী (র) তখন তাঁর ভুল উপলব্ধি করলেন। কিছু দিন পর হজ্ব উপলক্ষ্যে তিনি মক্কা মোকাররমা গেলেন। সেখানে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তারা তখন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিকহী মাসায়েল আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হলে ইমাম আ'যম (র) যখন চলে গেলেন তখন ইমাম আওযায়ী (র) বলতে লাগলেন-

غبطت الرجل بكثرة علمه و وفور عقله ، واستغفر الله تعالى ، لقد كنت فى غلط ظاهر الزم الرجل فانه بخلاف ما بلغنى عنه .

"লোকটির (ইমাম আবূ হানীফা (র) জ্ঞানের বিশালতা এবং বুদ্ধি ও বোধশক্তির গভীরতায় আমি ঈর্ষান্বিত। আমি আমার কু-ধারণার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সত্যিই আমি জঘন্য ভুলের শিকার ছিলাম। এখন আমি আর তার সঙ্গ ত্যাগ করবো না। ইতোপূর্বে তাঁর সম্পর্কে যা আমাকে জানানো হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বাস্তবতার পরিপন্থি।" -আল-খাইরাতুল হিসান-৩৩

তাৎক্ষণিক তিনি যে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে এসে আরয করল, আমার স্ত্রীর সাথে কোন এক বিষয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়। তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে সে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কোনক্রমেই তার মুখ দিয়ে কথা বলাতে পারলাম না। অবশেষে আমি স্ত্রীকে কসম দিয়ে বলেছি, 'যতক্ষণ তুমি আমার সাথে কথা না বলবে আমিও বলবো না।'

এদিকে আমার স্ত্রীও বলে ফেলল, 'তুমি যদি আগে কথা না বল আমিও কথা বলবো না।' অতএব, অনুগ্রহ করে বলুন আমরা এখন কী করতে পারি?

ইমাম আ'যম (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ অন্য কারো কাছে এ মাসআলা পেশ করেছো কি?

সে লোক বলল, হ্যাঁ, হযরত সুফয়ান ছওরী (র)-এর কাছে। তিনি বলেছেন, যে প্রথমে কথা বলবে তার কসম ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ যাও, মন খোলে তুমি স্ত্রীর সাথে কথা বল। কারো কসম ভাঙ্গবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকটির সাথে সুফয়ান ছওরী (র)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তিনি ইমাম আ'যম (র)-এর ফতুওয়া জানতে পেরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে এসে রাগতস্বরে বললেন, আপনি হারাম লজ্জাস্থানকে হালাল বানিয়ে দিচ্ছেন কেন?

ইমাম আ'যম (র) ঃ তা কিভাবে?

সুফয়ান ছওরী তখন সেই লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার প্রশ্নটি আবার তার সামনে বল। সে মাসআলাটি তুলে ধরল। ইমাম আ'যম (র) এবারও সে ফতুওয়াই দিলেন যা আগে দিয়েছিলেন।

সুফয়ান ছওরী (র) বললেন ঃ কীভাবে আপনি এ ফতওয়া দিলেন?

ইমাম আ'যম (র) ঃ এ লোক কসম খাওয়ার পর বিবিও যখন তাকে লক্ষ্য করে কসম খাইল তখন তো সে লোকটির সাথে কথাই বলে ফেলল। অতএব এ লোকের কসম তখনই শেষ হয়ে গেছে। এখন সে যদি বিবির সাথে কথা বলে তাহলে বিবির কসমও শেষ হয়ে যাবে। কারো ওপর কোন কাফফারা আবশ্যক হবে না। সুফয়্যান ছওরী (র) এ জবাব শুনে খুব হাসলেন এবং বললেন, তাৎক্ষণিকভাবে যে বিষয়টি আপনি অনুধাবন করতে পারেন, আমরা তা কখনো তা কল্পনাও করতে পারি না।

-তাফসীরে কাবীর ১ম খণ্ড

হযরত খিযির (আ.)-এর ইলমের নমুনা

হযরত আজহার ইবনে কিসান বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইলমের প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না। একদিন রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম–তিনি আগে আগে যাচ্ছেন। আর তার পিছনে আছেন হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)। আমি তাদের দু'জনকে বললাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমি একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই।

তারা বললেন, হ্যাঁ করতে পারো, তবে নরম আওয়াজে কথা বলবে।

হযরত ইবনে কিসান বলেন, আমি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি ইরশাদ করেলেন,

هذا علم انتسخ من علم الخضر

"তার ইলম হযরত খিযির (আ.) থেকে নকল হয়ে আসছে।'

-উকূদুল জুমান-৩৬৮

ইমাম আ'যম (র) কে দেখে চিনে ফেলেন

একদা মুসা ইবনে জা'ফর সাদিক (র)-এর সাথে ইমাম আ'যম (র)-এর সাক্ষাত হয়। ইতোপূর্বে তিনি ইমাম আ'যম (র)কে কখনো দেখেন নি। এই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি ইমাম আ'যম (র)কে দেখে বললেন, আপনার নাম তো নোমান ইবনে ছাবিত?

ইমাম আ'যম (র) ঃ হ্যাঁ, কিভাবে চিনতে পারলেন?

মুসা ইবনে জা'ফর সাদিক (র) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তো কালামে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ سيماهم فى وجوههم من اثر السجود

"তাঁদের চেহারায় থাকবে সিজদার নিদর্শন।" -সূরা ফাতাহ

-আল মানাকিব -মাক্কী

ইমাম জা'ফর সাদিকের (র)-এর দৃষ্টিতে ইমাম আ'যম (র)

হযরত আব্দুল মজীদ ইবনে আব্দুল আজীজ বর্ণনা করেন যে, আমরা কয়েকজন ইমাম জা'ফর সাদিক (র)-এর সাথে 'হিজর' নামক স্থানে বসা ছিলাম। হঠাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র) এখানে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং আমাদেরকে সালাম পেশ করেলেন।

ইমাম জা'ফর সাদিক (র) সালামের জবাব দিলেন এবং তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে মোয়ানাকা করলেন। মজলিসের সকল লোকদের দৃষ্টি তখন ইমাম আ'যম (র)-এর প্রতি নিবদ্ধ ছিল।

ইমাম আ'যম (র) সেখান থেকে চলে আসার পর জনৈক ব্যক্তি ইমাম জা'ফর সাদিক (র)কে জিজ্ঞেস করল, হযরত! এই লোক কে যার সাথে আপনি দাঁড়িয়ে মোয়ানাকা করলেন?

ইমাম জা'ফর সাদিক ঃ তুমি বড় আহমক! উনি তো ইমাম আ'যম (র)। এই দেশে তিনিই হলেন সবচে বড় ফকীহ।

-আবূ হানীফা (র.) -আবূ জোহরা

ইমাম শাফেঈ (র)-এর বাণী

হযরত আলী ইবনে মায়মুন–যিনি ইমাম শাফেঈ (রহ)এর প্রথম সারির শাগরেদ ছিলেন–তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি নিজ কানে ইমাম শাফেঈ (র)কে একথা বলতে শুনেছি–

انى لا تبرك بأبى حنيفة وأجيئ إلى قبره فى كل يوم يعنى زائرا فإذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله الحاجة عنده

"আমি আবূ হানীফা (র)-এর উছিলায় আমি বরকত হাসিল করি। প্রত্যেক দিন তার কবর যিয়ারত করি। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে দু'রাকাত নামায পড়ে তার কবরের পাশে আল্লাহর কাছে দু'আ করি। -তারীখে বাগদাদ

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম আ'যম সম্পর্কে বলতেন- اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ

"মুসলিম জাতি ফিকাহ শাস্ত্রে আবূ হানীফার পরিবারভূক্ত।"

হযরত ইয়াহয়া ইবনে মুয়ীন (র)-এর বাণী

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ হযরত ইয়াহয়া ইবনে মুয়ীন (র)-এর কাছে যদি কেউ ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে কটুক্তি করত কিংবা কোন অশালীন কথা বলত, তখন তিনি নিম্নের কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন- حسدوا الفتى اذا لم ينالوا فضله : فالقوم اعداء له وخصوم

كضرائر الحسناء قلن لزوجها : حسدا وبغيا انها لذميم

"লোকেরা সেই যুবকের মর্যাদা ও উচ্চাসন লাভ করতে না পেরে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখে। যেমন নারীরা হিংসা ও বিদ্বেষবশত তাদের সুন্দরী সতীনের মন্দচারিতা স্বামীর কাছে প্রকাশ করে থাকে।"

-যাইলুল জাওয়াহির-২/৪৬৮)

ইমাম মালিক (র)-এর বাণী

একদিন মদীনা শরীফে ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাঝে সাক্ষাত হয়েছিল। দীর্ঘসময় তাঁরা ইলমী আলোচনা ও পর্যালোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারপর ইমাম মালিক (র) ঘর্মাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসলেন।

হযরত লাইস ইবসে সা'দ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হল, আপনি এমন ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন কেন?

ইমাম মালিক (র) বললেন ঃ "আবূ হানীফার সাথে মুনাযারা ও মুনাকাশা (পরস্পর আলোচনা পর্যালোচনা) করে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছি। হে মিসরী (ইবনে সা'দ)! নিসন্দেহে তিনি (আবূ হানীফা) অনেক বড় ফকীহ।"

-মাদারেক -কাযী আয়ায

আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) ইমাম মালিক (র) থেকে এ কথাটিও নকল করেছেন যে,

رجل لو اراد ان يقيم الدليل على ان هذه السارية من ذهب لاستطاع

"উনি এমন এক ব্যক্তি, যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, এই স্তম্ভটিকে সোনা প্রমাণিত করবেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনি তা করতে সক্ষম।"

-জামিউ বয়ানিল ইলম-২/১২১

আমরা ঔষধ বিক্রেতা, তোমরা ডাক্তার

উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেন যে, আমি একদা হযরত আ'মাশ (র)-এর মজলিসে বসাছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে

এসে তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। তিনি জবাব দিতে না পেরে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। তারপর ইমাম আবূ হানীফা (র)কে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে নুমান! তুমি এই মাসআলার জবাব দাও।

আবূ হানীফা (র) বললেন, এই মাসআলার উত্তর এই।

তখন ইমাম আ'মাশ (র) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ জবাব কোথায় পেয়েছ?আবূ হানীফা (র) বললেন, এই জবাব অমুক হাদীস থেকে উদ্ঘাটন করেছি। যা আপনি নিজেই আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আ'মাশ (র) তখন বললেন,

يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت

ايها الرجل قد اخذت بكلا الطرفين

'হে ফুকাহা সম্প্রদায়! তোমরা হলে ডাক্তার বা চিকিৎসক, আমরা ঔষধ বিক্রেতা। আর হে যুবক (আবূ হানীফা)! তুমি তো উভয় বিষয়ে পারদর্শী।"

-জামিউ বয়ানিল ইলম-২/১৩১

আবূ হানীফা (র)-এর এক ছোহবতের মূল্য দশ লক্ষাধিক দিরহাম

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইন্তেকালের পর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অনেক সময় খুব আফসোস করে বলতেন, আমি যদি আবার ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর একটি ছোহবত পেয়ে কিছু ইলমী পিপাসা মিটাতে পারতাম, তাহলে তার বিনিময়ে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ ব্যয় হয়ে গেলেও কোন কুণ্ঠাবোধ করতাম না।"

উলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তখন বিশ লাখ দিরহামের মালিক ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়
ইমাম আ'যম (র)-এর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা

একটি জটিল মাসআলার সমাধান

হযরত ওয়াকী' (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র), সুফয়ান ছওরী (র), মুসরীর ইবনে কুদাম (র) এবং আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ এক ওলীমার দাওয়াতে অংশগ্রহন করেন। এক ব্যক্তি তার দু'মেয়েকে অন্য একজনের দু'ছেলের সাথে বিবাহ দিল।

মেহমানগণ সকলে একত্র হলে হঠাৎ গৃহকর্তা এসে মাথায় হাত রেখে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে! মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!! বাসর রাতে ভুলক্রমে একজনের বিবিকে আরেকজনের বিছানায় শোয়ানো হয়েছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বললেন, উভয়েই কি সহবাসও করে ফেলেছে?

গৃহকর্তা বলল, হ্যাঁ।

হযরত সুফয়ান ছওরী (র) তখন বললেন, হুবহু এমন একটি মাসআলার ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা)-এর ফয়সালা রয়েছে। তিনি এক্ষেত্রে বলেছিলেন, "সহবাসের কারণে উভয় পুরুষের ওপর মোহর ওয়াজিব হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রী নিজ নিজ স্বামীর কাছে ফিরে যাবে।"

লোকেরা সকলে নীবর-নিস্তব্ধ। মনোযোগ দিয়ে তারা সুফয়ান ছওরী (র)-এর কথা শুনছিল। আবূ হানীফা (র)ও তখন চুপচাপ বসে ছিলেন।

হযরত মুসরীর ইমাম আবূ হানীফা (র)কে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন।

ইমাম আ'যম (র) তখন বললেন, উভয় স্বামী আমার কাছে আসবে, তাহলে জবাব দিবো। লোকেরা উভয়জনকে নিয়ে গেল।

তখন ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস করলেন, যে মেয়ের সাথে তোমার বাসর হয়েছে তাকে কি পছন্দ হয়?

উভয়েই বলল, হ্যাঁ, পছন্দ হয়।

তখন আবূ হানীফা (র) বললেন, তাহলে যে মেয়ের সাথে তোমাদের বিয়ে হয়েছে তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং যার সাথে বাসর হয়েছে তাকে নতুন করে বিয়ে করে নাও।

লোকেরা আবূ হানীফা (র)-এর কথা খুব পছন্দ করল। মুসয়ীর ইবনে কুদাম নিজ জায়গা থেকে উঠে গিয়ে আবূ হানীফা (র)-এর কপালে চুমু খেলেন এবং বললেন, তাকে আমি মুহাব্বত করি, এই জন্য লোকেরা আমাকে তিরস্কার করে থাকে। এখন আমি আর তাদের সে তিরস্কারের বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না। -উকূদুল জুমান-২৬৫

অবশেষে বড় কিছু করার সুযোগ পেল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে এসে আরয করল, 'আমি আমার ঘরের দেয়ালে একটি জানালা খুলতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?'

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ দেয়াল যেহেতু তোমার তাহলে খুলতে পারো, কোন বাঁধা নেই। তবে সাবধান প্রতিবেশীর ঘরে নজর পড়তে পারবে না। শরী'অতের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ না-জায়েয।

লোকটির প্রতিবেশী যখন জানতে পারল যে, দেয়ালে জানালা খোলা হবে তখন সে কাজী ইবনে আবি লাইলার খেদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ দায়ের করল।

কাজী সাহেব ঐ লোককে জানালা খুলতে নিষেধ করে দিলেন।

লোকটি আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে হাজির হল এবং কাজী সাহেবের ফয়সালা শুনাল। আবূ হানীফা (র) বললেন, 'কাজী সাহেব যদি জানালার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে থাকেন তাহলে এখন তুমি যাও, দেয়ালে দরজা বানানো শুরু কর।'

লোকটি বাড়ীতে গিয়ে দরজা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্রতিবেশী জানতে পেরে তাকে নিষেধ করল এবং আবার কাজী ইবনে লাইলার কাছে তাকে নিয়ে গেল। কাজী সাহেব দরজা বানাতেও নিষেধ করলেন।

ঐ লোকটি আবার ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে গেল এবং কাজী সাহেবের নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা তুলে ধরল।

আবূ হানীফা (র) বললেন, তোমার পুরো দেয়ালের মুল্য কত হবে? লোকটি বলল, তিন দীনার।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, 'এখন যাও পুরো দেয়াল ভেঙ্গে ফেল। আমি তোমার তিন দীনারের দায়িত্ব নিলাম।'

লোকটি ঘরে আসল এবং দেয়াল ভাঙ্গতে গেল। প্রতিবেশী পুর্বের ন্যায় এখনো বাঁধা দিল এবং কাজী সাহেবের কাছে নিয়ে গেল।

কাজী সাহেব তখন প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কী আশ্চর্য? দেয়াল তো সে লোকের। যা ইচ্ছা তাই সে করার ক্ষমতা রাখে। তুমি চাও যে, তাকে তার নিজ দেয়াল ভাঙ্গতে আমি বাঁধা দেই?' অতঃপর দেয়ালের মালিককে বললেন, 'যাও দেয়াল ভেঙ্গে ফেল কিংবা যা ইচ্ছা তাই কর।'

প্রতিবেশী বলল, জনাব কাজী সাহেব! আপনি অনর্থক আমাকে পেরেশানীতে ফেলেছেন। সে তো শুধু একটি জানালা খুলতে চেয়েছিল। তা আপনি নিষেধ করে দিলেন, অথচ পুরো দেয়াল ভাঙ্গার চেয়ে একটি জানালা খুলাই তো আমার জন্য ভাল ছিল।

কাজী সাহেব বললেন, 'এ লোক এমন এক ব্যক্তিত্বের পরামর্শ অনুযায়ী চলে, যিনি আমারও ভুল ধরে থাকেন। এখন আমার ভুল যেহেতু প্রকাশ পেয়ে গেছে, তাই কী আর করার আছে? এখন যদি কিছু বলতে যাই তাহলে আমাকে আরো লজ্জা পেতে হবে। -উকূদুল জুমান-২৫৭

রমযান মাসে স্ত্রী সহবাস

এক লোক হলফ করে বলল, 'রমযান মাসে দিনের বেলা আমি আমার বিবির সাথে সহবাস করব।' এখন সে যদি সহবাস করে তাহলে রোযা ভাঙ্গবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে। এছাড়া কবীরা গোনাহও হবে। আর যদি না করে তাহলে কসম ভেঙ্গে যাবে। লোকটি ভীষন জটিলতায় পড়ল। অনেকের কাছে সমাধান চাইল। কিন্তু কেউ দিতে পারল না। অবশেষে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কাছে গেল এবং ঘটনা শুনাল।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, "তুমি তাকে নিয়ে সফরে রওয়ানা হয়ে যাও। অতঃপর দিনের বেলা সহবাস কর। কোন অসুবিধে হবে না।"

-উকূদুল জুমান-২৭৬

তালাক থেকে নাজাত পাওয়ার তদবীর

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হল যে, এক ব্যক্তি পানি ভর্তি একটি পিয়ালা হাতে নিয়ে যদি বিবিকে বলে, 'আমি যদি এই

পিয়ালার পানি পান করি বা ফেলে দেই অথবা এই ভর্তি পিয়ালা মাটিতে রেখে দেই, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দেই, তাহলে তুমি তালাক।' এখন প্রশ্ন হল কী পন্থা অবলম্বন করা গেলে স্ত্রীকে তালাক থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ লোকটি পিয়ালার ভিতর কাপড় ঢুকিয়ে রাখবে যাতে পিয়ালার সমস্ত পানি কাপড় চুষে নেয়। অতঃপর পিয়ালা খালি হলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। মাটিতেও রাখতে পারবে কিংবা কারো হাতে তুলেও দিতে পারবে। কারণ খালি পিয়ালার সাথে তালাকের কোন সম্পর্ক নেই। -উকূদুল জুমান-২৯২

মানুষ সবচে' বেশি সুন্দর

ইমাম কুরতুবী (র) বর্ণনা করেন যে, ঈসা ইবনে মুসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মানসুরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীকে অত্যাধিক ভালবাসতেন। একদিন চাঁদনী রাতে স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশার ছলে বলে ফেললেন, "তুমি তিন তালাক, যদি চাদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও।"

এ কথা বলার সাথে সাথে স্ত্রী উঠে পর্দার আড়ালে চলে গেল এবং বলল, আপনি তো আমাকে তালাক দিয়ে ফেলেছেন।

এখানে ব্যাপারটি যদিও হাসি-তামাশার ছিল, কিন্তু বিধান এই যে, পরিস্কার তালাক শব্দ হাসি-তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়।

ঈসা ইবনে মুসা তো অবাক। চরম অস্থিরতার মাঝে রাত কাটালেন। প্রত্যুষে খলীফা আবূ জা'ফর মানসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, খলীফা শহরের বিশিষ্ট ফতওয়াবিদ উলামায়ে কিরামকে ডেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, 'তালাক হয়ে গেছে।'

তারা ভেবেছেন যে, চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একজন আলিম যিনি ইমাম আ'যম (র)-এর শাগরেদ ছিলেন তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন। অন্যান্য উলামায়ে কিরামের সাথে তিনি একমত পোষন করেন নি।

খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করে সূরা 'ত্বীন' তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আমীরুল মোমেনীন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, 'মানুষ মাত্রেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়।'

একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। পরিশেষে খলীফা ফয়সালা দিলেন যে, তালাক হয়নি। -মাআরিফুল কোরআন খণ্ড-৮

বিবিও তালাক হবে না, কসমও ভাঙ্গবেনা

কাজী শুরাইক বর্ণনা করেন যে, একবার বনী হাশিমের কোন সরদার পুত্রের মৃত্যু হলে তার জানাযায় সুফয়ান ছওরী ইবনে শুবরুমা ইবনে আবি লাইলা, আবূল আহওয়াস, ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমূখ উলামায়ে কিরাম এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা উপস্থিত হন। জানাযা মাঠে নেয়ার পথে বহনকারী লোকেরা ঘটনাক্রমে হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

ইত্যবসরে ছেলেটির মা অস্থির হয়ে ঘর থেকে বাইরে চলে এসে জানাযার ওপর তার নিজের পরিহিত কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে দেয়। ফলে তার মাথা এবং শরীরেরও কিছু অংশের সতর খুলে যায়। মহিলা ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের, হাশেমী বংশের। তার এই অবস্থা দেখে মাইয়েতের পিতা চরম ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফিরে যাও।' কিন্তু মহিলা যেতে অস্বীকার করল। পিতা কসম খেয়ে বলল, ফিরে যাও, তা না হলে তোমাকে তালাক।

মহিলাও তখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে বলল, জানাযার নামাযের পূর্বে যদি আমি চলে যাই, তাহলে আমার সকল গোলাম আযাদ।

স্বামী স্ত্রীর কথা শুনে সকলে হতবাক। এখন কীভাবে এই জটিলতা নিরসন করা যায় -এ নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। বড় বড় উলামা, ফুকাহা উপস্থিত ছিলেন। কেউ মুখ খুলছেন না।

মাইয়েতের পিতা তখন ইমাম আ'যম (র)কে লক্ষ্য করে বললেন, হযরত! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

ইমাম আ'যম (র) তখন স্বামী স্ত্রী উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কে কীভাবে কসম খেয়েছো। তারা উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরল।

ইমাম আ'যম (র) তখন বললেন, জানাযার নামায এখানেই হবে। পিতাকে জানাযা পড়াতে নির্দেশ দিলেন।

পূর্বেই যারা মাঠে চলে গিয়েছিল, সকলে ফিরে আসল এবং এখানে নামায হল।

অতঃপর ইমাম আ'যম (র) বললেন, মাইয়েতকে কবরে নিয়ে চল। মাকে বললেন, তুমি ঘরে চলে যাও। তোমার কসম পূরণ হয়ে গেছে।

ইবনে শুবরুমা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ফয়সালায় বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন, সত্যিকার্থেই আপনার মত লোক জন্ম দিতে সকল মহিলা অপারগ। -তাযকিরাতুন নোমান-২২৫

দিরহামও ফিরে পেলাম, মোশকও পেলাম

আল্লামা ইবনুল জওযী থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম আ'যম (র) নিজেই তার একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার জনশূন্য ময়দানে সফর করছিলাম। হঠাৎ তীব্র পিপাসার সম্মুখীন হলাম। আশে পাশে কোথাও পানি ছিল না।

ইতোমধ্যে এক বেদুঈন আমার কাছে আসল। দেখলাম তার মোশকে কিছু পানি আছে। আমি তার কাছে পানি চাইলাম। কিন্তু সে দিতে অস্বীকার করল এবং বলল, পাঁচ দিরহামে বিক্রি করবো।

আমি তখন পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তার পানি মোশকসহ খরিদ করে নিলাম। কিছু পানি পান করলাম। আরো কিছু মোশকে রয়ে গেল। বেদুঈনকে বললাম, আমার কাছে ছাতু আছে। ভাল লাগলে খেতে পার।

বেদুঈন বলল হ্যাঁ, বাইর কর।

আমি তখন তার সামনে ছাতু পেশ করলাম যাতে যায়তুনের তেল মিশ্রিত ছিল। সে খুব পেট ভরে আহার করল। আহার শেষে তারও তীব্র পিপাসা লাগল। আমার কাছে তখন সে খুব বিনীতভাবে পানি চাইল। আমি বললাম, জনাব! পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। এরচে' কমে দিব না।

আবূ হানীফা (র) বলেন, ছাতু এবং যয়তুনের তৈল খাওয়ার দরুন তার খুব গরম লাগছিল। পিপাসাও তীব্রতর হচ্ছিল। পানি খরিদ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

তাই বাধ্য হয়ে সে আমাকে সেই পাঁচ দিরহাম ফেরত দিল। তাকে এক পিয়ালা পানি দিলাম। এভাবে আমি আমার দিরহামও পেয়ে গেলাম, অতিরিক্ত মোশকও পেলাম। -লাতাইফুল আযকিয়া

সিঁড়িসহ নীচে নামিয়ে দিলে তালাক হবে না

একবার ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে লোকেরা এমন একটি জটিল মাসআলা পেশ করল যা তার সমসাময়িক কেউ বুঝে উঠতে পারেন নি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এক মহিলা ঘরের ছাদে যাওয়ার জন্য সিঁড়িতে চড়ল। হঠাৎ তার স্বামী তাকে দেখে ফেলল। স্ত্রীর এ কাজটি স্বামীর কাছে খুবই অশালীন মনে হল। তাই স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সে বলল ঃ "এখন যদি তুমি উপরে উঠ তাহলেও তালাক, নীচে যদি নাম, তাহলেও তালাক।" এই পরিস্থিতে কী পন্থা অবলম্বন করলে স্ত্রীকে তালাক থেকে বাঁচানো যাবে?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ এহেন মুহূর্তে স্ত্রী উপরেও চড়বে না, নীচেও নামবে না। কয়েকজন লোক সিঁড়ি ধরে নীচে নামিয়ে ফেলবে। তাহলে তালাক হবে না। কেননা সে সিঁড়ির উপরেও যায়নি নীচেও নামে নি। লোকেরা বলল, এছাড়া কি আরো কোন পন্থা আছে? ইমাম আ'যম (র) বললেন, হ্যাঁ, কয়েক জন মহিলা সিঁড়িতে চড়ে তাকে বহন করে নীচে নিয়ে আসবে। এ অবস্থায়ও তালাক হবে না। কারণ স্ত্রী স্বেচ্ছায় নীচেও নামে নি, উপরেও উঠে নি।

-উকূদুল জুমান

আপন বিবি ফিরে পেল

একবার লু'লু' কবিলার কিছুলোক কূফায় আসল। তাদের একজনের স্ত্রী সৌন্দর্য ও বেশ-ভূষায় ছিল অতুলনীয়। কূফার এক নওজোয়ান তার প্রেমে পড়ে গেল এবং সে মহিলাও নওজোয়ানের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। নওজোয়ান দাবী করে বসল, এই মহিলা আমার স্ত্রী।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হলে সেও স্বীকার করল যে, আমি এই নওজোয়ানের স্ত্রী।

এহেন পরিস্থিতে লু'লু' কবীলার সে লোক –যে মহিলার আসল স্বামী– ভীষন পেরেশান হয়ে গেল। কিন্তু তার কাছে কোন সাক্ষী-প্রমাণ ছিল না।

ইমাম আ'যম (র) ঘটনা শুনে কাজী ইবনে আবি লাইলা এবং আরো অন্যান্য উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামকে নিয়ে সেই কবীলার অবস্থান স্থলে গেলেন এবং কিছু সংখ্যক মহিলাদেরকে লু'লু' কবিলার লোকটির তাঁবুতে প্রবেশ করতে বললেন। মহিলারা যখন তাঁবুর কাছে গেল, তখন সে লোকের কুকুর তাদের ওপর আক্রমণ করে বসল।

অতঃপর ইমাম আ'যম (র) সেই বিতর্কিত মহিলাকে প্রবেশ করতে বললেন। মহিলা তাঁবুর কাছে গেল। কুকুর তাকে দেখে আক্রমণ তো করেই নি; বরং লেজ নেড়ে নেড়ে তাকে আরো সম্ভাষণ জানাতে লাগল।

ইমাম আ'যম (রহ) বললেন ঃ সত্য বিষয় উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে, মাসআলার জটিলতা অবসান হয়েছে। অতঃপর মহিলাকে চাপ প্রয়োগ করলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, আমি লু'লু' কবিলার লোকেরই স্ত্রী। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে এ নওজোয়ানের সাথে বিবাহের দাবী করেছিলাম। -উকূদুল জুমান-২৮০

হারানো মাল খুঁজে পেল

হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার জনৈক লোক ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে এসে আরয করল, আমি ঘরের এক কোণে কিছু মাল পুঁতে রেখেছিলাম। হাজার চেষ্টা করেও এখন সে জায়গাটি চিহ্নিত করতে পারছিনা। দয়া করে আপনি একটু সহযোগিতা করুন।

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ মাল তুমি পুঁতে রেখেছ এখন তুমিই সে স্থান চিহ্নিত করতে পারছনা। আমি কীভাবে চিহ্নিত করবো?

লোকটি তখন খুব কাঁদতে লাগল। তার অবস্থা দেখে ইমাম আ'যম (র)-এর হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তখন কয়েকজন ছাত্র নিয়ে লোকটির ঘরে গেলেন এবং ছাত্রদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ ঘরটি যদি তোমাদের হত, তাহলে তোমরা মাল হেফাযত করার জন্য কোথায় পুঁতে রাখতে?

একজন বলল, আমি এখানে পুঁতে রাখতাম, দ্বিতীয়জন বলল, আমি ওখানে পুঁতে রাখতাম। এভাবে পাচঁজন পাঁচটি জায়গা চিহ্নিত করল।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, এই চিহ্নিত কয়েকটি জায়গা তালাশ করলে পেয়ে যেতে পার। জায়গা খোদাই শুরু হল। তৃতীয় নম্বর জায়গা খোদাই করার পর সকল মাল-পত্র পাওয়া গেল। -উকূদুল জুমান-২৬৭

আপেল দু' টুকরো করে মাসআলার জবাব দিলেন

একবার জনৈক মহিলা মসজিদে এসে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সামনে একটি আপেল রাখল। আপেলটির একাংশ ছিল লাল, আরেকাংশ ছিল হলুদ বর্ণের। ইমাম আ'যম (র) আপেলটি মাঝখানে কেটে দু' টুকরো করে মহিলাকে দিয়ে দিলেন। মহিলাও চলে গেল। উপস্থিত লোকজন কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছিলনা। একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত ঘটনা কি? কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ উক্ত মহিলার মাসিক স্রাব কোন সময় লাল হয়, কোন সময় হলুদ বর্ণের। আপেল সামনে রেখে সে তাই বুঝাতে চেয়েছিল এবং তুহুর এর হুকুম জানতে চাইল। আমি তখন আপেল দু' টুকরো করে জানিয়ে দিলাম যে, আপেলের ভিতরের অংশের মত খাঁটি সাদা রং দেখা না যাওয়া পর্যন্ত তা হায়েযের রক্ত বলেই গণ্য হবে।

-হাদায়েকুল হানাফিয়্যা

একটি জটিল মাসআলার সমাধান

বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইমাম আ'যম (র)-এর মজলিসে এসে জিজ্ঞেস করল, এক লোক তিনটি কসমের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তিন ধরনের বাক্য বলে তালাক দিল। এখন তাকে তালাক থেকে বাঁচানোর মত বাহ্যত কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। লোকটি তার স্ত্রীকে বলল,

(১) যদি আজকের কোন সময় আমি নামায না পড়ি তাহলে আমার বিবি তিন তালাক।

(২) আজ বিবির সাথে যদি সহবাস না করি তাহলে সে তিন তালাক।

(৩) যদি আজ ফরজ গোসল করি তাহলেও সে তিন তালাক।

বড়ই জটিল মাসাআলা। মজলিসের কেউ সমাধান দিতে পারছেনা। অবশেষে আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ মাসআলাটির সমাধান হল, সে লোক আজ আছরের নামায পড়বে, এরপর বিবির সাথে সহবাস করবে। অতঃপর সূর্য যখন অস্ত যাবে তখন ফরজ গোসল করবে। তাহলে তার কসমও ভাঙ্গবে না, তালাকও পতিত হবে না। -উকূদুল জুমান-২৭৭

মৃত্যু কখন হবে?

বর্ণিত আছে যে, একবার তৎকালীন খলীফা স্বপ্নযোগে 'মালাকুল মওত'কে দেখলেন। আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে তিনি আরয করলেন যে, আমি স্বপ্নে হযরত আজরাঈল (আ.)কে দেখেছি এবং তাকে আমি আমার হায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। ফেরেশতা এর জবাবে পাঁচ আঙ্গুল দেখালেন। আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেছি; কিন্তু কোথাও উত্তর পাইনি। অতএব আপনিই বলুন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ ফেরেশতা এই পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা পাঁচটি গায়েবী জিনিষের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

(১) কিয়ামত কখন হবে? (২) বৃষ্টি কখন হবে? (৩) গর্ভবতী নারীর পেটে কী রয়েছে? (৪) আগামী কাল মানুষ কী কাজ করবে? (৫) মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে? -তাযকিরাতুল আওলিয়া

সেটি 'উমর' নামের খচ্চর হবে

আবূ হানীফা (র) পৌত্র হযরত ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেন যে, আমাদের এক প্রতিবেশী রাফেযী ছিল। সে আটা পেষন করত। তার দু'টি খচ্চর ছিল। একটিকে 'আবূ বকর' অপরটিকে 'উমর' বলে ডাকত।

ঘটনাক্রমে এক রাতে যখন সে খচ্চর দেখাশোনা করতে গেল তখন একটি খচ্চর তার গায়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল। যার ফলে সে তৎক্ষনাৎ মরে গেল।

আবূ হানীফা (র) ঘটনা জানতে পেরে লোকদের বললেন ঃ তোমরা অনুসন্ধান করে দেখ, যে খচ্চরটি তার গায়ে লাথি দিয়েছে সেটিকে হয়ত সে 'উমর' বলে ডাকত। লোকেরা অনুসন্ধান করে জানতে পারল— বিষয়টি তাই যা ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন। -তাযকিরাতুন নোমান

লোকটি মুসাফির হবে

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণিত আছে, একদা ইমাম আবূ হানীফা (র) মসজিদে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় সে মসজিদে অপরিচিত এক লোক আসল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে এদিক ওদিক তাকাল। আবূ

হানীফা (র) লোকটিকে দেখে বললেন, মনে হয় লোকটি মুসাফির হবে। এরপর বললেন, মনে হয় লোকটির আচলে মিষ্টি জাতীয় কিছু আছে। কিছুক্ষণ পর আবার বললেন, মনে হয় এ লোকটি বাচ্চাদের শিক্ষকতা করে।

বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর সামনে উপবিষ্ট ছাত্ররা এ সকল কথা শুনে কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না। তাদের একজন এসে লোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার অবস্থা জানল। বাস্তবেই দেখা গেল যে, লোকটি মুসাফির, তাঁর আচলে কিশমিশ আছে এবং সে বাচ্চাদের শিক্ষকতা করে। অতঃপর ছাত্ররা আবূ হানীফা (র)-এর কাছে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি লোকটি সম্পর্কে এ বিষয়গুলো কিভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন?

আবূ হানীফা (র) বললেন, লোকটি এখানে এসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আমার তখন মনে হল যে, লোকটি মুসাফির। কারণ সাধারণত মুসাফির হলেই লোকেরা এদিকে-ওদিক তাকিয়ে সবকিছু দেখে থাকে। এরপর লক্ষ্য করলাম যে, তার আচলের কাছে বার বার মাছি এসে বসছে। ভাবলাম বোধ হয় তাতে মিষ্টি জাতীয় কিছু আছে। আর লোকটিকে যখন দেখলাম সে বার বার বাচ্চাদের দিকে তাকাচ্ছে। তাই মনে করলাম, সে হয়ত বাচ্চাদের শিক্ষকতা করে। -উকূদুল জুমান

নিজেই বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ল

আবুল আব্বাস তুসী খলীফা আবূ জা'ফর মনসুর -এর এক সভাষদ ছিলেন। আবূ হানীফা (র)-এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছিলেন। কোনক্রমেই তিনি আবূ হানীফা (র)-এর সুখ্যাতি সহ্য করতে পারছিলেন না। কীভাবে তাঁকে বিপদের জালে আবদ্ধ করা যায় —সে জন্য সে সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকতেন।

একদা খলীফা মনসুরের দরবারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মজলিস বসল। আবূ হানীফা (র)ও সে দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তুসী এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে হঠাৎ আবূ হানীফা (র)কে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হানীফা! আমীরুল মোমেনীন যদি আমাদের কাউকে এ

মর্মে হুকুম দেন যে, অমুক লোককে হত্যা কর। অথচ লোকটি কী অপরাধ করেছে তা জানা নেই। তাহলে তাকে হত্যা করা কি জায়েয হবে?

আবূ হানীফা (র) তখন আবূল আব্বাস তুসীকে লক্ষ্য করে বললেন, আবূল আব্বাস! আমি আপনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমীরুল মোমেনীন যে নির্দেশ দেন তা কি ন্যায়সঙ্গত হয়? না অন্যায় হয়?

আবূল আব্বাস বললেন, আমীরুল মোমেনীন অন্যায় হুকুম কেন দিবেন? তিনি তো সর্বদা ন্যায়সঙ্গত হুকুমই দিয়ে থাকেন।

আবূ হানীফা (র) বললেন, ন্যায়সঙ্গত হুকুম হলে তা প্রয়োগ করতে আমাদের দ্বিধা কোথায়?

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জবাব শুনে তুসী ভীষণ লজ্জিত হল। যে জালে সে অন্যকে আটকাতে চেয়েছিল তাতে সে নিজেই ফেঁসে গেল।

-তাযকিরাতুন নোমান

তিনি তো আল্লাহর ওলী

এক লোক আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে এসে আরয করল, হযরত! জনৈক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে; কিন্তু সে জান্নাতের আশা করে না, জাহান্নামকে ভয় পায় না। আল্লাহকেও ভয় পায়না। মুর্দার ভক্ষণ করে, রুকু সেজদা ছাড়াই নামায পড়ে। না দেখে সাক্ষ্য প্রদান করে, হককে অপছন্দ করে। ফেতনাকে ভালবাসে, খোদার রহমত থেকে পলায়ন করে, ইহুদী-খৃষ্টানদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে।

বাহ্যত দেখা যাচ্ছে এ সবই হল কুফুরীর আলামত। অতএব, আপনি এই লোক সম্পর্কে কি বলেন? সে মুসলমান, না কাফের?

বর্ণনাকারী বলেন যে, আবূ হানীফা (র) জানতেন, লোকটি শত্রুতাবশত তার বিরুদ্ধে এ সব কথা বলছে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে সব বিষয় তার সম্পর্কে বলেছো, এগুলো কি স্বচক্ষে দেখেছো?

লোকটি বলল, না, তবে এগুলো খুবই মন্দ স্বভাব যা আমি তার সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্রে শুনতে পেয়েছি।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) তখন উপস্থিত শাগরেদদের জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা এসব কথা শুনলে তার সম্পর্কে তোমাদের মন্তব্য কি?

ছাত্ররা সকলে এক বাক্যে বলল, সে অত্যন্ত খারাপ মানুষ।

আবূ হানীফা (র) বললেন, আমার মতে সে লোক তো আল্লাহর ওলী।

অভিযোগকারী একথা শুনে হতবাক হয়ে রইল।

ইমাম আ'যম (র) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, মূলত তুমি যে গুণগুলোর কথা বলেছো তা যদি বাস্তবেই তার ভিতরে থাকে তাহলে এগুলোর তো একটা ভাল দিকও আছে। যেমন, সে ব্যক্তি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতের আশা করে না -এর অর্থ, সে একমাত্র আল্লাহকে পেতে চায়, যিনি জান্নাতের মালিক। অতএব জান্নাতের আশা করার কি প্রয়োজন আছে? জাহান্নামের মালিককে সে ভয় পায়, অতএব, জাহান্নামকে ভয় পাওয়ার কি দরকার?

আর 'আল্লাহকে সে ভয় করে না' -এর অর্থ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করবেন। প্রত্যেকের আমলের যথাযথ বিনিময় দিবেন, বিন্দুমাত্র তিনি জুলুম করবেন না। যেমন কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ "তোমার প্রভু স্বীয় বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।"

-সূরা হা-মীম -৪৬

অতএব সে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জুলুম হবে -এই ভয় করে না।

'সে ব্যক্তি মুর্দার খায়' -এর অর্থ সে মাছ খায়।

'রুকু-সেজদা ছাড়া সে নামায পড়ে' -এর অর্থ, সে জানাযার নামায পড়ে।

'সে ব্যক্তি না দেখে সাক্ষ্য দান করে' -এর অর্থ হল, সে আল্লাহকে দেখে নি, এতদসত্ত্বেও সাক্ষ্য দেয়, যে আল্লাহ এক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দেখে নি, তবু বলে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।

'সে ব্যক্তি হককে অপছন্দ করে' -এর অর্থ সে দুনিয়াতে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে চায়, যাতে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করে বিদায় নিতে পারে। এই জন্য মৃত্যুকে সে অপছন্দ করে যা চির সত্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وجاءت سكرة الموت بالحق

"মৃত্যু যন্ত্রনা আসা অবধারিত।" -সূরা ক্বা-ফ -১৯

'সে ব্যক্তি ফেতনাকে ভালবাসে' –এর অর্থ সে তার মাল ও সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে মাল ও সন্তান-সন্ততিকে ফেতনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। انما اموالكم واولادكم فتنة

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাসরূপ।" -সূরা তাগাবুন-১৫

"সে ব্যক্তি রহমত থেকে পলায়ন করে' –এর অর্থ বৃষ্টি থেকে সে পলায়ন করে।

'সে ব্যক্তি ইহুদী, খৃষ্টানদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে' –এর অর্থ সে ইহুদী, খৃষ্টানদের ঐ কথা বিশ্বাস করে যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

قالت اليهود ليست النصارى على شئ ۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شئ ۔

"ইহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোন ভিত্তির ওপর নয় এবং খৃষ্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির ওপর নয়।" -সূরা বাকারা-১১৩

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হানীফা (র)-এর এই বিচক্ষনতা দেখে সকলে হতবাক হয়ে গেল। পরিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কপালে চুমু খেয়ে বিদায় নিল। -উকূদুল জুমান

রাফেযী তওবা করল

কূফা নগরীতে এক রাফেযী ছিল। সে হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অত্যন্ত জঘন্যতম অশালীন উক্তি করত। কখনো তাঁকে কাফের, কখনো ইহুদী বলে গালি দিত। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) এ সংবাদ পেয়ে শিহরিত হয়ে উঠলেন। রাফেযীর সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত তার হৃদয়-মন ভীষন ছটফট করছিল।

অবশেষে একদিন তিনি নিজেই রাফেযীর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও মুহাব্বতের সাথে বললেন, ভাই! আপনার আদরের দুলালীর জন্য অমুকের পক্ষ থেকে বিয়ের পয়গাম নিয়ে এসেছি। আল্লাহর রহমতে ছেলেটি হাফেজে কুরআন, সারা রাত সে তিলাওয়াত ও নফল নামাযে মশগুল থাকে, তাকওয়া-তাহারাতে তার কোন নযীর হয় না।

রাফেযী বলল, তাহলে তো খুব ভাল ছেলে। সে তো শুধু আমার মেয়ের জন্য নয় বরং সে আমাদের পুরো খান্দানের সৌভাগ্যের কারণ হবে।

আবূ হানীফা (র) বললেন, তবে হ্যাঁ তার ভিতরে একটি দোষ আছে। সেটি হল, সে একজন ইহুদী।

রাফেযী একথা শুনার সাথে সাথে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। চিৎকার করে সে বলল, ইহুদীর সাথে কি আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিবো?

আবূ হানীফা (র) তখন বললেন, ভাই! আপনি আপনার এক মেয়েকে ইহুদীর সাথে বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছেন না, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একজন নয় দু'জন কলিজার টুকরোকে কীভাবে হযরত উসমান (রা) (যাকে আপনি ইহুদী মনে করেন) এর কাছে বিয়ে দিলেন?

রাফেযী আবূ হানীফা (র)-এর একথা শুনে ভীষন অনুতপ্ত হল, খাঁটি মনে সে তওবা করল এবং চিরদিনের জন্য এই জঘন্যতম কথা পরিহার করল। তাযকিরাতুন নোমান

আমানত ফেরত পেল

হযরত আলী ইবনে আবূ আলী বর্ণনা করেন যে, 'মারভ' শহরের কাযী হাসান ইবনে আলী -এর কাছে একবার আমি গিয়েছিলাম। তিনি ইমাম আ'যম (র)-এর মেধা ও স্মৃতিশক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, কূফার জনৈক ব্যক্তি একলোকের কাছে কিছু আমানত রেখে হজ্জে চলে গিয়েছিল। হজ্জ শেষে আমানতের মাল চাইলে সে তা অস্বীকার করল। আমানতদাতা তখন ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে গেলেন এবং আমানতের মাল আদায়ের ব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ জানালেন।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, ঠিক আছে, আর কাউকে তুমি এ ব্যাপারে কিছু বলবে না।

অতঃপর ইমাম আ'যম (র) আমানতগ্রহীতার কাছে গিয়ে বললেন, জনাব! কূফার গভর্ণর একজন যোগ্য, বিশ্বস্থ ও আমানতদার বিচারপতি তালাশ করছেন। আমার সাথে তিনি এব্যাপারে পরামর্শও করেছেন। আপনি কি এ পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন?

আমানতগ্রহীতা কিছুটা অস্বীকৃতির স্বরে বলল, না। কিন্তু কথায় বুঝা যাচ্ছিল যে, এ পদের জন্য তার আগ্রহ আছে।

ইমাম আ'যম (র) তাকে আরো কিছুক্ষণ উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু সে মুখে মুখে অস্বীকার করে যাচ্ছিল।

অতঃপর ইমাম আ'যম (র) সেখান থেকে চলে এসে আমনতদাতাকে বললেন ঃ এখন তার কাছে আবার যাও এবং বল যে, জনাব! হয়ত আপনি ভুলে গিয়ে থাকবেন; আমি তো আপনার কাছে আমানত রেখেছিলাম। একটু স্মরণ করে দেখুন।

লোকটি ইমাম আ'যম (র)-এর হেদায়াত অনুসারে যখন একথা বলল, তখন সে কিছুক্ষণ চিন্তার ভাব দেখিয়ে আমানত ফেরত দিল।

এরপর এই আমানতগ্রহীতা কাযী হওয়ার জন্য ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে হাজির হল।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আমি আপনার ব্যাপারে চিন্তা করেছি। আপনার মর্যাদা তো আমি আরো উর্ধ্বের মনে করি। তাই এ পদের জন্য আর আপনার নাম প্রস্তাব করি নি। এরচে' বড় কোন পদ খালি হলে আপনাকে এর জন্য নির্বাচন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

-তাযকিরাতুন নোমান-২৪০

এতো আবূ হানীফা (র)-এর তদবীর

বিশিষ্ট ফিকাহবিদ আবূ জা'ফর থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রথম দিকে ইমাম আ'মাশ -এর সাথে ইমাম আ'যম (র)-এর সম্পর্ক ভাল ছিল না। এছাড়া ইমাম আ'মাশ -এর মেজাজ ছিল কিছুটা কর্কশ ধরণের। এই জন্য মাঝে-মধ্যে তিনি অনেক বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়তেন।

একবার তিনি তার বিবির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে হলফ করে বললেন, "তুমি যদি আমাকে আটা খতম হওয়ার সংবাদ দাও বা লিখে অথবা কারো মারফত আমাকে জানাও কিংবা কারো সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা কর বা ইশারা কর, তাহলে তুমি তালাক।"

বিবি তখন পেরেশান হয়ে গেল এবং উক্ত বিপদ থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য বিভিন্নজনের কাছে গেল। কিন্তু কেউ তাকে আশ্বস্ত করতে পারল না। লোকেরা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কথা বললে সে তাঁর খেদমতে এসে ঘটনা শুনাল।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ এতে পেরেশানীর কিছু নেই। ইমাম আ'মাশ যখন রাতের বেলা নিদ্রা যাবেন, তখন চুপিসারে আটার খালি থলেটি তার চাঁদর কিংবা লুঙ্গির সাথে বেঁধে ফেলবেন। সকাল বেলা যখন

তিনি আটার থলেটি খালি দেখবেন তখন তিনি বুঝতে পারেবেন যে, আটা খতম হয়ে গিয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন যে, বিবি বাড়ী ফিরে ইমাম আ'যম (র)-এর কথামত তাই করল। সকাল বেলা ইমাম আ'মাশ (র) যখন খালি থলে কাপড়ের সাথে বাঁধা দেখলেন তখন বুঝে নিলেন যে, আটা খতম হয়ে গেছে। তিনি তখন বলতে লাগলেন, এটি নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শিখানো কৌশল। তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারে না। তাঁর কাছে আমাদের সকলকে হার মানতে হয়। আজ আমার বিবির কাছে আমার দূর্বলতা তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। -উকূদুল জুমান-২৭৬

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বিপদ থেকে মুক্তি পেলেন

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং তাঁর স্ত্রীর মাঝে কিছুটা মনোমালিন্যতার সৃষ্টি হয়। স্ত্রী জিদবশত তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ফেললেন- "আজ রাতে যদি তুমি কথা না বল তাহলে তুমি তালাক।" কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই কথা বলছে না। হাজার চেষ্টার পরও সে তার মতে অটল রইল।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) সে রাতেই ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে এসে ঘটনা জানালেন। ইমাম আ'যম (র) তখন তাকে একজোড়া নতুন জামা পরালেন, আতর-সুগন্ধি দিলেন এবং একটি মূল্যবান চাদর দিয়ে বললেন, এখন তুমি ঘরে যাও এবং স্ত্রীর সামনে এমন ভাব দেখাও যাতে সে বুঝতে পারে যে, তার সাথে তোমার কথা বলার প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ঘরে গেলেন এবং ইমাম আ'যম (র)-এর হেদায়াত অনুযায়ী নিজেকে বে-নিয়ায ভাব দেখালেন। স্ত্রী তার অবস্থা দেখে বলতে লাগল, কোন বদকার নারীর কাছ থেকে তুমি এসেছ?

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) স্ত্রীর মূখে কথা শুনে হেসে উঠলেন।

-তাযকিরাতুন নোমান-২৫৬

চুরি হয়ে যাওয়া মাল ফেরত পাওয়া গেল

কূফা নগরীর জনৈক কৃপন ব্যক্তি এক মাঠে কিছু মাল পুঁতে রেখেছিল। এবার সে তা খোঁজ নেয়ার জন্য মাঠে গেল। সে দেখতে পেল যে, মাল চুরি হয়ে গেছে। সে তখন ভীষন পেরেশান হয়ে গেল। শোকে-দুঃখে সে খানা-পিনা পর্যন্ত ছেড়ে দিল।

ইমাম আ'যম (র) সংবাদ পেয়ে সে মাঠে গেলেন। দেখলেন, কিছু লোক সেখানে কাজ করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কোন সাথী আজ অনুপস্থিত আছে? তারা তখন এক নওজোয়ানের কথা বলল।

ইমাম আ'যম (র) সে নওজোয়ানের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, যিনি তোমাকে চুরি করতে দেখেছেন তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অতএব তোমার জন্য উত্তম হবে সে মালগুলো ফেরত দেয়া। যদি কিছু খরচ করে থাক, তাহলে আমরা মালিককে এর জন্য রাজী করিয়ে নিবো।

নওজোয়ান তখন মাল হাজির করে দিল। কৃপন ব্যক্তি মাল পেয়ে ভীষণ খুশি হল।

(উল্লেখ্য যে, "যিনি তোমাকে চুরি করতে দেখেছেন" –একথা দ্বারা ইমাম আ'যম (র) আল্লাহকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ পৃথিবীতে সবকিছু তাঁর দৃষ্টিসীমার ভিতরেই সংঘটিত হচ্ছে।) -তাযকিরাতুন নোমান

এটিই সবচে' উত্তম জবাব

হযরত আলী ইবনে মুসহির বর্ণনা করেন যে, আমরা কয়েকজন সাথী ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) এসে ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে আরয করলেন : "এক লোক ডেকচিতে গোশত রান্না করছে। এমতাবস্থায় একটি উড়ন্ত পাখি সে ডেকচিতে পড়ে মারা গেল। এখন এর খাবারগুলো পাক থাকবে, না নাপাক হয়ে যাবে?

ইমাম আ'যম (র) উপস্থিত শাগরেদদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বল, এ মাসআলার কি জবাব হতে পারে?

শাগরেদগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্বৃতি দিয়ে বলল যে, ডেকচির শোরবা ফেলে দিয়ে গোশতগুলো ধূয়ে খেয়ে নিতে পারবে।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আমিও তাই মনে করি। তবে আরো কিছু কথা আছে। তা হল– ডেকচিতে পানি টকবগ করার সময় যদি পাখি পড়ে থাকে তাহলে শোরবা এবং গোশত উভয়টি ফেলে দিতে হবে। আর যদি

টকবগ শেষ হওয়ার পর পড়ে থাকে তাহলে শুধু শোরবা ফেলে দিয়ে গোশতগুলো ধূয়ে খেয়ে নিতে পারবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (র) বললেন, পানি টকবগ অবস্থায় থাকা, না থাকার কারণে হুকুম ভিন্ন হল কিভাবে?

ইমাম আ'যম (র) : পানি টকবগ অবস্থায় থাকলে মৃত জানোয়ারের নাপাকি গোশতের ভিতরেও অনুপ্রবেশ করে। তাই তখন গোশতও নাপাক হয়ে যায়। আর টকবগ শেষ হওয়ার পর মৃত জানোয়ারের নাপাকি শুধু শোরবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। গোশতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। তাই তখন শুধু শোরবা ফেলে দিতে হবে।

ইবনে মোবারক : এটিই তো সবচে' উত্তম জবাব।

-তাযকিরাতুন নোমান-২৩৮

এক দীনার এর হকদার জেনে উত্তরাধিকারি সকলের কথা বলে দিলেন

হযরত ওয়াকী (র) বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা ইমাম আ'যম (র) এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমার ভাই ইন্তেকাল করেছেন, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মোট ছয়শত দীনার । বন্টনের সময় আমাকে শুধু এক দীনার দেয়া হয়েছে। আমি মৃত ব্যক্তির বোন হিসেবে আমাকে তো আরো বেশি পাওয়ার কথা। নিঃসন্দেহে এ বন্টনে আমার ওপর জুলুম করা হয়েছে।

ইমাম আ'যম (র) জিজ্ঞেস করলেন, সম্পত্তি কে বন্টন করছেন?

মহিলা : হযরত দাউদ তাই।

ইমাম আ'যম (র) বললেন : সম্পদে তোমার যা প্রাপ্য ছিল তা পেয়ে গেছ।

মহিলা : কীভাবে পেলাম?

ইমাম আ'যম (র) : তোমার ভাই ইন্তেকালের সময় দুই কন্যা এক স্ত্রী, মা, বারজন ভাই এবং এক বোন রেখে গেছে?

মহিলা : হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।

ইমাম আ'যম (র) তাহলে শুনো। মাইয়েতের দুই মেয়ে যেহেতু দু'তৃতীয়াংশের হকদার, তাই তাদেরকে ৪০০ দীনার দেয়া হয়েছে। মা

হল একষষ্ঠাংশের হকদার তাই তাকে একশত দীনার দেয়া হয়েছে। বিবি হল, এক অষ্টমাংশের হকদার। তাই তাকে ৭৫ দীনার দেয়া হয়েছে। আর বাকী ২৫ দীনার অবশিষ্ট রইল এগুলোর মধ্যে ১২জন ভাই প্রত্যেকে দু'দীনার করে ২৪ দীনার পাবে। আর অবশিষ্ট এক দীনার হল তোমার। দাউদ তাই এর ফয়সালা নিঃসন্দেহে শরী'অত সম্মত। -উকূদুল জুমান-২৬১

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ধোপার মাসআলা

হযরত ফজল ইবনে গানেম থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ (র) যখন অসুস্থ হয়ে যান তখন ইমাম আবূ হানীফা (র) কয়েক বার তাকে দেখতে গিয়েছেন। শেষ বার যখন গেলেন তখন ইমাম আবূ ইউসুফ (র)কে খুব দূর্বল দেখে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পড়লেন এবং বললেন, তোমার ব্যাপারে আশা রাখি যে, আমার পরেও তুমি বেঁচে থাকবে। মুসলমানগণ তোমার দ্বারা উপকৃত হবে।

অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর ঘর থেকে বাইর হয়ে বলেছেন, এই নওজোয়ানের মৃত্যু হলে 'ইলমের এক বিশাল খাযানাও তার সাথে বিদায় নিয়ে যাবে। আর এ ক্ষতি পুরণ করার মত ভূপৃষ্ঠে আর কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না।

বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) আল্লাহর ফযলে সুস্থ হয়ে উঠেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কথা শুনে তার ভিতরে কিছুটা আত্মতুষ্টি এসে গিয়েছিল। তাই তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মজলিস ছেড়ে আলাদা দরসগাহ বানিয়ে নিলেন।

এজন্য তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র) কাছ থেকে কোন অনুমতিও নেন নি। তা ছাড়া সে সময় আলাদা দরসাগাহ কায়েম করা তার জন্য উচিতও হয় নি।

আবূ হানীফা (র) এ সংবাদ শুনে তার এক বিশ্বস্থ লোককে ডেকে বললেন, আবূ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব এর মজলিসে যাও এবং তাকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস কর যে, এক লোক কোন ধোপার কাছে কাপড় ধুইতে দিল। কিছুদিন পর লোকটি কাপড় আনতে গেলে ধোপা অস্বীকার করে বলল, আমার কাছে তুমি কোন কাপড় দাও নি। লোকটি চলে গেল। দু'দিন পর আবার এসে কাপড় চাইল। তখন ধোপা ধৌত করা কাপড় তাকে দিল।

এখন প্রশ্ন হল, ধোপা সেই কাপড় ধোয়ার পারিশ্রমিক পাবে কি না? আবূ ইউসুফ যদি বলে যে, 'পাবে' তাহলে তুমি বলবে, আপনার কথা ভুল। আর যদি বলে, 'পাবে না' তখনও বলবে, আপনার কথা ভুল।

বর্ণনাকারী বলেন, সেই লোকটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর খেদমতে গেল এবং উক্ত মাসআলা জিজ্ঞেস করল, আবূ ইউসুফ (র) বললেন, হ্যাঁ, ধোপা পারিশ্রমিক পাবে। প্রশ্নকারী বলল, আপনার কথা ভুল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। অতঃপর বললেন, না, পারিশ্রমিক পাবে না। প্রশ্নকারী তখনও বলল, আপনার এ কথাটিও ভুল।

ইমাম আবূ ইউসুফ তখন সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সাথে সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে চলে গেলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) তাকে দেখে বললেন, বোধ হয় ধোপার মাসআলা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বললেন, জ্বী।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, কী আশ্চর্য! যে ব্যক্তি মানুষকে ফতুওয়া দেয়ার জন্য মজলিস কায়েম করে বসে, সে এই সামান্য কাপড় ধোয়ার মাসআলার সঠিক সমাধান দিতে পারে না?

আবূ ইউসুফ (র) বললেন, হযরত! আমাকে ক্ষমা করুন। অনুগ্রহ করে বলুন এই মাসআলার সঠিক সমাধান কি হবে?

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, ধোপা যদি অস্বীকার কারার পর কাপড় ধৌত করে তাহলে পারিশ্রমিক পাবে না। কারণ সে অস্বীকার করার সাথে সাথে আত্মসাৎকারী বনে গেল। আত্মসাতের পর সে কাপড়টি নিজের জন্য ধৌত করল। তাই এক্ষেত্রে সে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। আর যদি পূর্বে ধোয়ে থাকে তাহলে পারিশ্রমিক পাবে। কারণ, সে এখনো আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হয়নি। কাপড়টি ধোয়ার সময় সে মালিকের জন্যই ধোয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে কাপড় ফেরত দিলে 'আত্মসাৎ' এর অপরাধ মাফ হয়ে যাবে এবং সে পারিশ্রমিক পাবে।

-আল খাইরাতুল হিসান

হারানো মালের সন্ধান লাভ

জনৈক লোক ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে এসে আরয করল, আমি কিছু মুদ্রা হেফাযতের জন্য এক জায়গায় পুঁতে রেখেছিলাম।

এখন সেগুলোর ভীষন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তা খোঁজে পাচ্ছিনা। ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, ভাই! এটিতো ফিকাহর কোন মাসআলা নয় যে, আমি এর সমাধান দিয়ে দিব।

কিন্তু লোকটি তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আবূ হানীফা (র) বললেন, আজ সারা রাত ইবাদত করার নিয়তে নামায পড়তে থাকবেন।

লোকটি চলে গেল। রাতের বেলায় অযু করে নামায শুরু করল। কয়েক রাকাত পড়ার পরই স্মরণ হয়ে গেল যে, অমুক স্থানে তার মুদ্রাগুলো আছে।

এরপর লোকটি ইমাম আ'যম (র) খেদমতে গিয়ে বলল, আপনার তদবীরে আমার কাজ হয়েছে। হারানো মালের সন্ধান পেয়েছি।

আবূ হানীফা (র) বললেন, বস্তুত. শয়তান সহ্য করতে পারল না যে, আপনি সারা রাত নামায পড়ে নেকি হাসিল করবেন। তাই সে তাড়াতাড়ি স্মরন করিয়ে দিল। তবে এখন আপনার উচিত হল কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সারা রাত নামায আদায় করা। -উকূদুল জুমান

এক মজলুম জরিমানা থেকে বেঁচে গেল

আল্লামা নো'মানী থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'ব্যক্তি হাম্মামখানায় গোসল করতে প্রবেশ করল। তারা তাদের কিছু যৌথ মাল হাম্মামখানার মালিকের কাছে আমানত রাখল। তাদের একজন গোসল সেরে আগে বাইর হয়ে আসল এবং মালিকের কাছ থেকে আমানতের মাল নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়জন বাইর হয়ে মালিকের কাছে আমানতের মাল চাইল। মালিক বলল, তোমার সাথীর কাছে সে মাল দিয়েছি। কিন্তু লোকটি তা মেনে নিচ্ছে না। তার দাবী হল যে, আমানতের মাল তাকেই দিতে হবে।

অবশেষে উভয়ে আদালতে গেল। কাজী সাহেব মালিককে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন এবং বললেন ঃ উভয়ে যেহেতু একসাথে তোমার কাছে আমানত রেখেছিল, তাই উভয়ের উপস্থিতিতে তোমাকে আমানত হস্তান্তর করা দরকার ছিল। অতএব, এখন তুমিই অপরাধী। জরিমানা তোমাকেই দিতে হবে।

হাম্মাম খানার মালিক ছিল বড় অসহায়। সে এ রায় শুনে ঘাবড়ে গেল এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে গিয়ে তার ঘটনা শুনাল। ইমাম আ'যম বললেন, তুমি সে আমানত তলবকারীকে গিয়ে বলবে যে,

হ্যাঁ, আমি তোমার আমানত অবশ্যই আদায় করব। তবে তোমার শরীককে এনে হাজির করতে হবে। তাহলে আমানত পাবে কিন্তু সে কোথায় পাবে শরীককে? এভাবে বেচারা মালিক আবূ হানীফা (র)-এর তদবীরে অবৈধ জরিমানা থেকে নিস্কৃতি পেল। -সীরাতুন নোমান

কাজী ইবনে আবি লাইলা ছয়টি ভুল করলেন

মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা কূফায় বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত তিনি বিচারকার্য সম্পাদন করেন। অনেক সময় ইমাম আ'যম (র) জনগণের স্বার্থে তার ফয়সালাসমূহের ভুল বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দিতেন। হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেটি হল, কাজী ইবনে আবি লাইলা মসজিদে বসে বিচারকার্য সম্পাদন করতেন।

একদিন কাজী সাহেব বিচারকার্য শেষে মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে দেখলেন যে, এক পাগল মহিলা-যার নাম ছিল উম্মে ইমরান-জনৈক লোককে লক্ষ্য করে বলছে- يَاابن الزانيين "হে দুই ব্যভিচারির সন্তান।"

কাজী সাহেব তৎক্ষণাত মহিলাকে গ্রেফতার করিয়ে মসজিদে নিয়ে গেলেন এবং তার ওপর দুটি অপবাদের শাস্তি স্বরূপ ১৬০টি বেত্রাঘাত করলেন। একটি অপবাদ ছিল লোকটির মায়ের ওপর অপরটি ছিল তার পিতার ওপর।

ইমাম আ'যম (র) ঘটনা জানতে পেরে উক্ত ফয়সালায় কাজী ইবনে আবি লাইলার ছয়টি ভুল চিহ্নিত করলেন।

এক. মহিলাটি ছিল পাগল, শরী'অতের দৃষ্টিতে পাগলের ওপর কোন হদ প্রয়োগ করা যায় না।

দুই. তিনি মসজিদে হদ কায়েম করলেন, অথচ মসজিদ হদ কায়েম করার স্থান নয়।

তিন. মহিলাকে দাঁড় করিয়ে হদ প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ মহিলাদের ক্ষেত্রে বসিয়ে হদ প্রয়োগ করতে হয়।

চার. মহিলার ওপর দু'টি হদ লাগানো হয়েছে। অথচ মাসআলা হল পুরো বংশের ওপর অপবাদ আরোপ করলেও হদ একটিই প্রয়োগ হবে।

পাঁচ. হদ প্রয়োগকরার জন্য লোকটির পিতা বা মাতা –যাদেরকে অপবাদ দেয়া হয়েছে–তারাকোন অভিযোগ দায়ের করেনি। অথচ এটি একান্ত জরুরী ছিল।

ছয়. এক সাথে দুটি হদ প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ নিয়ম হল কারো ওপর দু'টি হদ ওয়াজিব হলে একটি হদের ব্যথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরটি প্রয়োগ করা যায় না।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইমাম আ'যম (র)-এর এ বক্তব্য কাজী ইবনে লাইলা শুনতে পেরে ভীষন ক্রুদ্ধ হলেন এবং গভর্ণর এর কাছে তার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। গভর্ণর ইমাম আ'যম (র)কে ফতওয়া দানে নিষেধাজ্ঞা জারী করে দিলেন। ইমাম আ'যম (র)ও গভর্ণরের নিষেধাজ্ঞা যথাযথ মেনে চলছিলেন। একদিন বাড়ীতে তার মেয়ে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার ভাই হাম্মাদ এর কাছ থেকে জেনে নাও। আমাকে তো ফতওয়া দান থেকে বিরত থাকতে আদেশ করা হয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তীতে স্বয়ং গভর্ণর এমন কিছু সমস্যার সম্মুখিন হলেন যার ফলে তাকে ইমাম আ'যম (র)-এর স্মরণাপন্ন হতে হয়েছে। তখন থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়। -উকূদুল জুমান

হাজার দিরহাম ভর্তি থলে প্রাপকের কাছে পৌঁছল

এক লোক মৃত্যুর সময় তার বন্ধুর কাছে এক হাজার দিরহাম ভর্তি একটি থলে দিয়ে ওছিয়ত করল যে, "আমার ছেলে বড় হলে এ থলে থেকে আপনার যা পছন্দ হয় তাই দিয়ে দিবেন।"

কয়েক বছর পর ছেলে যখন বড় হল, তখন তার পিতার ওছিয়ত মোতাবেক সেই বন্ধু ছেলের হাতে একটি খালি থলে দিয়ে বলল, 'এটি তোমার পিতার ওছিয়ত মোতাবেক তোমাকে দেয়া হল।' আর এক হাজার দিরহাম সে নিজেই রেখে দিল।

ছেলে আসল ঘটনা জানার পর দিরহামের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করল কিন্তু বন্ধু বলল, তোমার পিতা আমাকে এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, আপনার যা পছন্দ হয় তাই ছেলেকে দিবেন। অতএব, আমি আমার পছন্দমত থলেটি দিয়ে তোমার পিতার ওছিয়ত বাস্তবায়ন করলাম।

ছেলে যখন কোনক্রমেই দিরহাম লাভ করতে পারল না তখন সে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে গেল এবং বিস্তারিত ঘটনা শুনাল।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তখন বন্ধুকে ডেকে বললেন, জনাব! ছেলেটির পিতা যেহেতু আপনাকে আপনার পছন্দনীয় জিনিস দিতে বলেছিলেন। তাই আপনাকে ঐ জিনিসই দিতে হবে যা আপনি আপনার জন্য পছন্দ করে রেখেছেন। হাজার দিরহাম তো আপনি নিজে হাতিয়ে রেখেছেন। বস্তুত মানুষ ঐ জিনিসই নিজের কাছে রাখে যা সে পছন্দ করে। অতএব আপনাকে হাজার দিরহাম দিতে হবে, থলে নয়।

লোকটি আবূ হানীফা (র)-এর কথা শুনে হতবাক হল এবং উপযুক্ত মালিকের হাতে এক হাজার দিরহাম তুলে দিল। -উকূদুল জুমান

ইমাম আ'মাশ (র)-এর জটিলতার অবসান

ইমাম আ'মাশ (র) একজন মশহুর তাবেয়ী এবং প্রথম সারির মুহাদ্দিস ছিলেন। তার প্রকৃত নাম 'সুলাইমান'। ৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৪৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। চার হাজার হাদীস তিনি কিতাব দেখা ছাড়াই মুখস্থ বর্ণনা করতেন। তার বাহ্যিক চেহারা-ছুরত ভাল ছিল না। তার দৃষ্টিশক্তিতে কিছুটা অস্পষ্টতা ছিল। এই জন্য তাকে আ'মাশ বলা হয়।

কিন্তু তার সহধর্মিনী ছিল খুবই সুন্দরী। সে তার সৌন্দর্য নিয়ে গর্ববোধ করত। কথায় কথায় ইমাম আ'মাশ (র)-এর সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিত এবং সর্বদা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বাহানা তালাশ করত।

একদিন এশার নামাযের পর কোন বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া বাঁধল। উভয় পক্ষ থেকে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হল। অবশেষে স্ত্রী ইমাম আ'মাশ (র)-এর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ইমাম আ'মাশ হাজার চেষ্টা করেও তার মুখের তালা খুলতে পারলেন না। অবশেষে তিনি কসম খেয়ে বললেন, "আজ রাতের ভিতর যদি কথা না বল তাহলে তুমি তালাক।"

ক্রোধবশত. ইমাম আ'মাশ তালাকের কথা তো বলেই ফেললেন। কিছুক্ষণ পর পরিণামের কথা চিন্তা করে খুব অনুতপ্ত হলেন এবং কী তদবীর করলে স্ত্রী তালাক হবে না –সে জন্য বিভিন্নজনের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু কেউ সমাধান দিতে পারল না।

অবশেষে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বিস্তারিত জানালেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তাকে শান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কোন চিন্তা করবেন না। আপনার মহল্লায় আজকের ফজরের আযান সুবহে সাদিকের পুর্বেই দেয়ার ব্যবস্থা করবো।

বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) নিজে তার মহল্লায় গেলেন এবং মসজিদের মুয়াজ্জিনকে রাজী করিয়ে সুবহে সাদিকের পুর্বে-ই আযান দিতে বলেন।

মুয়াজ্জিন আযান দিল। এদিকে স্ত্রীও আযানের অপেক্ষা করছিল। আযান শুনে স্ত্রী খুশি হয়ে বলতে লাগল, 'আল্লাহর শোকর! আজ থেকে আমি তোমার মত বুড়ো, বদ-আখলাক থেকে নিস্কৃতি পেলাম।

ইমাম আ'মাশ (র) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য! আবূ হানীফা (র)-এর উছিলায় মুয়াজ্জিন সুবহে সাদিকের পুর্বেই আজ আযান দিয়েছে। অতএব তালাকের কোন প্রশ্নই থাকেনা। -উকূদুল জুমান

এক মজলুম হত্যা থেকে নাজাত পেল

একদিন ইমাম আবূ হানীফা (র) গভর্ণর ইবনে হুবাইরা এর কাছে গেলেন। সে সময় এক নওজোয়ান ইবনে হুবাইরার সামনে দণ্ডায়মান ছিল। ইবনে হুবাইরা তাকে হত্যার ভয় দেখাচ্ছিলেন।

গভর্ণর ইবনে হুবাইরা ইমাম আবূ হানীফা (র)কে খুব সম্মান করতেন। মজলুম নওজোয়ান যখন গভর্ণররের কাছে ইমাম আ'যম (র)-এর কদর কিছুটা বুঝতে পারল, তখন গভর্ণরের সামনেই ইমাম আ'যম (র)কে লক্ষ্য করে সে বলে উঠল, হযরত! আপনি কি আমাকে চিনেন?

আবূ হানীফা (র) নওজোয়ানের এই অকস্মাৎ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী –তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, "হ্যাঁ তোমাকে তো চিনি; আযান দেয়ার সময় তো তুমি لا اله الا الله খুব টেনে পড়, তাই না?"

নওজোয়ান বলল, জ্বী, আপনি ঠিক বলেছেন।

আবূ হানীফা (র)-এর উদ্দেশ্য ছিল একথা প্রমাণ করা যে, এ নওজোয়ান কালিমায় বিশ্বাসী, অতএব তাকে হত্যা করার ব্যপারে সাবধনতা অবলম্বন করা চাই।

গভর্ণর ইবনে হুবাইরা বললেন, আচ্ছা ভাই! তাহলে আযান দাও। নওজোয়ান আযান দিল। ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ। গভর্ণর তখন নওজোয়ানকে মুক্ত করে দিলেন।

-উকূদুল জুমান

ফরজ গোসল হয়ে গেল কিন্তু স্ত্রী তালাক হয়নি

একলোক ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দরবারে এসে আরয করল আমি খুব বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বাহ্যত. কোন ছুরত নজরে পড়ছেনা।

ঘটনা হল, আমি একবার আবেগের বশবর্তী হয়ে কসম করে বলে ফেললাম, "আমি যদি কোন সময় ফরজ গোসল করি তাহলে স্ত্রী তালাক।" এখন আমি কী করতে পারি? ইমাম আবূ হানীফা (র) তখন মজলিস ছেড়ে তাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। কথা বলতে বলতে নদীর ওপর স্থাপিত একটি পুলে নিয়ে গেলেন এবং হঠাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন। লোকটির সারা শরীর ভিজে গেল। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র) তাকে বললেন, এখন যাও, তোমার কসমও ভাঙ্গেনি বিবিও তালাক হয়নি। -উকূদুল জুমান

চুরিকৃত মাল ফেরত পাওয়া গেল

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এক প্রতিবেশীর ময়ূর পাখী চুরি হয়ে গেল। বেচারা পেরেশান হয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কাছে এসে ঘটনা বলল। ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, চুপ থাকেন, এ ঘটনা আর কাউকে বলবেন না। আশা করি আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন।

সুবহে সাদিক হলে ইমাম আবূ হানীফা (র) মসজিদে গেলেন এবং নামায পড়লেন। নামাযের পর লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে শুরু করল। এক প্রসঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, 'এখানে এক লোক আছে যার কোন লজ্জা-শরম নেই। সে তার প্রতিবেশীর ময়ূরও চুরি করে আবার মসজিদে আসে। ময়ূরের পাখা তার মাথায় এখনো লেগে আছে।'

একথা শুনে যে লোক ময়ূর চুরি করেছে সে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। আবূ হানীফা (র) বুঝতে পারলেন, এ লোকটিই বোধ হয় চুরি করেছে।

লোকেরা চলে যাওয়ার পর ইমাম আবূ হানীফা (র) তাকে বুঝিয়ে বললেন এবং তার কাছ থেকে ময়ুর নিয়ে মালিককে ফিরিয়ে দিলেন।

-উকূদুল জুমান

এক অসহায় নওজোয়ানের বিয়ে হল

হযরত বশীর ইবনে ওয়ালীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এক নওজোয়ান প্রতিবেশী ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মজলিসে সে সবসময় আসা-যাওয়া করত। একদিন আবূ হানীফা (র)-এর কাছে আরয করল, আমি কূফার অমুক খান্দানের কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। এজন্য প্রস্তাবও দিয়েছি। কিন্তু তারা এত বিরাট অংকের নগদ মহর তলব করেছে যা সম্পূর্ণ আমার সাধ্যের বাইরে। এখন আমি কী করতে পারি?

ইমাম আ'যম (র) বললেন, তুমি ইস্তিখারা কর এবং মোহর যা তলব করে, এগুলো ঋণ করেই হোক বা অন্য কোন পন্থায় হোক আদায় করে দাও। আমার বিশ্বাস, পরবর্তীতে তুমিই হয়ত লাভবান হবে।

নওজোয়ান আবূ হানীফা (র)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত মোহর ঋণ করে আদায় করল এবং বিয়ে হল। কিছুদিন পর,সে আবূ হানীফা (র) খেদমতে এলে তিনি বললেন, তুমি এখন এক কৌশল অবলম্বন কর। সেটি হল, তাদের কাছে একথা বল যে, আমাকে এ শহর ছেড়ে জীবিকার তালাশে দূরবর্তী এক দেশে চলে যেতে হবে। সাথে স্ত্রীকেও নিয়ে যাবো।

নওজোয়ান তাই করল! দুটি উট ভাড়া করল এবং খোরাসান চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা ঘটনা শুনে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে এসে বলল, এই নওজোয়ান আমাদের মেয়েকে নিয়ে দূরদেশে চলে যেতে চায়। কিন্তু আমরা আমাদের আদরের দুলালীকে দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি না। মেয়ের বিচ্ছেদ আমরা সইতে পারবো না। যেভাবেই হোক তাকে কাছে রাখতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শরী'অতের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, শরী'অতের দৃষ্টিতে স্বামী তার স্ত্রীকে যে কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অধিকার আছে। তবে আপনারা যদি মেয়ের দূরে থাকা কষ্টকর মনে করেন, তাহলে, ছেলেকে কোনক্রমে রাজী করিয়ে নিতে পারেন। এর জন্য আমার কাছে সবচে' যা ভাল মনে হচ্ছে তা হল, আপনারা তার কাছ থেকে যে মাল নিয়েছেন তা ফেরত দিয়ে দেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পরামর্শ লোকেরা মেনে নিল এবং মোহর বাবদ তারা যে টাকা নিয়েছিল তা ছেলেকে ফেরত দিল। এভাবে ছেলের বিয়েও হল এবং ঋণ থেকেও মুক্তি পেল। -উকূদুল জুমান

শত্রুতা ভালবাসায় পরিণত হল

হযরত ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (র) বলেন ঃ এক হাফিজুল হাদীস আমার প্রতিবেশী ছিলেন। সর্বদা তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিরোধিতা করতেন। ঘটনাক্রমে তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর মাঝে একদিন তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। এক পর্যায়ে স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, "আজ রাতে যদি তুমি আমার কাছে তালাক চাও, আর আমি তালাক না দেই, তাহলে তুমি তালাক।"

স্ত্রী বলল, "আমি যদি তালাক না চাই তাহলে আমার সকল গোলাম আযাদ।" দুজনের তর্ক-বিতর্ক এখানেই শেষ। কিছুক্ষণ পর যখন পরিস্থিতি শান্ত হল এবং উভয়ের হুঁশ ফিরে এল, তখন পেরেশান হয়ে সামনের বিপদ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পথ খুঁজতে লাগলেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনে আবি লাইলার কাছে গেলেন। কিন্তু এ জটিল সমস্যার কোন সমাধান পাওয়া গেল না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে গেলেন এবং সে ঘটনা তুলে ধরলেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) সাথে সাথে সমাধান বাতলে দিলেন। স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি এখনই স্বামীর কাছে তালাক চাও, স্ত্রী-তালাক চাইল, স্বামীকে বললেন, তোমার স্ত্রী কথার জবাবে বল انت طالق إن شئت। "তুমি যদি চাও, তাহলে তুমি তালাক।" অতঃপর স্ত্রীকে বললেন, স্বামীর এ কথার জবাবে বল, "আমি কখনো তালাক চাই না।"

এভাবে উভয়জন আবূ হানীফা (র)-এর কথা মত আমল করার কারণে বিপদ থেকে বেঁচে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার এই প্রতিবেশী ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর তীক্ষ্ণ মেধা, দূরদর্শিতা, মানবতাবোধ ও সহমর্মিতা দেখে পূর্ব বিরোধিতা থেকে তওবা করলেন। এখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে নামায পড়ে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জন্য দু'আ করেন। -উকূদুল জুমান-২৮২

চোরও ধরা পড়ল, বিবিও তালাক থেকে বেঁচে গেল

ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক লোকের ঘরে চোর ঢুকল। মূল্যবান আসবাবপত্র যা ছিল সব নিয়ে গেল, ইতোমধ্যে গৃহকর্তা জাগ্রত হয়ে চোরদের চিনে ফেলল। চোরেরা তখন তাকে বেঁধে ফেলল এবং তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করল যে, 'খোদার কসম! আমি যদি চিৎকার করি কিংবা চোর সম্পর্কে কাউকে বলি, তাহলে আমার বিবি তিন তালাক।' এরপর চোরেরা তাকে ছেড়ে সকল মালামাল নিয়ে চলে গেল। সকালে গৃহকর্তা বাজারে এসে দেখল যে, তার ঘরের আসবাবপত্র অবাধে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু সে কসম খাওয়ার কারণে কিছু বলতে পারছে না। এদিকে দুঃখ বেদনা ও অস্থিরতার অতিশয্যে তার কলিজা ফেটে যাচ্ছিল। কী কৌশল অবলম্বন করা যায় –এ নিয়ে সে ভীষন ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন কুল-কিনারা না পেয়ে অবশেষে আবূ হানীফা (র)-এর খেদমেত হাজির হয়ে পুরো ঘটনা বলল।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ তুমি মহল্লার ইমাম, মোয়াজিন এবং নেতৃস্থানীয় কতিপয় লোককে আমার কাছে নিয়ে এসো। গৃহকর্তা তাই করল। ইমাম আবূ হানীফা (র) উপস্থিত লোকদের বললেন ঃ আপনারা কি চান যে, এই বেচারা তার চুরিকৃত সকল আসবাবপত্র পেয়ে যাক? লোকেরা এক বাক্যে বলল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা চাই।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ তাহলে আপনারা এ মহল্লার সকল অসাধু ও সন্দেহভাজন লোকদেরকে মসজিদে কিংবা কোন একঘরে একত্র করুন এবং এই বেচারাকে নিয়ে আপনারা কয়েকজন দরজায় দাঁড়িয়ে যান, অতঃপর এক এক জন করে পালাক্রমে সবাইকে ঘর থেকে বাইর করুন এবং গৃহকর্তাকে সম্বোধন করে বলুন ঃ 'সে কি তোমার চোর?' যদি চোর না হয় তাহলে তো 'না' বলবে। আর চোর হলে চুপচাপ থাকবে, কোন কথা বলবে না। তখন আপনারা বুঝে নিবেন এ ব্যক্তি চোর। এ ব্যাবস্থা অবলম্ব করলে চোরও ধরা পড়বে, তার বিবিও তালাক থেকে বেঁচে যাবে।

লোকেরা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করল। চোরও ধরা পড়ল, বিবিও বেচে গেল। -উকূদুল জুমান-২৬৯

কাজী ইবনে আবি লাইলা স্বীয় ভুল উপলব্ধি করতে পারলেন

একদা ইমাম আ'যম (র)-এর জনৈক প্রতিবেশী আদালতে হাজির হয়ে এক ব্যক্তির বাগান সম্পর্কে কাজী ইবনে আবি লাইলার দরবারে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিল। কাজী সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে বাগান সম্পর্কে তুমি সাক্ষ্য দিচ্ছ, এতে কতটি গাছ আছে?

লোকটি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারল না। কাজী সাহেব তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। লোকটি যেহেতু ইমাম আ'যম (র)-এর প্রতিবেশী ছিল তাই সে ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে বিষয়টি জানাল। ইমাম আ'যম (র) তাকে বললেন, কাজী সাহেবের আদালতে আবার যাও এবং জিজ্ঞেস কর আপনি বিশ বছর যাবত কূফার যে মসজিদে বসে ফয়সালা দিয়ে আসছেন সেটির খুটির সংখ্যা কত?

কাজী ইবনে আবি লাইলা এ কথা শুনে বিস্ময়াভিভূত হলেন এবং তার সাক্ষ্য কবুল করে নিলেন। -আল মানাকিব-মাক্কী

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পিরিক লড়াই এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

একবার জনৈক ব্যক্তি ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে এসে আরয করল, হযরত আলী (রা) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা) মাঝে সংঘটিত সিফফীন যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

ইমাম আ'যম (র) বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে যে সকল বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে এগুলো নিয়েই আমি সর্বদা শংকিত থাকি। আর আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন এ সম্পর্কে আমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। তাই সেদিকে মনোযোগ দেয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি না। -উকূদুল জুমান-৩০৫

শক্তিশালী কে? আবূ বকর (রা), না আলী (রা)?

একদা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) কূফার মসজিদে বসা ছিলেন। সে সময় এক রাফেযী এসে জিজ্ঞেস করল ঃ বলুন, সবচে' শক্তিশালী মানুষ কে?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ আমাদের মতে হযরত আলী (রা) হলেন বেশি শক্তিশালী। আর তোমাদের মতে হযরত আবূ বকর (রা)।

রাফেযী বিদ্রূপের স্বরে হাসতে হাসতে বলল ঃ আপনি তো উল্টো বলেছেন। আমাদের মতে শক্তিশালী মানুষ হলেন হযরত আলী (রা), আর আপনাদের মতে আবূ বকর (রা)।

আবূ হানীফা (র) বললেন। না, কখনো এমনটি হতে পারে না। কারণ, হযরত আলী (রা)কে আমরা শক্তিশালী এই জন্য বলি যে, তিনি যখন জানতে পারলেন যে, খেলাফতের প্রকৃত হকদার হযরত আবূ বকর (রা) তখন তিনি তা মেনে নেন এবং আজীবন আবূ বকর (রা)-এর আনুগত্য করে যান। কিন্তু আপনারা বলেন যে, খেলাফত হযরত আলী (রা)-এর হক ছিল। আবূ বকর (রা) জোরপূর্বক তার হক ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা)-এর কাছে এত শক্তি ছিল না যে, তিনি তার হক আবূ বকর (রা)-এর কাছ থেকে আদায় করে নিবেন।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আপনাদের মতে হযরত আবূ বকর (রা) ছিলেন আলী (রা) থেকে বেশি শক্তিশালী।

আবূ হানীফা (র)-এর এই জবাব শুনে রাফেযী নিরোত্তর হয়ে ফিরে গেল। -উকূদুল জুমান–২৭৭

এটি তো আল্লাহর রহমত

একবার ইমাম আ'যম (র)-এর মজলিসে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, এ পর্যন্ত আপনি যত ইজতেহাদ করেছেন এর মধ্যে এমন কোন ইজতেহাদ আছে কি যার ফলে পরবর্তীতে দুঃখ বোধ করেছেন?

ইমাম আ'যম (র) ঃ হ্যাঁ, একটি ইজতেহাদের জন্য এখনো আমার দুঃখ হয়। সেটি হল, একবার কিছু লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, এক গর্ভধারিণীর মৃত্যু হয়েছে তার পেটে বাচ্চা নড়া-চড়া করতে দেখা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কী করা যেতে পারে?

আমি বললাম, মহিলার পেট কেটে বাচ্চা বাইর করে নিন। অতঃপর আমি চিন্তা করলাম যে, এ ফয়সালাটি কেমন হল? একটি মৃতদেহকে আমি কষ্ট দেয়ার হুকুম কেন দিলাম? এছাড়া পরবর্তীতে পেটের ভিতর

থেকে বাইর করা সেই বাচ্চাটি জীবিত ছিল, না মৃত–তাও জানতে পারি নি। তাই আমি সেই ইজতেহাদের কারণে এখনো আফসোস করি। প্রশ্নকারী তখন আরয করল, হযরত! এটি তো আফসোসের কথা নয়। আমিই তো সেই মায়ের পেটের বাচ্চা। আপনার ইজতেহাদের বরকতে আমি জীবন পেয়েছি। (আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন)।

ইমাম আ'যম (র)-এর বরকত

ইমাম তাহাবী (র) জীবনের শুরুতে শাফেঈ মযাহাবের অনুসারী ছিলেন। কারণ তার প্রথম যামানার উস্তাদ ইমাম মুযানী (র) যিনি সম্পর্কে তার মামা হন- তিনিও শাফেঈ মতাবলম্বী ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবে ছাত্রের ওপর উস্তাদের প্রভাব পড়ে থাকে, তাই শাফেঈ মাযহাব অনুযায়ী তিনিও অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

একদিন ইমাম মুযানী (র)-এর কাছে তিনি সবক পড়ছিলেন। ইতোমধ্যে এ মাসআলাটি আলোচনায় আসল যে, গর্ভধারিনী মায়ের ইন্তেকাল হলে তার পেটে যদি বাচ্চা জীবিত থাকে, তাহলে ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতে পেট কেটে বাচ্চা বাইর করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আ'যম (র)-এর মতে পেট কেটে বাচ্চার জীবন বাঁচাতে হবে।

ইমাম তাহাবী (র) এ মাসআলা শুনে বললেন, আমি এমন ইমামের কীভাবে অনুসরণ করব যিনি আমার জীবনের কোন পরোয়া করেন নি।

উল্লেখ্য যে, ইমাম তাহাবী (র) তার মায়ের ইন্তেকালের সময় পেটের ভিতরে ছিলেন। হানাফী ফিকাহবিদগণের ফতুওয়া মতে মায়ের পেট ফেড়ে তাকে বাইর করা হয়।

অতঃপর তিনি শাফেঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করলেন এবং এ নিয়ে নিয়মিত চর্চা ও গবেষণা শুরু করে দিলেন। পরবর্তীতে তিনি ফিকাহ ও হাদীসের একজন প্রখ্যাত ইমাম হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। -হাদাইকুল হানাফিয়্যা-৭০

চতুর্থ অধ্যায়
ইমাম আ'যম (র)-এর
ইবাদাত, তাকওয়া ও আমানতদারী

তাকওয়া ও রিয়াযত-মুজাহাদা

আসাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) এশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন। এক রাকাতেই পুরো কোরআন তিলাওয়াত করা ছিল তাঁর সাধারণ নিয়ম। বাদ জোহর কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। তিনি বলতেন, রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রাতে কিয়াম এবং দুপুরে নিদ্রা দ্বারা আল্লাহর সাহায্য তলব কর।"রমজান মাস এলে তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে যেত। তখন তিনি রাতে এক খতম করতেন। দিনেও এক খতম করতেন।

'তাহতাবী' গ্রন্থে হযরত মুসয়ীর ইবনে কুদাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক রাতে মসজিদে গেলাম। দেখতে পেলাম, এক লোক মসজিদের এক কোণে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। তার সুমধুর তিলাওয়াত আমাকে বড়ই মুগ্ধ করেছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি তিলাওয়াত করলেন। কোরআন মজীদের এক সপ্তমাংস তিলাওয়াতের পর ভাবলাম, এখন বোধ হয় তিনি সেজদায় যাবেন; কিন্তু তিনি সেজদায় যান নি।

এক তৃতীয়াংশ পড়ার পর মনে করলাম, এখন রুকুতে যেতে পারেন। কিন্তু তখনও তিনি রূকুতে যান নি। আর্ধেক তিলাওয়াত করলেন তখনও যান নি। পুরো কোরআন মজীদ এক রাকাতে শেষ করে তিনি রুকুতে গেলেন। নামায শেষ করার পর আমি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)। রমযান মাসে তিনি ষাট খতম দিতেন। যে স্থানে তিন ইন্তেকাল করেন সেখানে সাত হাজার বার কোরআন মজীদ খতম করেন। পুরো জীবনে পঞ্চান্ন বার হজ্ব করেছেন।

-উকূদুল জুমান-২২১

ইবাদত ও তালীম এর ক্ষেত্রে
ইমাম আযমের মা'মুল

হযরত মুসয়ীর ইবনে কুদাম বলেন, আমি ইমাম আ'যম (র)-এর সাথে সাক্ষাত করার লক্ষ্যে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম, তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর দরস দানে লেগে যান। জোহর পর্যন্ত তিনি এ আমল জারী রাখেন। জোহরের পর পুনরায় দরস দান শুরু করেন। এশা পর্যন্ত বিবতিহীনভাবে দরস দিতে থাকেন। তার এই সাধনা দেখে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হলাম।

ইমাম আ'যম (র) এশার নামায শেষে ঘরে গেলেন। এদিকে আমি ভাবতে লাগলাম, দরস ও তাদরীসের মাঝে যদি তিনি এত ব্যস্ত থাকেন তাহলে কখন কিতাব মোতালাআ করেন? কখন ইবাদত-বন্দেগী করেন? আর কখন সুন্নাত-নফল এবং মোস্তাহাব মামূলাত আদায় করেন?

মুসয়ীর বলেন, আমি তখনও এরূপ চিন্তা করছিলাম। ইতোমধ্যে দেখতে পেলাম, লোকেরা এশার নামায শেষে নিজ নিজ ঘরে চলে যাওয়ার পর তিনি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন লেবাস ও সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে আসলেন। অত্যন্ত গাম্ভীর্যতাসহকারে মসজিদের এক কোণে তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। সারা রাত নামায পড়লেন। সুবহে সাদিকের পর ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। (হয়ত মানবিক প্রয়োজন পূরণ ও নতুন অযু করার জন্য এ সময় চলে গিয়েছিলেন)

কিছুক্ষণ পর আবার মসজিদে আসলেন। তাঁর গায়ে তখন রাতের সেই লেবাস ছিল না। জামাতে নামায আদায় করলেন। এরপর যথারীতি দরস ও তাদরীসের ধারা শুরু করেলেন, যা লাগাতার চলতে চলতে এশার সময় গিয়ে শেষ হয়।

এ দিন আমি ভাবলাম, আজ রাত তো তিনি অবশ্যই আরাম করবেন, কারণ, গতকাল দিনের বেলায়ও আরাম করেন নি, রাতেও করেন নি। কিন্তু কী আশ্চর্য! গত রাতের ন্যায় আজো তিনি সেই ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দেন। তৃতীয়দিন দিবাগত রাতেও একই অবস্থা দেখলাম।

এরপর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে আমি অবস্থান করবো এবং তাঁর সাথে শিষ্যত্বের সম্পর্ককে আজীবন ধরে রাখবো।

হযরত মুসয়ীর বলেন, স্থায়ীভাবে তখন আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মসজিদে থাকতে শুরু করলাম। এ সময়ে আমি কোন দিন তাঁকে রোযা ছাড়া দিন কাটাতে দেখি নি, নামায ছাড়া রাত কাটাতে দেখি নি। শুধুমাত্র জোহরের পূর্বে সামান্য সময় তিনি আরাম করতেন।

হযরত ইবনে আবি মুয়ায বলেন, মুসয়ীর ইবনে কুদাম বড় খোশ নসীব ছিলেন। সিজদারত অবস্থায় ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর মসজিদে তাঁর ওফাত হয়। -উকূদুল জুমান-২১৪

সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেন

হযরত যায়েদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার আমি ইমাম আ'যম (র)-এর সাথে তারই মসজিদে এশার নামায আদায় করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, নামায শেষে তার কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করব। নামায শেষ হল। লোকেরা একে একে সবাই চলে গেল। ইমাম আ'যম (র) আমার উপস্থিতির বিষয়টি জানতেন না। তাই যখন দেখলেন যে, লোকেরা মসজিদ. থেকে নিজ নিজ বাড়ী চলে গেছে, তখন তিনি নামাযের নিয়ত বেঁধে নিলেন। আমি সে সময় মসজিদের এক কোণে বসে ছিলাম। সেদিকে তার নজর পড়ে নি।

যাহোক, আমি তার নামায শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলাম। দীর্ঘক্ষণ কেটে গেল কিন্তু তাঁর নামায শেষ হচ্ছিল না। আমি শুনছিলাম তিনি নামাযে নিম্নের আয়াতখানা বার বার তেলওয়াত করছিলেন-

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ

অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছেন। -সূরা তূর-২৭

আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এখন কিয়ামতের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের শাস্তির কথা কল্পনা করছেন। এভাবে এক আয়াত বার বার পড়তে পড়েত সারা রাত কেটে গেল। অন্য এক রিওয়ায়াতে কাসেম ইবনে মা'দান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) নামাযে নিম্নের আয়াতখানা তিলাওয়াত করতে করতে রাত কাটিয়ে দেন।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ত। -সূরা কামার-৪৬

উক্ত আয়াতখানা তিলাওয়াত করছিলেন আর দু'চোখ বেয়ে তার মুষলধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। -উকূদুল জুমান

বাম হাতে সাঁপ ধরে ফেলে দিলেন

আবূ হানীফা (র)-এর সাহেবজাদা হযরত হাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন যে, একদা আব্বাজান মসজিদে চারজানু অবস্থায় বসা ছিলেন। হঠাৎ ছাদ থেকে বৃহদায়কারের এক সাপ তার কোলে পড়ল। খোদার কসম! এতে তিনি না বিন্দুমাত্র ভয় পেয়েছেন, আর না সে স্থান ত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোন রকম কম্পন বা শিহরণও তার মাঝে দেখা যায় নি। তিনি সে সময় কোরআন কারীমের নিম্নোক্ত আ'য়াতখানা তিলাওয়াত করলেন- قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

আপনি বলুন, আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখেছেন কেবল তাই আমাদের ভোগ করতে হবে।

এরপর তিনি সাঁপটিকে বাম হাতে ধরে দূরে ফেলে দিলেন। -তাযকিরাতুন নোমান

আমাদের পরিণাম শুভ হোক

হাইয়াজ ইবনে বাততাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবদ্দশায় আমি এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি একটি পতাকা হাতে নিয়ে এক জায়গার অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্ত-শিষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আরয করলাম এখানে আপনি কেন দাঁড়িয়ে আছেন? তিনি বললেন, আমি আমার ছাত্র, ভক্তবৃন্দের জন্য অপেক্ষা করছি। যাতে সকলে মিলে এক সাথে রওয়ানা হই। একথা শুনে আমিও তার সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, তার কাছে উলামা, আইম্মা ও তালিবানে ইলমের এক বিশাল জামাত আসল। এরপর

তিনি চলতে শুরু করলেন। পতাকা তার হাতেই ছিল। আর আমরা তার পিছনে পিছনে চলছিলাম। বর্ণনাকরী বলেন, প্রতুষ্যে আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এবং বার বার তার মুখ দিয়ে এই দু'আ বাইর হচ্ছিল-

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পরিণাম মঙ্গলময় করে তুলুন।"
-উকূদুল জুমান

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মুনাজাত

ইয়াযীদ ইবনে কুমাইত বর্ণনা করেন যে, একবার আলী ইবনে হুসাইন আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায আদায় করলেন। নামাযে তিনি সূরায়ে যিলযাল তিলাওয়াত করলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)ও সে সময় তার পিছনে নামায আদায় করেন। নামায শেষে লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (র)কে দেখতে পেলাম তিনি নিজ স্থানে বসে আছেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি আখেরাতের মোরাকাবা করছেন। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছেন।

আমি ভাবলাম যে, মসজিদ থেকে আমিও চলে যাই। কারণ আমার দ্বারা তার একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে। আমি তখন বাড়ী চলে আসলাম। কিন্তু ভুলে একটি জ্বালানো বাতি রেখে আসলাম। সুবহে সাদিক হলে মসজিদে এসে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে হাত রেখে বলছেন,

يَا مَنْ يَجْزِىْ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ خَيْرٌ خَيْرًا : وَيَا مَنْ يَجْزِىْ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ شَرٌّ شَرًا

হে ঐ সত্ত্বা যিনি বিন্দু পরিমাণ নেক ও বদের বিনিময় দিয়ে থাকেন! আমি অধমকে আপনি জাহান্নাম থেকে বাঁচান ছোট বড় সব ধরনের অনিষ্টতা থেকে নাজাত দিন এবং আপনার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন।"

আলী ইবনে হুসাইন বলেন যে, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র) কাছে গিয়ে দেখলাম যে, বাতি এখনো নিবু নিবু জ্বলছে। তিনি আমাকে দেখে বললেন, বোধ হয় তুমি বাতি নিতে এসেছ? আমি বললাম, হযরত রাত তো শেষ হয়ে গেছে। আমি ফজরের আযান দিয়ে ফেলেছি। আবূ হানীফা (র) বুঝে গেলেন যে, রাতের ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা সে জেনে গিয়েছে। তাই বললেন, তুমি যা দেখেছ, তা অন্য কাউকে বলো না।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ইমাম আবূ হানীফা (র) দু' রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের সাথে জামাতে নামায আদায় করলেন। আমি তাঁর অবস্থা দেখে নিশ্চিত হলাম যে, তিনি ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। -উকূদুল জুমান-২২৫

সারা রাত তিনি ঘুমান না

هٰذَا اَبُوْ حَنِيْفَةَ الَّذِىْ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বর্ণনা করেন, একদা আমি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। সে সময় কিছু লোক আমাদেরকে দেখতে পেল। তাদের একজন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলল,

"ওনি হলেন আবূ হানীফা (র), রাতের বেলায় তিনি ঘুমান না।"

আবূ হানীফা (র) তার এই আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমাকে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি শুনছেন? আল্লাহ তা'আলা আমার সম্পর্কে মানুষের মাঝে কী ধরনের কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন? কিন্তু বাস্তবতা যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তা আমার জন্য কতই না দূর্ভাগ্যের ব্যাপার।"

ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন, বাস্তবেই ইমাম আ'যম (র) রাতের বেলা কখনো নিদ্রায় যেতেন না। নামায, তিলাওয়াত, দু'আ ও রোনাযারীর মধ্যে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। -উকূদুল জুমান-২১৩

ইমাম আবূ হানীফা (র) ছিলেন শরী'অতের খুঁটি

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর যখন ইন্তেকাল হয়, তখন তার এক প্রতিবশীর ছোট বাচ্চা পিতাকে জিজ্ঞেস করল

يَا اَبَتِ ! اَيْنَ تِلْكَ الدَّعَامَةُ الَّتِىْ كُنْتُ اَرَاهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فِىْ سَطْحِ أَبِى حَنِيْفَةَ بِاللَّيْلِ ؟

"আব্বাজান! প্রতিদিন রাতের বেলায় আবূ হানীফা (র)-এর ঘরের ছাদে একটি খুঁটি দেখতে পেতাম, সেটি আজ কোথায়?"

পিতা বললেন,

يا بنى انها ليست بدعامة . انما كان ذالك دعامة الشرع ابو حنيفة

"প্রিয় বৎস! ওখানে সাধারণ কোন খুঁটি ছিল না। সেটি ছিল শরী'অতের খুঁটি ইমাম আবূ হানীফা (র)। ছাদের ওপর রাত জেগে তিনি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।" হযরত আবূল মুহাইয়াদ ইমাম আ'যম (র)-এর রিয়াযত-মোজাহাদার অবস্থা দেখে স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠলেন,

نهار ابی حنیفة للافادة : ولیل ابی حنیفة للعبادة

"ইমাম আবূ হানীফা (র) দিনের সময়টু ব্যয় করেন মানুষের কল্যাণে, আর রাতের সময়টুকু ব্যয় করেন ইবাদত-মোজাহাদায়।"

-উকূদুল জুমান-২২২

এক অগ্নিপুজকের ইসলাম গ্রহন

তাফসীরে কবীরে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) এক অগ্নিপুজকের কাছে কিছু ঋণ পেতেন। একদিন তিনি যে ঋণ আদায়ের জন্য তার বাড়ী গেলেন। ঘরের দরজার কাছে পৌছার পর ঘটনাক্রমে তাঁর জুতায় কিছু নাপাকী লেগে গেল। তিনি নাপাকী সরানোর জন্য জুতা ঝাকি দিলেন। তখন নাপাকীর কিছু অংশ সেই অগ্নিপুজকের ঘরের দেয়ালে গিয়ে ছিটকে পড়ল। তিনি ভীষন পেরেশান হয়ে গেলেন, মনে মনে খুব দুঃখবোধ করলেন।

তিনি তখন ভাবলেন, উক্ত নাপাকী দেয়ালে যদি এভাবে লেগে থাকে, তাহলে দেয়াল নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি পরিষ্কার করি তাহলে দেয়ালের মাটি ভেঙ্গে নীচে পড়ে যাবে এবং ঘরের মালিক এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তখন ঘরের দরজায় আওয়াজ দিলেন। এক বাঁদি বেরিয়ে এল। তিনি বাঁদিকে বললেন, তুমি তোমার মালিককে বল যে, আবূ হানীফা আপনার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মালিক ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং ঋণের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের দরুন তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) দেয়ালে নাপাকি ছিটকে পড়ার বিষয়টি তুলে ধরে বললেন, আমাকে এমন কোন পন্থা থাকলে বলুন যা অবলম্বন করলে দেয়ালকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

অগ্নিপুজক ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এই অসাধারণ পরহেজগারী, তাকওয়া ও সতর্কতা দেখে সাথে সাথে ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হল।

-তাফসীরে কাবীর-১খণ্ড

ছায়া ছেড়ে রৌদ্রে বসে থাকলেন

ইয়াযীদ ইবনে হারুন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)কে একদিন জনৈক ব্যক্তির দরজার সামনে রৌদ্রে উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। আমি আরয করলাম, হযরত! রোদ ছেড়ে ঘরের ছায়ায় যদি বসতেন তাহলে ভাল হত।

অন্য এক বর্ণনা মোতবেক তিনি বলেছিলেন, খোদার কসম দিয়ে বলছি, আপনি ছায়া ছেড়ে কেন রোদে বসে আছেন? অনুগ্রহ করে বলুন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তখন বললেন, ঘরের মালিকের কাছে আমি কিছু ঋণ পাবো। আমি চাই না যে, তার ঘরের ছায়ায় গিয়ে খিছুটা ফায়েদা হাসিল করি এবং ঋণের সাথে সুদের মিশ্রণ ঘটাই।

(হাদীসে বলা হয়েছে, كل قرض جر نفعا فهو ربا 'যে ঋণ কোন উপকার বয়ে আনে তা সুদ'।

-উকূদুল জুমান-২৪৪

ইমাম আবূ হানীফা (র) নজর হেফাজত

ইমাম মুহাম্মদ (র) বাল্যকালে খুব সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন। ছাত্র হিসেবে ইমাম আবূ হানীফা (র) খেদমতে যাওয়ার পর দরসের সময় তাঁকে খুঁটির পিছনে বসাতেন। যাতে তার চেহারায় কোন নজর না পড়তে পারে।

তাযকিরাতুল আওলিয়া

তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী

হযরত খারেজা বর্ণনা করেন যে, আমার যখন হজ্বে যাওয়ার সুযোগ হয়, তখন আমার বাঁদীকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে রেখে গেলাম। প্রায় চার মাস মক্কা শরীফে অবস্থান করলাম। দেশে ফিরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত! আমার বাঁদীর আখলাক ও তাঁর খেদমত কেমন পেয়েছেন?

তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোরআন চর্চা করে, নিজে পড়ে এবং অন্যকে পড়ার উৎসাহ দান করে, হালাল ও হারামের কথা লোকদেরকে শুনায় তার কর্তব্য হল, সাধারণ লোকদের তুলনায় নিজের কাম-প্রবৃত্তি ও নজরকে হাজার গুণ বেশি হেফাযত করা। খোদর কসম! আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে কোন সময় আপনার বাঁদীর দিকে চোখ তুলে একবারও তাকাই নি।

খারেজা বলেন, এরপর আমি বাঁদীর কাছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আখলাক ও ঘরোয়া সামচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। বাঁদী বলল, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত নেক, পূত-পবিত্র ও উন্নত চরিত্রবান মানুষ আর কাউকে দেখিনি এবং এমন কারো কথা জীবনে কোন দিন শুনিও নি। কোন সময় তাকে ফরজ গোসল করতে দেখি নি। আমার অবস্থান কালে এমন কোন দিন যায় নি যে দিন তিনি রোযা রাখেন নি। খুব অল্প সময় তিনি ঘুমাতেন।

খোদাভীতি

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) জনৈক লোকের সাথে কোন বিষয়ে ইলমী আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ সে লোক ইমাম আবূ হানীফা (র)কে লক্ষ্য করে বলে উঠল اتق الله "আল্লাহকে ভয় করুন।"

বাক্যটির শোনার সাথে সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর চেহারার রং পাল্টে গেল। তিনি মাথা নত করে বললেন, ভাই! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ইলম নিয়ে যখন কারো ভিতরে গর্ভবোধ জন্মে তখন সে এমন কোন কথার প্রয়োজন অনুভব করে যা আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

-উকূদুল জুমান-২২৭

হাদিয়া-তুহফার ক্ষেত্রে ইমাম আ'যম (র)-এর নীতি

গওরক সাদ কূফী বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে কিছু হাদিয়া পাঠালাম। তিনি তা কবুল করলেন এবং এরচে' দ্বি'গুণ বেশি হাদিয়া আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আমি আরয করলাম, হযরত! যদি জানতাম যে, আপনি আমার হাদিয়ার বদলে দ্বি'গুণ প্রেরণ করবেন, তাহলে কখনো এমনটি করতাম না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, এমন কথা কখনো বলবেন না। কারণ বেশি ফযীলত ও ছওয়াব তো সেই লাভ করতে পারে যে, নেক কাজে আগে বেড়ে যায়। আপনি কি শুনেন নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। যদি তার অনুগ্রহ করতে না পারো তাহলে মুখে হলেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" গওরক সাদী বলেন, একথা শোনার পর আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে আরয করলাম, হযরত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ইরশাদ আমার সকল সম্পদের চেয়েও বেশি প্রিয়।

-উকূদুল জুমান-২৩৭

বায়তুল্লাহ শরীফে সর্বশেষ উপস্থিতি

ইমাম আ'যম (র) জীবনে পঞ্চান্ন বার হজ্ব করেছেন। সর্বশেষ যখন বাইতুল্লাহ শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন খানায়ে কা'বার খাদেমগণের কাছে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। দরজা খুলে দেয়া হলে তিনি ভিতরে প্রবেশ করে মাঝখানে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং পুরো কোরআনে কারীম সেখানে তিলাওয়াত করলেন। নামায শেষে আল্লাহর দরবারে খুব কেঁদে কেঁদে বললেন-

يا رب عرفتك حق المعرفة وما عبدتك حق العبادة فهب لى نقصان الخدمة بكمال المعرفة .

"হে প্রভূ! আমি অধম তোমার পরিচয় যেভাবে লাভ করা দরকার সেভাবেই করেছি। (এখানে আল্লাহর পরিচয় লাভের অর্থ, তাঁর তাওহীদ, ছিফাত ও তাঁর আ'যমত যথাযথভাবে উপলব্ধি করা। আল্লাহ পাকের যাত ও তার হাকীকত উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা তাঁর যাত ও হাকীকত বুঝা কখনো সম্ভব নয়।) কিন্তু তোমার ইবাদত যথাযথ ভাবে আদায় করতে পারি নি, অতএব ইবাদতের ত্রুটিকে আপনি পরিচয়ের উছিলায় মাফ করে দিন।"

একথা বলার পর বাইতুল্লাহর এক কোণ থেকে গায়বী আওয়াজ এল-

وعرفت فاحسنت المعرفة وخدمت فاخلصت الخدمة غفرنا لك ولمن كان على مذهبك الى قيام الساعة .

"আবূ হানীফা! তুমি যেভাবে পরিচয় লাভ করা দরকার সেভাবেই লাভ করেছো এবং ইখলাছের সাথে তুমি দীনের খেদমত করেছো। আমি তোমাকে এবং কিয়ামত তক যারা তোমার অনুসারী হবে সকলকে মাফ করে দিলাম।

-উকূদুল জুমান-২২০

সম্পদশালী হলে তার নিদর্শন ফুটে উঠা চাই

ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর এক ভক্তকে দেখলেন পুরোনো ছেড়া-ফাড়া পোশাক পরে তার মজলিসে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর মজলিস খতম হলে অন্যান্য লোকদের সাথে সেও চলে যাচ্ছিল, ইমাম আ'যম (র) তাকে কিছুক্ষণ বসতে বললেন। লোকেরা সবাই চলে যাওয়ার পর তাকে বললেন, জনাব! ঐ জায়নামাযটি উঠিয়ে দেখুন, এর নীচে যা কিছু রাখা আছে, নিয়ে যান।

লোকটি জায়নামায উঠিয়ে দেখল, সেখানে এক হাজার দিরহাম রাখা আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, এগুলো গ্রহণ করুন এবং এর দ্বারা নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে নিন।

লোকটি বলল, আমার তো যথেষ্ট সম্পদ আছে। এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই।

আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ আপনি কি শুনে নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده

"আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার মাঝে তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ দেখতে চান।"

অতএব, আপনার অবস্থা দুরস্ত করে নিন, আল্লাহর নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। যাতে আপনাকে দেখে আপনার সাথীদের মনও খুশি থাকে। -আল মানাকিব-২৩৫ -মাক্কী

কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে তিনি তওবা-ইস্তিগফার করতেন

হযরত আবূ জা'ফর বলখী থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আ'যম (র)-এর কাছে কোন সমস্যা জটিল মনে হলে তিনি ছাত্রদেরকে বলতেন, নিশ্চয় আমার গোনাহের কারনে এই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই জন্য তিনি তওবা-ইস্তেগফারে লেগে যেতেন। তিনি অনেক সময় এমন মুহূর্তে মজলিস থেকে উঠে নতুন অযু করে দু'রাকাত 'সালাতু তাওবা' পড়তেন এবং অধিক পরিমাণে ইসতিগফার করতেন। সমস্যার কোন সমধান হৃদয়ে উদয় হলে আনন্দের সাথে বলতেন, আমি বড় খোশ নসীব। আল্লাহ তা'আলা আমার তাওবা কবুল করেছেন এবং তিনি তার বিশেষ অনুগ্রহে মাসআলা সমাধান করে দিয়েছেন।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (র) যখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এ অবস্থা যখন জানতে পারলেন তখন খুব কাঁদলেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। -উকূদুল জুমান-২২৮

কোন সাহসে আমরা জান্নাত কামনা করব?

ইয়াযীদ ইবনে কুমাইত বর্ণনা করেন যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) একবার তাঁর দোকানে গেলেন। এক গোলাম তখন রেশমী কাপড়ের একটি আঁটি বাইর করল, এতে লাল, সবুজ ও হলুদ বর্ণের রেশমী কাপড় দেখা গেল। গোলাম তখন বলে উঠল- نسئل الله الجنة 'আল্লাহর কাছে আমরা জান্নাত চাই।'

ইমাম আবূ হানীফা (র) একথা শুনে কেঁদে উঠলেন। অশ্রুতে তাঁর দাঁড়ির সমস্ত কেশ ভিজে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি দোকান বন্ধ করার হুকুম দিলেন এবং নীচের দিকে তাকিয়ে তিনি সেখান থেকে বাইর হয়ে এলেন।

ইয়াযীদ ইবনে কুমাইত বলেন, পরদিন আমি যখন তার কাছে বসলাম, তখন বলতে লাগলেন, ভাই! জান্নাত তো এমন লোকই কামনা করতে পারেন যিনি আল্লাহকে খুশি করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের মত অধমেরা তো শুধু মাগফিরাত কামনা করার যোগ্যতাও রাখে না। জান্নাত কামনা করবে কোন সাহসে? উকূদুল জুমান-২২৮

আলেমের পদস্খলন সারা জাহান ধ্বংসের নামান্তর

একবার ইমাম আবূ হানীফা (র) কোন গলি দিয়ে হেটে চলছিলেন। রাস্তায় দেখতে পেলেন একটি ছোট বালক কাদা পানিতে খেলা করছে। ইমাম আ'যম (র) তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন প্রিয় বৎস! তোমার পা হঠাৎ পিছলে গেলে শরীরের হাড়-গ্রন্থি ভেঙ্গে যেতে পারে।

বালক জবাবে বলল, হযরত! আমি পিছলে পড়ে যাবো –এ নিয়ে আমি কোন শংকাবোধ করি না। কারণ এমনটি যদি হয়েই যায় তাহলে শুধু আমার দেহের ক্ষতি হবে। কিন্তু আমার পিছলে যাওয়ার তুলনায় আপনার পিছলে যাওয়াকে আমি বেশি ভয় করি। কারণ আপনার পদস্খলন হলে সারা জাহানের ক্ষতি হবে।

"একজন আলিমের পদস্খলন সারা দুনিয়া ধ্বংসের নামান্তর।"

ছোট বালকের এ হেকমতপুর্ণ কথা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর মনে ভীষন রেখাপাত করল। এজন্য তিনি ছাত্রদেরকে মাসআলার সমাধান দানের সময় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জোর তাকিদ দিতেন। -আদদুররুল মুখতার-১/৫

এক বাচ্চার মূখের কথা শুনে বেহুঁশ হয়ে গেলেন

হযরত মুসয়ীর ইবনে কুদাম (র) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। চলার পথে এক বাচ্চার পায়ের ওপর তাঁর কদম পড়ে গেল। বাচ্চা তখন চিৎকার করে বলে উঠল– يا شيخ اما تخاف القصاص يوم القيامة

'জনাব! কিয়ামতের দিন এর প্রতিশোধ নেয়া হবে –এই ভয় কি আপনার নেই?

মুসয়ীর বলেন, ইমাম আ'যম (র) বাচ্চাটির কথা শুনে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। দীর্ঘক্ষণ এভাবে পড়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, একটি ছেলের কথায় আপনি এত প্রভাবিত হয়ে গেলেন?

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আমি আশংকা করছি যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী হেদায়ত হতে পারে। -উকূদুল জুমান-২২৯

ইমাম আ'যম (র)-এর আমানতদারী

আলী ইবনে হাফস বাযযায বর্ণনা করেন যে, আমার পিতা হাফস ইবনে আবদুর রহমান এবং আবূ হানীফা (র) দু'জন যৌথভাবে ব্যবসা করতেন। আবূ হানীফা (র) আমার পিতার কাছে বিক্রির জন্য পণ্য-সামগ্রী সরবরাহ করতেন।

একবার পণ্য-সামগ্রী প্রেরণকালে তিনি আমার পিতাকে সতর্ক করে বলে দিলেন যে, অমুক অমুক কাপড়ে কিছুটা দোষ আছে, বিক্রি করার সময় খরিদদারকে তা বলে দিতে হবে। আমার পিতা হাফস মাল বিক্রি করে দিলেন; কিন্তু ক্রেতার কাছে সে দোষ বলতে ভুলে গেছেন। ক্রেতা ছিল অপরিচিত, ঠিকানাও পাওয়া গেল না। ইমাম আবূ হানীফা (র) ঘটনা জানার পর সমস্ত মালের মূল্য ত্রিশ হাজার দিরহাম ছদকা করে দিলেন এবং হাফস থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। -উকূদুল জুমান

সাত বছর পর্যন্ত বকরীর গোশত খান নি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার কূফাবাসীর ছাগলের সাথে আত্মসাৎ করা একটি ছাগল মিশে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র) ঘটনা শুনে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, ছাগল সর্বোচ্চ সাত বছর বেঁচে থাকে। এরপর থেকে তিনি সাত বছর পর্যন্ত ছাগলের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। -উকূদুল জুমান

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

সুফয়ান ইবনে যিয়াদ বাগদাদী (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আ'যম (র) ছিলেন একজন বড় কাপড় ব্যবসায়ী। সততা ও নৈতিকতা ছিল তাঁর ব্যবসার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

একবার মদীনা শরীফ থেকে জনৈক ব্যক্তি ঘরোয়া কিছু আসবাবপত্র খরিদ করার জন্য কূফায় আসল। সবকিছু সে সংগ্রহ করল; কিন্তু তার পছন্দের একটি কাপড় কোথাও খোঁজে পেল না। লোকেরা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দোকানের সন্ধান দিয়ে বলল, আপনি আপনার পছন্দের কাপড়টি সেখানে পেতে পারেন। যদি কাপড় পাওয়া যায়, তাহলে মূল্য যত বলা হয় তা দিয়েই খরিদ করে নিবেন। কোন প্রকার দর কষাকষিতে যাবেন না। কারণ সে দোকানে সবকিছু একদরে বিক্রি হয়।

লোকটি দোকানে গেল। আবূ হানীফা (র)-এর এক শাগরেদ তখন দোকানে বসা ছিল। সে লোক ভাবল ওনিই বোধ হয় আবূ হানীফা হবেন। তাই সে তাঁর কাঙ্খিত কাপড় তলব করল এবং মূল্য যত বলা হল তা দিয়েই সে খরিদ করে নিল। এরপর লোকটি তার সকল আসবাবপত্র নিয়ে মদীনায় চলে গেল।কিছুদিন পর ইমাম আ'যম (র) প্রয়োজনবশত সে কাপড়ের কথা শাগরেদকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তা এক হাজার দিরহামে বিক্রি হয়েছে।

ইমাম আ'যম (র) এ কথা শুনে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,

تغر الناس وانت معى فى دكانى !

'আমার দোকানে থেকে তুমি মানুষকে ধোকা দাও?

বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম আ'যম (র) সেই শাগরেদকে দোকান থেকে সাথে সাথে সরিয়ে দিলেন এবং তিনি নিজেই সেই এক হাজার দিরহাম নিয়ে মদীনা শরীফে রওয়ানা হয়ে যান। সেখানে পৌঁছে লোকটিকে খুব তালাশ করলেন। অবশেষে তিনি লোকটিকে দেখতে পেলেন সেই কাপড়

পরে মসজিদে নামায আদায় করছে। নামায থেকে ফারেগ হলে ইমাম আ'যম (র) তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! আপনি যে কাপড়টি পরে আছেন এটি তো আমার।

লোকটি একথা শুনে বিস্ময়াভিভূত হল এবং বলল, এটি আপনার হয় কীভাবে? আমি কিছু দিন আগে কূফার আবূ হানীফার দোকান থেকে কাপড়টি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে এনেছি।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আপনি যদি আবূ হানীফাকে দেখেন তাহলে তাকে চিনবেন?

সে লোক বলল, হ্যাঁ, চিনতে পারব।

ইমাম আ'যম (র) ঃ আবূ হানীফা তো আমি-ই। কাপড় কি আমার কাছ থেকে খরিদ করে ছিলেন?

খরিদদার ঃ না।

ইমাম আ'যম ঃ আচ্ছা, আপনার এক হাজার দিরহাম নিয়ে যান আর আমার কাপড়টি আমাকে দিয়ে দেন।

খরিদদার ঃ না, জনাব! তা হয় না। কাপড়টি আমি অনেক দিন ব্যবহার করে ফেলেছি। আপনাকে তা ফেরত দেয়া ঠিক হবে না। তবে মূল্য যদি আরো অতিরিক্ত দিতে হয়, তাহলে বলুন আমি তা এখনই পরিশোধ করে দিবো।

ইমাম আ'যম (র) ঃ না, এমনটি হবে না। আমি মূল্য বেশি নেয়ার জন্য এখানে আসি নি। ঘটনা হল, কাপড়টির মূল্য মাত্র চারশত দিরহাম। কিন্তু আপনার কাছে তা একহাজার দিরহামে বিক্রি করা হয়েছে। আমি চাচ্ছি যে, অতিরিক্ত ছয়শত দিরহাম আপনাকে ফেরত দেই, আর কাপড় আপনার কাছেই থেকে যাক। আশা করি আপনি এতে রাজী হবেন। এটি যদি আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে কাপড়টি ফেরত দিয়ে দিন। আর আপনার এক হাজার দিরহাম নিয়ে যান। কয়েকদিন যা ব্যবহার করেছেন, এতে কোন অসুবিধে হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন, খরিদদার কাপড়ও ফেরত দিতে চাইল না এবং অতিরিক্ত ছয়শত মুদ্রাও গ্রহণ করতে রাজী হল না। কিন্তু অবশেষে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর পীড়াপীড়ির কারণে অতিরিক্ত দিরহামগুলো সে ফেরত নিতে বাধ্য হল। -আল-মানাকিব-মাক্কী

পঞ্চম অধ্যায়
আখলাক, মানবতাবোধ, দয়া ও উদারতা

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্ত ঋণ মাফ করে দিলেন

হযরত শাকীক বলখী (র) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি ইমাম আ'যম (র)-এর সাথে এক রোগী দেখতে যাচ্ছিলাম। আমরা যে পথে হাটছিলাম তার অপর দিক থেকে এক পথিক আসছিল। সে আমাদেরকে দেখে হঠাৎ অন্যপথ অবলম্বন করল। ইমাম আ'যম (র) তখন ঐ পথিকের নাম নিয়ে ডাক দিলেন এবং বললেন, যে পথে তুমি আসছিলে সে পথেই আস, কেন অন্য পথে চলতে গেলে?

হযরত শাকীক বলেন, আবূ হানীফা (র)-এর আওয়াজ শুনে পথিক দাড়িয়ে গেল। আমরা কাছে যাওয়ার পর সে লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ছিল। ইমাম আ'যম (র) জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! অন্যপথ কেন ধরেছিলে?

পথিক আরয করল, হযরত! দশ হাজার দিরহাম আপনি আমার কাছে পাবেন। আদায় করতে দেরি হয়ে গেছে। এখন আপনাকে দেখে সংকোচবোধ হচ্ছে। তাই অন্যপথে চলে যাচ্ছিলাম।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, সুবহানাল্লাহ! শুধু এই কারণে তুমি অন্য পথে চলে গিয়ে লুকাতে চেয়েছিলে? যাও, আমি তোমার পুরো ঋণ মাফ করে দিলাম। আমাকে দেখে তোমার লজ্জা পেতে হয়েছে তাই আমাকেও মাফ করে দিয়ো।

শাকীক বলেন, আমি তখন থেকে ইমাম আ'যম সম্পর্কে বিশ্বাস করে নিয়েছি যে, তিনিই হলেন প্রকৃত দুনিয়া বিমূখ মানুষ। -উকূদুল জুমান-২৩৫

অন্যের উপকার দেখে ইমাম আ'যম (র) খুশি হলেন

একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হযরত! আমার কিছু মুদ্রার প্রয়োজন ছিল। তাই আমি আপনার ওপর আস্থা রেখে অমুক ব্যবসায়ীর কাছে ত্রিশ দীনার ঋণ চেয়ে আপনার নামে পত্র লিখে ছিলাম। ব্যবসায়ী আমাকে সে দীনার দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রয়োজন পুরণ করতে সক্ষম হয়েছি।

ইমাম আ'যম (র) একথা শুনে ভীষন সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, ভাই! আমার নাম দ্বারাও মানুষ এভাবে উপকার লাভ করতে পারে– আমার তা জানা ছিল না। আপনি আমাকে এভাবে ব্যবহার করেছেন তাই আপনাকে মোবারকবাদ। -উকূদুল জুমান-২৪৩

একশত টাকার পরিবর্তে পাঁচশত টাকা দিলেন

জনৈক মহিলা হযরত আবূ হানীফা (র)-এর দোকানে একটি কাপড় নিয়ে গেল এবং বলল, আপনার কাপড়ের সাথে এ কাপড়টিও বিক্রি করিয়ে দিন।

ইমাম আ'যম (র) জিজ্ঞেস করলেন, কাপড়টির মূল্য কত?

মহিলা ঃ এক শত টাকা।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, তা তো খুব কম হয়ে যায়।

মহিলা ঃ তাহলে দু'শ টাকা ।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, এ মূল্যও খুব কম হয়ে যায়।

মহিলা এ কথা শোনে অবাক হয়ে রইল।

ইমাম আ'যম (র) তার অবস্থা আঁচ করতে পেরে বললেন, কাপড়টির মূল্য পাঁচশত টাকার কম হবে না।

মহিলা বলল, মনে হয় আপনি আমার সাথে বিদ্রূপ করছেন।

ইমাম আ'যম (র) তখন পাঁচশত টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে কাপড়টি নিজের কাছে রেখে দিলেন। -উকূদুল জুমান-২৪৩

শরাবখোর বড় ফিকাহবিদ হয়ে গেল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাজা থেকে বর্ণিত আছে যে, এক চামার (মুচি) ইমাম আ'যম (র)-এর প্রতিবেশী ছিল। সারা দিন সে বাজারে জুতার কাজ করত। সন্ধ্যা হলে সে শরাব খরিদ করে বাড়ীতে এসে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তা পান করত এবং নিম্নের কবিতা বার বার আবৃত্তি করত।

اضاعونى واى فتى اضاعوا : ليوم كريهة وسداد ثغر

আবূ হানীফা (র) রাতের বেলা নামায পড়তেন। তিনি তার কবিতার আওয়াজ শুনে অতীষ্ট হয়ে যেতেন। তাকে তিনি বারবার বুঝাতেন,

নসীহত করতেন। কিন্তু সে তার এই জঘন্যতম কাজ থেকে ফিরে আসত না। আশ-পাশের লোকেরাও তার কার্যকলাপ দেখে অতীষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই হয়ত কেউ প্রশাসনের কাছে তার ব্যাপারে অভিযোগ করলে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম আ'যম (র) সারা রাত নামায পড়তেন। সে রাতে তিনি প্রতিবেশীর কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে লোকদের কাছে খোঁজ নিলেন। অবশেষে জানতে পারলেন যে, তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। ইমাম আ'যম (র) ফজরের নামাজ পড়েই শহরের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে গিয়ে হাজির হন। সেখানকার লোকদের মাঝে তখন চরম শোরগোল নেমে এল। পরস্পরে বলাবলি শুরু করল যে, ইমাম আ'যম (র) কীভাবে এখানে চলে আসলেন?

কর্মকর্তা ইমাম আ'যম (র)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে তার মজলিস ছেড়ে বাইরে চলে এল এবং ভিতরে ভিতরে সে খুব সংকোচবোধ করছিল। বিস্ময়ের সাথে সে জিজ্ঞেস করল, কী প্রয়োজনে হঠাৎ এখানে আপনার আগমন?

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আমার এক প্রতিবেশীকে গত রাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। আশা করি আপনারা তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

কর্মকর্তা সাথে সাথে তার এবং সে রাতে আরো যারা গ্রেফতার হয়েছে সকলকে মুক্তিদানের আদেশ জারি করলেন।

প্রতিবেশী জেল থেকে বের হয়ে আসলে ইমাম আ'যম (র) তার হাত ধরে চলতে চলতে বললেন, ভাই! আমি তো তোমাকে ধ্বংস করিনি।

মুচি বেচারার চোখে তখন পানি নেমে এল। অনুতাপ ও অনুশোচনা ভরা কণ্ঠে সে বলল,

لا يا سيدى ومو لائى لا ترانى : بعد اليوم افعل شيئا تتأذى به

আমার শ্রদ্ধাস্পদ! আজকের পর আমাকে এমন কোন কাজ করতে দেখতে পাবেন না যার দ্বারা আপনার কষ্ট হয়।

বর্ণিত আছে যে, সে লোকটি পরবর্তীতে ইমাম আ'যম (র) দরসে নিয়মিত উপস্থিত ইলমে দ্বীন শিক্ষা করতে লাগল এবং এক সময় সে কূফার বড় বড় উলামায়ে কিরামের কাতারে শামীল হয়ে গেল।

-উকূদুল জুমান

ছাত্রদের প্রতি সুহানুভূতি

হযরত আসেম ইবনে ইউসুফ বর্ণনা করেন, কেউ কারো ওপর এমন হক রাখে না, যেমন আবূ হানীফা (র) তার ছাত্রদের ওপর রাখেন। কারণ, কোন ছাত্রের গায়ে মাছি বসা পরিমাণ সামান্য পেরেশানী থাকলেও ইমাম আ'যম (র) সেজন্য পেরেশান হয়ে যেতেন।

একবার জনৈক লোক এসে খবর দিল যে, অমুক ব্যক্তি ঘরের ছাদ থেকে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। একথা শুনে ইমাম আ'যম (র) সজোরে কেঁদে উঠলেন। মসজিদের উপস্থিত সকলেই তার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল।

অতঃপর খালি পায়েই তিনি দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে সরাসরি তার বাড়ী চলে আসলেন এবং বললেন, তোমার এই কষ্ট যদি আমার নিজের ওপর বহন করা সম্ভব হত, তাহলে অবশ্যই বহন করে নিতাম। কিছুক্ষণ পর কাঁদতে কাঁদতে তার কাছ থেকে চলে এলেন। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা তাকে দেখতে যেতেন।

নিজ সন্তানের শিক্ষকের প্রতি উদারতা

ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার পিতা হযরত হাম্মাদ (ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাহেবজাদা) যখন সুরায়ে ফাতেহা শিখেন, তখন আবূ হানীফা (র) শিক্ষককে ৫০০ দিরহাম হাদিয়া প্রেরণ করেন।

শিক্ষক হাদিয়া পেয়ে বললেন, আমি কী আর করেছি যে, এতগুলো দিরহাম তিনি আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন?

ইমাম আবূ হানীফা (র) এ কথা শোনার পর শিক্ষকের খেদমতে স্বয়ং নিজেই হাজির হয়ে বললেন, আপনি আমার ছেলেকে যা শিখিয়েছেন তা তুচ্ছ মনে করবেন না।

والله لو كان عندى اكثرمن ذالك لدفعناه اليك تعظيما للقرآن

খোদা কসম! আমার কাছে যদি আরো বেশি কিছু থাকত, তাহলে কোরআনের সম্মানার্থে আপনার খেদমতে তাও হাদিয়া হিসেবে পেশ করতাম। (উকূদুল জুমান−২৩৩)

মুহাদ্দিসীনের প্রতি উদারতা

ইমাম আবূ হানীফা (র) হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে বড়ই উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। লোকেরা তার হাদিয়া দানের অবস্থা দেখে ভীষন আশ্চর্যবোধ করত। তিনি অনেক সময় বলতেন, আমার ভাইয়েরা! এতে আশ্চর্য হওয়ার কি দেখেছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইরশাদ করেছেন,

انما انا خازن اضع حيث امرت

"আমি তো শুধু একজন কোষাগার তত্ত্বধানকারী। যেখানে হুকুম হয় সেখানেই আমি তা ব্যয় করি।"

হযরত সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেছেন,

لقد وجه على بهدايا استوحشت من كثرتها

"ইমাম আবূ হানীফা (র) আমার কাছে এত বেশি পরিমানে হাদিয়া পাঠালেন যা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম।"

এ ব্যাপারে তিনি আবূ হানীফা (র)-এর শাগরেদদের কাছে অভিযোগ করলে তারা বলল, আপনি আর কী হাদিয়া পেয়েছেন। সায়ীদ ইবনে আবি আরূবা (র)-এর কাছে তিনি যে হাদিয়া পাঠাতেন তা দেখলে কী জানি আপনি বলতেন!

ما كان يدع احدا من المحدثين الا بره برا واسعا

"সকল মুহাদ্দিসীনকে ইমাম আবূ হানীফা (র) দান ও হাদিয়া দ্বারা ভরে দিতেন।"

মুসয়ীর ইবনে কুদাম থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আ'যম (র) যখনই তার পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু ব্যয় করতেন তখনই সে পরিমাণ পয়সা উলামায়ে কিরামের জন্যও ব্যয় করতেন। পরিবারের জন্য কাপড় খরিদ করলে উলামায়ে কিরামরে জন্যও সে পরিমাণ কাপড় খরিদ করতেন। ফলের মৌসুম এলে সর্বপ্রথম উলামায়ে কিরামের খেদমতে তা পেশ করতেন। অতঃপর পরিবারবর্গের জন্য নিয়ে যেতেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইমাম আ'যম (র) প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট অংকের মুদ্রা বরাদ্দ করে এর দ্বারা পণ্য-সামগ্রী খরিদ করতেন এবং তা বাগদাদ পাঠিয়ে দিতেন। বিক্রি করে যে পয়সা আসত তা দ্বারা

বাগদাদ থেকে কিছু পণ্য-সামগ্রী এনে কূফায় বিক্রি করতেন। এতে যা লাভ হত তা দ্বারা তিনি উলামা, তালাবা, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। এরপরও যদি লাভের পয়সা অতিরিক্ত থাকত, তাহলে সেগুলোও তাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং বলতেন-

انفقوا فى حوائجكم ولا تحمدوا الا الله فانى ما اعطيتكم من مالى شيئا

ولكن من فضل الله على فيكم وهذه ارباح بضائعكم

"এগুলো আপনারা আপনাদের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। আর এজন্য শুধু আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। কারণ আমি আমার মাল থেকে আপনাদের কিছুই দিচ্ছি না। এটি তো আপনাদের মাঝে আমার ওপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। আপনাদের কাছে যা পৌঁছেছে তা আপনাদের সম্পদেরই লভ্যাংশ।"

-উকূদুল জুমান-২৩৩

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এরচে' বড় কোন উদার প্রকৃতির মানুষ আর কাউকে দেখিনি। এক বার আমি তাকে এ কথা বললে তিনি প্রতিউত্তরে বললেন, আমার উস্তাদ হাম্মাদ (র)-এর অবস্থা যদি তোমরা দেখতে তাহলে একথা বলতে না।

আবূ ইউসুফ (র) বলেন,

"ইমাম আবূ হানীফা (র) বিশ বছর পর্যন্ত আমার ও আমার পবিারবর্গের ব্যয় ভার বহন করেছেন। আমি তার মত উত্তম চরিত্রবান মানুষ আর কাউকে দেখিনি।"

-উকূদুল জুমান-২৩৫

হাসান ইবনে যিয়াদের প্রতি উদারতা

হাসান ইবনে যিয়াদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর একজন বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। তাঁর পারিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সংকটপূর্ণ। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, আমি যখন আবূ হানীফা (র)-এর দরসগাহে ইলমে দ্বীন শিক্ষায় মগ্ন ছিলাম, সে সময় একদিন আমার পিতা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে এসে আরয করলেন, হাসান আমার একমাত্র ছেলে। আর মেয়ে কয়েকজন আছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই সংকটপূর্ণ। হাসানের ওপরই আমদের আশা ভরসা।

অতঃএব তাকে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন, যাতে সে কোন কাজ-কারবারে লেগে যায়, তাহলে আমাদের জন্য খুবই ভাল হত এবং পরিবারে সংকট কিছুটা দুর হত।

হাসান বলেন, অতঃপর আমি ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে হাজির হলাম, তিনি বললেন, হাসান! আজ তোমার পিতা এসেছিলেন। তিনি খুবই পেরেশান ছিলেন। তোমার সর্বদা 'ইলম অর্জনে লেগে থাকার কারণে সংসার দূর্দশার সম্মুখীন হচ্ছে –এ অভিযোগ পেশ করলেন। শুনো! আমি আজ থেকে তোমার জন্য কিছু সংখ্যক টাকা মাসিক ধার্য করে রাখলাম। এর দ্বারা তুমি তোমার এবং তোমার পরিবারের খরচ চালাবে। যতদিন উপার্জনের বয়সে উপনীত না হবে, ততদিন এধারা জারি থাকবে।

-আল মানাকিব-২৪৩ -মাক্কী

তার ঋণ আমি আদায় করব

বর্ণিত আছে যে, একবার প্রখ্যাত ইমাম হযরত ইবরাহীম ইবনে উয়াইনা (র)কে ঋণের দায়ে অভিযুক্ত করে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। ইমাম আ'যম (র) এ সংবাদ শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। লোকদের কাছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার ঋণের পরিমাণ কত?

তারা বলল, প্রায় চার হাজার দিরহাম। ইমাম আ'যম (র) জিজ্ঞেস করলেন, তাকে মুক্ত করানোর জন্য কি আরো দিরহাম খরচ করা হয়েছে?

লোকেরা বলল, হ্যাঁ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, ইব্রাহীমের সকল টাকা আমিই শোধ করে দিব।

-উকূদুল জুমান

দরজায় যে থলেটি পড়ে আছে তা আপনাদের

কূফা নগরীতে এক লোক দীর্ঘ দিন ধরে খুব সূখে-শান্তিতে বসবাস করে আসছিলেন। কিন্তু যামানার বিবর্তনে তার সংসারে চরম দূর্দশা নেমে এল। দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের মাঝে কোন রকম জীবন যাপন কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি ছিলেন খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। যত অভাবই আসুক কারো কাছে মুখ খুলতে তিনি রাজী ছিলেন না।

ঘটনাক্রমে একদিন তার এক ছোট মেয়ে কাকড়ী (শশা সদৃশ এক ধরণের ফল) দেখে চিৎকার করতে করতে মায়ের কাছে আসল এবং কাকড়ী খরিদ করে আনতে পীড়াপীড়ি শুরু করল। কিন্তু চরম অভাবের

মহূর্তে কাকড়ী খরিদ করার টাকা কোথায় পাবে? এদিকে মেয়েটিকেও তারা শান্ত করতে পারছে না। যতই তাকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, ততই তার চিৎকার আরো বেড়ে চলছে।

পিতা তার মেয়ের অবস্থা দেখে দু'চোখের পানি সংবরণ করতে পারলেন না। কিন্তু কী করবেন –ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কাছে গিয়ে সাহায্য চাইবেন।

পিতা ইমাম আ'যম (র)-এর মজলিসে হাজির হলেন। কিন্তু অতীত জীবনে যিনি কোন দিন কারো কাছে কিছু চান নি, আজকেও তিনি মুখ খুলতে পারেন নি। লজ্জা ও আত্মমর্যদাবোধ তাকে বাঁধা দিয়েছে। অবশেষে এ অবস্থায়ই উঠে চলে গেলেন।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) তার চেহারা দেখে বুঝে নিলেন যে, লোকটি অভাবী হবে। ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারছেন না। অতঃপর লোকটি বাড়ীর পথে রওয়ানা দিলে ইমাম আবূ হানীফা (র) চুপে চুপে তার পিছু ধরলেন। লোকটি যে ঘরে প্রবেশ করলেন, আবূ হানীফা (র) সেটিকে চিহ্নিত করে রাখলেন।

রাত যখন কিছুটা গভীর হয়ে এল তখন তিনি পাঁচশত দিরহামের একটি থলে তার দরজার চৌকাটে রেখে দিলেন এবং অন্ধাকরের ভিতর তিনি এই বলে লুকিয়ে গেলেন যে, দরজার সামনে যে থলেটি পড়ে আছে সেটি আপনাদের জন্য।

লোকটি থলে খুলে দেখল, তাতে দিরহামের সাথে একটি চিরকুটে নীচের বাক্যটিও লেখা আছে।

هذا المقدار قد جاء به ابو حنيفة اليك من وجه حلال فليفرغ بالا

"এগুলো আবূ হানীফা নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ হালাল পন্থায়। আপনারা এর দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিন।" -আল মানাকিব-১৪৪ -মাক্কী

এক নওজোয়ানকে বিশ দীনারের দুটি কাপড় হাদিয়া

একবার ইমাম আবূ হানীফা (র) খেদমতে জনৈক নওজোয়ান উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমার একজোড়া কাপড়ের ভীষন প্রয়োজন হয়ে

পড়েছে। সামনে আমার বিয়ে হবে। ভাল এক জোড়া কাপড় হলে শ্বশুর বাড়ীতে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না। অতঃএব অনুগ্রহ করে যদি একজোড়া কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমার বড়ই উপকার হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, ভাই! দু' সপ্তাহ ধৈর্য ধর। কাপড়ের ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ।

নওজোয়ান দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করে আবার যখন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে হাজির হল, তখন তিনি বিশ দীনার মূল্যের দুটি কাপড় দিলেন। সাথে নগদ একটি দীনারও দান করলেন।

নওজোয়ান এ আশাতীত মূল্যবান উপহার পেয়ে হতবাক হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা (র) তার অবস্থা আঁচ করতে পেরে বললেন, এ তো আশ্চর্যের কিছু নয়। তোমার মুদ্রা দ্বারাই এ কাপড় খরিদ করা হয়েছে।

ঘটনা হল, আমি তোমার নামে কিছু পণ্য-সামগ্রী বরাদ্দ করে বাগদাদে বিক্রি করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। এতে যা লাভ হয়েছে তা দ্বারা বিশ দীনারের এক জোড়া কাপড় খরিদ করা হয়েছে। এছাড়া আরো এক দীনার তোমার লভ্যাংশের অবশিষ্ট ছিল তাই তোমাকে দিলাম। আর আমার যে মূলধন ছিল তা আমার হাতেই ফিরে এসেছে। অতএব তুমি যদি এগুলো গ্রহণ কর, তাহলে ভাল, আর যদি না কর, তাহলে তোমার নামে তা আমি ছদকা করে দিবো। -উকূদুল জুমান

হাজার জোড়া জুতা বন্টন

আলী ইবনে জা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার জনৈক হাজী সাহেব ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে এক হাজার জোড়া জুতা হাদিয়া পেশ করলেন। ইমাম আ'যম (র) এগুলো কবুল করে উলামায়ে কিরাম, তালিবানে ইলম এবং তার ভক্তবৃন্দের মাঝে বন্টন করে দেন।

পরদিন তিনি তার ছেলের জন্য জুতা খরিদ করতে বাজারে গেলেন। তার এক শাগরেদ ইউসূফ ইবনে খালেদ তখন আরয করলেন, আপনার খেদমতে তো গতকালই এক হাজার জোড়া জুতা হাদিয়া এসেছিল, আজ আবার নতুন জুতা খরিদ করার প্রয়োজন দেখা দিল?

ইমাম আ'যম (র) বললেন, ভাই! এ সকল জুতার এক জোড়াও আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখি নি এবং বাড়িতেও পাঠাই নি। বরং এগুলো আসার সাথে সাথে উলামা, তালাবা এবং ভক্তবৃন্দের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি। -উকূদুল জুমান-২৩৬

ইমাম আ'যম (র) তার দুশমনকেও ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচালেন

খলীফা মনসুর এর এক খাছ মোছাহেব ছিলেন রাবী'। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে তিনি ভিতরে ভিতরে শত্রুতা পোষণ করতেন। সর্বদা তাকে ক্ষতি করার জন্য উঁৎ পেতে থাকতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন ইমাম আ'যম (র) এবং রাবী' উভয়ে খলীফা মানছুরের দরবারে একত্র হয়ে গেলেন। রাবী' তখন ইমাম সাহেবের সামনে খলীফা মানছুরকে লক্ষ্য করে বললেন, এই লোক আপনার চাচা হযরত ইবনে আবাস (রা)-এর সাথে শত্রুতা রাখে এবং তিনি যে কথা বলেছেন এর বিরুদ্ধে ফতওয়া দেয়। যেমন এক ব্যক্তি হলফ করল এবং দুই/তিন দিন পর 'ইনশাআল্লাহ' বলল, তাহলে আপনার চাচা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মতে তা (হলফকে শর্তযুক্ত করা) ছহীহ হবে। তিনি বলেছেন,

الا ستثناء جائز ولو بعد سنة

"এক বছর পরে হলেও ইসতিছনা ছহীহ হবে।"

আর এই লোক (আবূ হানীফা (র) বলেন যে, 'ইনশাআল্লাহ' কথার সাথে সংযুক্ত করে বললে ছহীহ হবে। তা না হলে ছহীহ হবে না।

ইমাম আ'যম (র) তখন খলীফা (র) সম্বোধন করে বললেন, মুহতারাম! রাবী' এর বক্তব্যের অর্থ হল, যে সকল সিপাহী আপনার হাত ধরে বাইআত করেছে, তারা যখন ইচ্ছে হয় তখনই আপনার আনুগত্য থেকে বাইর হয়ে যেতে পারবে –এই ক্ষমতা প্রদান করা।

খলীফা বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কিভাবে?

ইমাম আ'যম (র) বললেন, তারা তো আপনার সামনে শপথ করে বাইআ'ত করল। এরপর ঘরে গিয়ে ইনশাআল্লাহ বলে দিল। এভাবে তারা সে বাইআত ভেঙ্গে দিতে পারবে।

বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম আ'যম (র)-এর বক্তব্য শুনে রাবী' এর পায়ের তলার মাটি সরে গেল। খলীফা মনছুর তখন খুব হাসলেন এবং রাবীকে বললেন, তুমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে বদানুবাদে যেয়ো না।

বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা মানছুর এর দরবার থেকে উভয়ে বাইর হওয়ার পর রাবী ইমাম আ'যম (র)কে লক্ষ্য করে বলল, আজ তো আপনি আমাকে হত্যার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, না, তুমিই বরং আমাকে হত্যা করাতে চেয়েছিলে। তাই আমি আমাকে এবং তোমাকে উভয়কে বাঁচিয়ে নিলাম।

-আল মানকিব -মাক্কী

অন্য এক রিওয়ায়াতে উক্ত ঘটনায় রাবী এর স্থলে ইবনে ইসহাক এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে অতিরিক্ত কথা এই বলা হয়েছে যে, খলীফা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বক্তব্য শুনে হুকুম জারী করলেন যে, ইবনে ইসহাককে গলায় চাঁদর পেঁচিয়ে দরবার থেকে বাইর করে দাও।

-আল মানকিব -মাক্কী

আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হোক

আসাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার উমর ইবনে যর ইমাম আবূ হানীফা (র) খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হযরত! আমার এক শীয়া পড়শী বড় সমস্যায় পড়েছে। আপনি অনুমতি দিলে সে আপনার কাছে আসবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, হ্যাঁ, সে অবশ্যই আসতে পারে। কোন বাঁধা নেই। শরী'অতের দৃষ্টিতে যা বলা দরকার আমি তাই বলবো।

উমর ইবনে যর তখন তার শীয়া প্রতিবেশীকে নিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে হাজির হলেন। সে বলল, আমি ঘটনাক্রমে আমার বিবিকে বলে ফেলেছি انت على حرام 'তুমি আমার জন্য হারাম'। এতে কি সে সত্যিই হারাম হয়ে গেছে?

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, জনাব! এ ধরণের কথা বললে হযরত আলী (রা)-এর মতে তিন তালাক পতিত হয়।

শীয়া লোকটি বলল, হযরত! আমি তো আলী (রা)-এর কথা শুনার জন্য আসি নি। আমি আপনার ফতুওয়া নিতে এসেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ঃ আচ্ছা, তাহলে বলুন, বিবিকে যখন আপনি একথা বলেন তখন আপনার নিয়ত কি ছিল?

শীয়া ঃ কিছুই নিয়ত ছিল না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ঃ তালাকেরও নিয়ত ছিল না?

শীয়া ঃ না।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ঃ তাহলে এর দ্বারা কিছুই হয়নি। সে মহিলা পূর্বের ন্যায় এখনো আপনার বিবি হিসেবেই বহাল আছে।

শীয়া লোকটি তখন খুশিতে বলে উঠল-

جزاك الله خيرا واوجب لك الجنة وان كرهت انا

"আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এর জন্য উত্তম বিনিময় দান করুন। আপনার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিন। যদিও এটি আমার কাছে পছন্দ হয় না।'

-আল মানাকিব -মাক্কী

(উল্লেখ্য যে, কেউ তার স্ত্রীকে কোন নিয়ত ছাড়া যদি বলে 'তুমি আমার জন্য হারাম" তাহলে এক তালাক পতিত হবে। উক্ত ঘটনায় যা বর্ণিত হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র) পূর্বেকার একটি মত। এর ওপর ফতুওয়া নয়।)

উস্তাদের প্রতি সম্মান

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর হৃদয়ে উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি এত বেশি ছিল যার ফলে ইমাম হাম্মাদ (র)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ঘরের দিকে পা ছড়িয়ে কোন দিন শয়ন করেন নি। অথচ দুই ঘরের মাঝে প্রায় সাত গলির দূরত্ব ছিল। -উকূদুল জুমান-২৮১

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ইস্তিগনা

আব্বাসী খলীফা আবূ জা'ফর মনসুর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর খেদমতে অনেক অনেক মূল্যবান হাদিয়া-তুহফা প্রেরণ করলেন। কিন্তু ইমাম আ'যম (র) এগুলো নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। খলীফা ইমাম আ'যম (র)কে তার দরবারে মাঝে মাঝে উপস্থিত হওয়ার দরখাস্ত করলেন। ইমাম আ'যম (র) তখন তার কাছে দু'টি কবিতা লিখে পাঠালেন—

كسرة خبز وقعب ماء : وفرو ثوب مع السلامة

خير من العيش فى نعيم : يكون بعدها الملامة

"এক টুকরো রুটি, সামান্য পানি এবং পরিধান করার মত মোটা কাপড় যদি থাকে তাহলে তা ঐ আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের চেয়ে উত্তম যার পরে ভর্ৎসনা ও তিরস্কাররের সম্মুখীন হতে হয়।" -উকূদুল জুমান-৩০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইমাম আ'যম (র)-এর
মুনাযারা বা তর্কযুদ্ধ

যাহ্হাক খারেজী হতবাক হয়ে গেল

যাহহাক ইবনে কায়েস খারেজী খাওয়ারেজদের এক মশহুর সরদার ছিল। বনু উমাইয়ার শাসন কালে এক সময় সে বিদ্রোহ করে কূফা অধিকার করে নিয়েছিল। সে এক সময় একটি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে কূফার মসজিদে এল এবং ইমাম আ'যম (র)কে বলল, তওবা করুন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ কিসে থেকে?

যাহহাক ঃ আপনাদের আকীদা হল হযরত আলী (রা) ও আমীরে মুযাবিয়া (রা)-এর মাঝে যে ঝগড়া বেঁধে ছিল এতে হযরত আলী (রা) হকের ওপর ছিলেন। তাই যদি হয় তাহলে তৃতীয় এক পক্ষকে তিনি কেন বিচারক মানতে গেলেন?

ইমাম আবূ হানীফা (র) বললেন, তুমি যদি আমাকে হত্যা করার নিয়তে এসে থাক, তাহলে কোন কথা নেই। আর যদি সত্য উদঘাটনের নিয়তে এসে থাক তাহলে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দাও।

যাহহাক ঃ সত্য উদঘাটনের জন্যই আমি আপনার সাথে বিতর্ক করতে এসেছি।

আবূ হানীফা (র) ঃ তাই যদি হয় তাহলে আমাদের বিতর্কের ফয়সালা দেয়ার জন্য একজন বিচারক মেনে নিতে হবে, কারণ আমাদের উভয়ের মতামত সবশেষে নাও মিলতে পারে।

যাহহাক তখন তাদেরই সপক্ষের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ এখানে আসুন। আমাদের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে মিমাংসা করবেন।

ইমাম আ'যম (র) তখন যাহহাককে বললেন ঃ জনাব! আপনি এখন যা করলেন হযরত আলী (রা) তো তাই করেছিলেন, ফের তাঁর বিরুদ্ধে এত বিষোদগার কেন?

যাহ্হাক হতবাক হয়ে গেল এবং মাথা নীচু করে এখান থেকে বিদায় নিল। -উকূদুল জুমান-২২৫

কথিত মহাজ্ঞানীর তিনটি প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জবাব

রোমের এক লোক বাগদাদে খলীফার দরবারে আসল। সে নিজেকে 'মহাজ্ঞানী' বলে দাবী করত। খলীফার দরবারে সে গর্বের সাথে বলল, আমার কাছে তিনটি প্রশ্ন আছে। আপনার সারা সালতানাতের উলামা একত্র হলেও এগুলোর জবাব দিতে পারবে না।

খলীফা তার কথা শুনে হতবাক হলেন। তিনি রাজ্যের সকল উলামায়ে কিরামকে দরবারে আমন্ত্রন জানালেন। ইমাম আ'যম (র)ও তাশরীফ নিলেন। মজলিস শুরু হল। কথিত মহাজ্ঞানী মঞ্চে উঠে সমস্ত উলামায়ে কিরামের সামনে নিম্নের তিনটি প্রশ্ন ছুড়ে মারল।

(১) খোদার আগে কি ছিল?

(২) খোদা এখন কোন দিকে তাকিয়ে আছেন?

(৩) এখন খোদা কি করেছেন?

বাহ্যত প্রশ্ন তিনটি বড়ই জটিল। পুরো মজলিস নীরব-নিস্তব্ধ। জবাব কী হবে সকলেই তা চিন্তা করছেন। ইমাম আ'যম (র) সর্বপ্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সেই মহাজ্ঞানীকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি প্রশ্ন করেছেন মিম্বরে বসে। অতএব আমাকে জবাবও দিতে হবে মিম্বরে বসে। এতে শ্রোতাবৃন্দ সহজে শুনতে পাবে। অতএব কারণে আপনি নীচে নেমে আসুন।

সেই মহাজ্ঞানী তখন মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল। ইমাম আ'যম (র) মিম্বরে তাশরীফ নিলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনি আবার সে প্রশ্নগুলো ধারাবাহিক বলুন এবং সাথে সাথে জবাবও শুনুন।

লোকটি নীচে থেকেই প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে বলছিল আর ইমাম আ'যম (র)ও এগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন

প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইমাম আ'যম (র) তাকে বললেন, গাণিতিক সংখ্যা গণনা করুন। রুমী লোকটি এক, দুই, তিন, চার...... এভাবে দশ পর্যন্ত গণনা করলেন। ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ এখন দশ থেকে নীচের দিকে গণনা করে আসুন।

রুমী ব্যক্তি দশ, নয়, আট, সাত...... এভাবে এক পর্যন্ত গণনা করল।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, 'এক' -এর আগের সংখ্যা কত? বলুন।

রুমী ঃ একের আগে কোন সংখ্যা নেই।

ইমাম আ'যম (র) ঃ এই কৃত্রিম গাণিতিক 'এক' -এর আগে যদি কোন সংখ্যা না থাকে তাহলে ঐ হাকীকী একক সত্ত্বার আগে কি ছিল –তা কীভাবে কল্পনা করা যাবে? অতএব খোদা এক, অদ্বিতীয়। আগে তিনিই ছিলেন, এখনো আছেন, ভবিষ্যতে তিনিই থাকবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে ইমাম আ'যম (র) একটি বাতি জ্বালালেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন এই বাতি কোন দিকে তাকিয়ে আছে?

রুমী ঃ সব দিকেই তাকিয়ে আছে।

ইমাম আ'যম (র) ঃ বাতি একটি সাধারন জিনিস, এটি কোন দিকে তাকিয়ে আছে তাই যদি আপনি নিরুপন করতে না পারেন। তাহলে যিনি মহান স্রষ্টা তিনি কোন দিকে তাকিয়ে আছেন, সেটি কীভাবে নির্ণয় করা সম্ভব?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ এই মুহূর্তে খোদা তা'আলা আপনাকে মিম্বর থেকে নামিয়েছেন, অপদস্থ করেছেন, আর আমাকে মিম্বরে উঠিয়ে সম্মানিত করেছেন।

কথিত মহাজ্ঞানী এ সকল জবাব শুনে মাথানত করে মজলিস ছেড়ে পলায়ন করল।

-উকূদুল জুমান

হত্যা করতে এসে নতি স্বীকার করল

একদা খারেজী সম্প্রদায়ের শতাধিক লোক নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে ইমাম আ'যম (র)-এর ওপর চড়াও হল। তারা বলল, যে লোক কবীরা গোনাহ করে তাকে আপনি যেহেতু কাফের মনে করেন না তাই আপাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আবেগ প্রবণতা পরিহার করে শান্ত্ব মস্তিষ্কে কাজ করুন। সত্য বিষয় উদ্ঘাটনের চেষ্টা করুন। আমার অপরাধ যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে হত্যা করার পদক্ষেপ নিতে পারেন।

আপনারা আগে তরবারি কোষবদ্ধ করুন এবং ধীর স্থীরতার সাথে আপনাদের প্রশ্নগুলো উত্থাপন করুন। এরপর যা করতে চান করতে পারেন।

তারা বলল ঃ আপনার রক্তে আজ আমাদের তরবারী রঙ্গীন হবে। আমাদের আকীদা মোতাবেক 'কোন অপরাধীকে হত্যা করতে পারলে তা সত্তর বছর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে উত্তম।'

আবূ হানীফা (র) ঃ ভাল কথা, তবে কী বলতে চান? বলুন।

খাওয়ারেজ ঃ মনে করুন ঘরের বাইরে দু'টি জানাযা আছে। একটি পুরুষের। অপরটি মহিলার। পুরুষ ছিল মদ্যপায়ী। অতিরিক্ত মদ পানের কারণে শ্বাঁসরুদ্ধ হয়ে সে মারা যায়। আর মহিলা ছিল ব্যাভিচারিনী। গর্ভধারণের ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এ দুই মৃতের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তারা মুসলমান, না কাফের?

ইমাম আ'যম (র) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন, তারা কি ইহুদী ছিল? নাছারা ছিল? না অগ্নিপূজারী ছিল?

খাওয়ারেজ ঃ না, তারা ইহুদীও ছিল না, নাছারাও ছিল না, অগ্নিপূজারীও ছিল না।

ইমাম আ'যম (র) ঃ তাহলে কোন ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল?

খাওয়ারেজ ঃ তাদের সম্পর্ক ছিল এমন ধর্মের সাথে যে ধর্মের লোকেরা কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে।

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

ইমাম আ'যম (র) ঃ আচ্ছা, কালিমায়ে শাহাদাত ঈমানের কত ভাগ? অর্ধেক? এক তৃতীয়াংশ? না এক চতুর্থাংশ।

খাওয়ারেজ ঃ এটিই তো পূর্ণ ঈমান। ঈমানের কোন ভগ্ন অংশ হয় না।

ইমাম আ'যম (র) ঃ এই কালিমাই যদি পূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে, তাহলে তারা তো এ কালিমায়ই বিশ্বাসী ছিল। তাদেরকে আপনারা কী বলবেন? মুসলমান না কাফের?

খারেজীরা পেরেশান। কোন উত্তর খোঁজে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল, আচ্ছা সে কথা বাদ দিন। এখন বলুন, তারা জান্নাতী না জাহান্নামী?

ইমাম আ'যম (র) ঃ এ প্রশ্নের জবাবে আমি সে কথাই বলবো যা হযরত ইবরাহীম (আ.) এদের চেয়ে আরো জঘন্যতম অপরাধী সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন।

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ যদি আমার অবাধ্য হয়, আপনি তো তাদের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" -সূরা ইবরাহীম-৩৬

আর ঐ কথাই বলবো যা হযরত ঈসা (আ.) এদের চেয়েও বড় গোনাহগার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছিলেন,

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তাহলে তবে আপনি তো পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" -সূরা মায়িদা-১১৮

আর যখন হযরত নূহ (আ.)কে তাঁর সম্প্রদায় বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

"আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো, অথচ ইতরশ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করে থাকে?" (সূরা শু'আরা-১১১)

তখন তিনি তাদের জবাবে বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ . وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

"তারা কী করত তা আমার জানা নেই। তাদের হিসাব নেয়া তো আমার প্রতিপালকের কাজ, যদি তোমরা বুঝতে। মোমেনদের তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।" -সূরা শু'আরা-১১২

হযরত নূহ (আ.) যা বলেছিলেন আমি সে কথারই পুণরাবৃত্তি করবো-

وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا . اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ، إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ .

"তোমার দৃষ্টিতে যারা হেয়, তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। তাহলে আমি অবশ্যই যালীমদের অন্তর্ভূক্ত হবো।" -সূরা হূদ-৩১

খারেজীরা ইমাম আ'যম (র)-এর যুক্তিসম্মত জবাব শুনে চুপ হয়ে গেল, উন্মুক্ত তরবারী কোষাবদ্ধ করে নিল, খাঁটি মনে তওবা করল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মেনে নিল। -আল মানাকিব -মাক্কী

ইমাম বাকের (র) আবূ হানীফা (র)-এর কপালে চুমু খেলেন

একবার মদীনা শরীফে ইমাম বাকের (র)-এর সাথে হযরত আবূ হানীফা (র)-এর সাক্ষাত হয়। ইমাম বাকের (র) হযরত আবূ হানীফা (র)-এর সম্পর্কে ভুল তথ্য পেয়েছিলেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ঐ আবূ হানীফা –যিনি আমার নানার দ্বীনকে বদলে দেয়ার চেষ্টা করছেন, কুরআনে ও হাদীসের অকাট্য দলিল বাদ দিয়ে কিয়াসকে প্রাধান্য দিচ্ছেন?

ইমাম আ'যম (র) অত্যন্ত আদবের সাথে আরয করলেন, হযরত! আপনি তাশরীফ রাখুন। যাতে আমিও আদবের সাথে বসে বাস্তব জিনিসটি আপনার সামনে তুলে ধরতে পারি।

ইমাম বাকের (র) এক স্থানে বসলেন, ইমাম আযম (র)ও তার সামনে আদবের সাথে বসে গেলেন এবং আরয করলেন হযরত! পুরুষ দূর্বল, না নারী দূর্বল?

ইমাম বাকের ঃ নারী।

ইমাম আ'যম (র) ঃ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে নারীর কত অংশ আর পুরুষের কত অংশ?

ইমাম বাকের ঃ নারীর এক অংশ পুরুষের দুই অংশ।

ইমাম আ'যম (র) তখন বললেন, হযরত! আমি যদি কিয়াসকেই প্রাধান্য দিতাম –যেমন আপনি ধারণা করেছেন– তাহলে নারী যেহেতু দুর্বল তাই তাকে দুই অংশ এবং পুরুষকে এক অংশ দেয়ার কথা বলতাম।

অপঃপর ইমাম আ'যম (র) বললেন, হযরত! নামায ও রোযা –দু'টির কোনটি উত্তম?

ইমাম বাকের ঃ নামায।

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ আমি যদি কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা দিতাম তাহলে হায়েয অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায কাযা করার এবং রোযা কাযা না করার হুকুম দিতাম।

এরপর ইমাম আ'যম (র) আবার জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! বীর্য বেশি নাপাক, না পেশাব?

ইমাম বাকের ঃ পেশাব বেশি নাপাক। (কারণ পেশাব নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু বীর্য নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত আছে)

ইমাম আ'যম (র) ঃ আমি যদি কিয়াস এর ভিত্তিতে ফয়সালা করতাম তাহলে পেশাব এর কারণে গোসল ফরজ হওয়ার হুকুম দিতাম। কিন্তু আমি এ ধরনের কোন হুকুম দেই নি।

বর্ণনাকারী বলেন, ইমাম বাকের (র) আবূ হানীফা (র)-এর কথায় খুবই মুগ্ধ হলেন এবং তার কপালেও চুমু খেলেন। -উকূদুল জুমান-২৭৯

কাজী ইবনে আবি লাইলা চুপ হয়ে গেলেন

একদিন কাজী ইবনে লাইলা পায়চারী করতে করতে একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। ঘটনাক্রমে কিছুক্ষণ পর সেখানে আবূ হানীফা (র) পৌছে গেলেন। বাগানের অপর এক কোণে কিছু সংখ্যক মহিলা গান গাচ্ছিল। তারা যখন গান বন্ধ করে দিল তখন ইমাম আবূ হানীফা (র) বলে উঠলেন- احسنتن "তোমরা ভালই করেছো।"

বাক্যটি দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) তাদের গানের প্রশংসা করেছেন। তাই কাজী ইবনে লাইলা বলে উঠলেন, একি বললেন? গানের প্রশংসা করছেন? এর কারনে তো আপনাকে 'ফাসেক' বলা হবে এবং আপনার সাক্ষ্যও প্রত্যাখানযোগ্য হবে।

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ কাজী সাহেব! আমি কী বলেছি?

ইবনে আবি লাইলা ঃ অবৈধ গানের প্রশংসা করেছেন।

ইমাম আ'যম (র) ঃ জনাব! আমি তো তাদের গানে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করি নি। বরং তারা এই নাজায়েয গান বন্ধ করার কারণে প্রশংসা করে বলেছি যে, তোমরা ভাল কাজ করেছো।

কাজী ইবনে আবি লাইলা তখন নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

-আল মানাকিব-১১১ -মাক্বী

'রফ'য়ে ইয়াদাইন' বিষয়ে হযরত ইমাম আওযায়ী (র)-এর সাথে মুনাযারা

ইমাম আওযায়ী (র) শাম দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ফিকাহর বড় ইমাম এবং স্বতন্ত্র এক মাযহাবের প্রবর্তক ছিলেন। এক সময় মক্কা মোকাররমায় ইমাম আ'যম (র)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়। ঘটনাক্রমে তখন তাদের মাঝে "রফ'য়ে ইয়াদাইন" মাসআলাটি আলোচনায় আসে।

ইমাম আওযায়ী (র) হযরত ইমাম আ'যম (র)কে লক্ষ্য করে বললেন -

ما بالكم يا اهل العراق لا ترفعون ايديكم فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه .

"হে ইরাকবাসিরা! তোমাদের কী হল, নামাযে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় কেন হাত উত্তোলন কর না?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ

لا نه لم يصح فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم

কেননা এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন ছহীহ হাদীস বর্ণিত নেই।

ইমাম আওযায়ী (র) বললেন ঃ

كيف ؟ وقد حدثنى الزهرى عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه .

"কেমন কথা? আমার কাছে ইমাম যুহরী হযরত সালেম থেকে, তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সূচনাকালে এবং রুকুতে যাওয়া ও তা থেকে উঠার সময় দু'হাত উঠাতেন।"

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ

وحدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه الا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشئ من ذلك .

"আমার কাছে হযরত হাম্মাদ ইবরাহীম থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নামাযের সূচনাকালে দু'হাত উঠাতেন। এছাড়া অন্য কোন সময় হাত উঠাতেন না।

ইমাম আওযায়ী (র) বললেন ঃ

احدثك عن الزهرى عن سالم عن ابيه وتقول حدثنى حماد عن ابراهيم ؟

"(কী আশ্চর্য) ইমাম যুহরী হযরত সালেম থেকে, তিনি তার পিতা ইবনে উমর (রা) থেকে –এ সূত্রে আমি হাদীস বর্ণনা করছি, আর আপনি হাম্মাদ ইবরাহীম সূত্রে বর্ণনা করছেন? অর্থাৎ আপনার সনদে মাধ্যম বেশি, আর আমার সনদে মাধ্যম কম। আর যে সনদে মাধ্যম কম থাকে তাই অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। অতএব আমার সনদে বর্ণিত রেয়ায়াতটিই বেশি অগ্রাধিকার পাবে।

ইমাম আ'যম (র) জবাবে বললেন,

كان حماد افقه من الزهرى وكان ابراهيم افقه من سالم وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه وان كانت لا بن عمر صحبة وله فضل وعبد الله وهو عبد الله .

আমার সনদে হযরত হাম্মাদ যুহরী থেকে এবং ইবরাহীম সালেম থেকে ফিকাহ বিষয়ে বেশি পারদর্শী। আর হযরত আলকামাও ইবনে উমর (রা) থেকে কম ফকীহ ছিলেন না। তবে ইবনে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হিসেবে তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) –তাঁর বিষয়টি তো বলাই বাহুল্য। (কে তাঁর ফিকাহর মোকাবেলা করতে পারে?

ইমাম আওযায়ী (র) একথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

-ফতহুল কাদীর ১ম খণ্ড

সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র)-এর সাথে ইমাম আ'যম (র)-এর মুনাযারা

একবার সুফয়ান ইবনে উয়াইনার সাথে হযরত ইমাম আ'যম (র)-এর সাক্ষাত হলে তিনি ইমাম আ'যম (র)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

هل صحيح انك تفتى ان المتبايعين ليس لهم الخيار اذا التفتا من حديث البيع الى حديث اخر غيره ولو ظلا مجتمعين فى مكان واحد ؟

"এ কথা কি সত্য যে, আপনি ফতওয়া দিয়েছেন- ক্রেতা ও বিক্রেতা যখন বেচা-কেনার কথাবার্তা শেষ করে অন্য কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যাবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভাঙ্গার আর কোন অধিকার তাদের থাকবে না। যদিও তারা উভয়ে সারাদিন এক স্থানে থাকে?"

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ হ্যাঁ।

সুফয়ান বললেন ঃ

كيف وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " ؟

"এ কেমন করে হতে পারে? অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, ক্রেতা বিক্রেতা যতক্ষণ পৃথক না হবে, ততক্ষণ তাদের (বিক্রয় ভঙ্গ করার) অধিকার থাকবে।"

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ

ارأيت ان كانا فى سفينة ؟ ارأيت ان كان فى سجن ؟ ارأيت ان كانا فى سفر ؟

كيف يفترقان ؟

আপনি বলুন ত, যদি তারা উভয়ে জাহাজে এক সাথে ভ্রমন করে কিংবা যদি এক সাথে জেলখানায় আবদ্ধ থাকে অথবা এক সাথে উভয়ে ভ্রমনে বের হয়ে থাকে, তবে তারা কীভাবে পৃথক হবে?

সুফয়ান ইবনে উয়াইনা (র) তখন চুপ হয়ে গেলেন। কোন জবাব দিতে পারলেন না। -ইমাম আ'যম (র) -ইফাবা

হযরত কাতাদা (র)-এর সাথে মুনাযারা

আসাদ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত কাতাদা (বসরী) কূফা নগরীতে আগমন করলেন এবং হযরত আবূ বুরদাহ এর ঘরে অবস্থান নিলেন। তার আগমনের সংবাদ শুনে শহরের লোকেরা দলে দলে ছুটে আসল, একদিন তিনি ঘোষনা দিলেন, ফিকাহ বিষয়ক কোন মাসআলা তোমাদের কেউ জানতে চাইলে নির্বিঘ্নে বলতে পারো। প্রত্যেক মাসআলার জবাব দেয়া হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, ঘটনাক্রমে সেদিন মজলিসে হযরত আবূ হানীফা (র)ও উপস্থিত ছিলেন। হযরত কাতাদা (র)-এর ঘোষনা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, হে আবূল খাত্তাব! (হযরত কাতাদা (র)-এর উপনাম) এক লোক বিয়ের পরে পরিবার পরিজন রেখে কোথাও উধাও হয়ে গেল। কয়েক বছর পর তার মৃত্যুর সংবাদ আসল। তার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ বিশ্বাস করে অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করল এবং তার থেকে সন্তানও হল। কিছুদিন পর সেই উধাও হয়ে যাওয়া স্বামী ফিরে এল এবং সে বলল, এই সন্তান আমার নয়। দ্বিতীয় স্বামী বলল, এই সন্তান আমার। এমতাবস্থায় উভয় স্বামীকেই কি বলা হবে যে, এরা মহিলার

ওপর যিনার অপবাদ দিয়েছে? নাকি শুধু ঐ উধাও হয়ে যাওয়া লোককে অপবাদ দানকারী সাব্যস্ত করা হবে যে শুধু বলেছে –এই সন্তান আমার নয়?

ইমাম আ'যম (র) প্রশ্ন করে ভাবলেন যে, কাতাদা (র) যদি কিয়াসের ওপর নির্ভর করে ফয়সালা দেন তবে তা ভুল হবে আর যদি কোন রিওয়ায়াত পেশ করেন তাহলে তা জাল হাদীস এর ভিতরে হবে।

কিন্তু হযরত কাতাদা (র) জবাব দানের পরিবর্তে জিজ্ঞেস করলেন, এ ধরনের কোন ঘটনা কি ঘটেছে?

ইমাম আ'যম (র) ঃ না, ঘটেনি।

হযরত কাতাদা (র) ঃ তবে কেন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে আসলে?

ইমাম আ'যম (র) ঃ যারা আহলে ইলম, তাদের তো সমস্যা আসার পূর্বেই তার সমাধান কী হবে–তা ভেবে-চিন্তে নির্ধারণ করে রাখা উচিত, যাতে সময়মত তারা সমাধান পেশ করতে সক্ষম হন।

হযরত কাতাদা (র) ফিকাহ এর তুলানায় তাফসীর বিষয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। তাই তিনি বললেন, এসব ফিকহী মাসায়েল বাদ দিয়ে তাফসীর বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো।

ইমাম আ'যম (র) এবার তাফসীর বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! এ আয়াতখানার অর্থ কি?

انا أتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك

আপনার পলক আপনার দিকে ফেরার পূর্বেই আমি এটি নিয়ে আসব।
সূরা নামল

হযরত কাতাদা (র) বললেন ঃ এখানে সুলায়মান (আ.) কর্তৃক রানী বিলকীস এর সিংহাসন আনার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ সুলাইমান (আ.) রানী বিলকীসের আগমনের সংবাদ পেয়ে তার সভাসদবর্গের কাছে যখন বলেছিলেন যে, তোমাদের মাঝে কে তার সিংহাসনটি এনে দিতে পারবে?

তখন সুলায়মান (আ.)এর ওযীর আসিফ ইবনে বরখিয়া বলে উঠল যে, আমাকে অনুমতি দিন, চোখের এক পলকের ভিতরেই তা হাজির

করে দিব।' অতঃপর তাকে অনুমতি দেয়া হল। এক পলকের ভিতরেই সে সিংহাসনটি হাজির করল।

অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, সেই লোক ইসমে আ'যম জানতেন। এ কারণেই এক পলকের ভিতরে সিংহাসনটি শাম দেশ থেকে ইয়ামানে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

ইমাম আ'যম (র) হযরত কাতাদা (র) এর বক্তব্য শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো হযরত সুলায়মান (আ.)-এরও কি সেই ইসমে আ'যম জানা ছিল?

কাতাদা ঃ না।

ইমাম আ'যম (র) ঃ তাহলে নবীর জীবদ্দশায় তারই উম্মতের কেউ নবীর চেয়ে বেশী জ্ঞানী থাকা আপনি জায়েয মনে করেন?

কাতাদা (র) ঃ না

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত কাতাদা (র) এখানে 'না' বলেও জটিলতা অনুভব করেলেন। তাই তিনি কিছুটা ভগ্নস্বরে বললেন, আচ্ছা এখন তাফসীর বিষয়ে তোমার সাথে আর কথা হবে না। তবে আকায়েদ ও ইলমে কালাম বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।

ইমাম আ'যম (র) তখন জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! আপনি কি ঈমানদার?

কাতাদা ঃ ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে আমি আশাবাদি।

ইমাম আ'যম (র) ঃ আপনি ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে কেন সংশয় প্রকাশ করছেন?

কাতাদা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.)ও সে কথাই বলেছিলেন,

وَالَّذِى اطمع ان يَغفِرَ لِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ .

"তিনি এমন সত্ত্বা যার কাছে আমি আশাবাদী যে, তিনি হিসাবের দিন আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন।"

ইমাম আ'যম (র) ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؟ 'তুমি কি বিশ্বাস কর না?' তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِى 'হ্যাঁ, তবে আমার মনকে আশ্বস্থ করতে চাই।' অতএব আপনি ইবরাহীম (আ.) এর অনুকরণে এ উত্তরও দিতে পারতেন?

বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হযরত কাতাদা (র) অসন্তুষ্ট হয়ে মজলিস ছেড়ে ঘরে চলে গেলেন এবং কসম খেয়ে বললেন ঃ এদেরকে আর কিছু শুনাব না।

কয়েক বছর পর হযরত কাতাদা (র) কূফায় আবার আসলেন। তখন তার দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়েছিল। ইমাম আ'যম (র) তখন তার খেদমতে হাজির হয়ে আরয্ করলেন, হে আবুল খাত্তাব! এ আয়াতখানার মর্ম কি ? فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"উভয়কে শাস্তিদানকালীন মুসলমানদের এক জামাত উপস্থিত থাকবে।"

হযরত কাতাদা (র) বললেন, আবূ হানীফা! শাস্তি দানকালে একজন বা দু'জন উপস্থিত থাকলে হবে।

ইমাম আ'যম (র) বলেন, হযরত কাতাদা (র) এ সময় আমার আওয়াজ শুনে আমাকে চিনে ফেলেছিলেন। তাই নাম নিয়ে ডেকেছেন।

-উকূদুল জুমান-২৬৩

কাজী ইবনে শুবরুমা অবশেষে ওছিয়াত মেনে নিলেন

আবূ মুতী' থেকে বর্ণিত আছে যে, এক লোক মৃত্যুর সময় ইমাম আ'যম (র)-এর জন্য কিছু ওছিয়ত করে গেল। কিন্তু সে সময় ইমাম আ'যম (র) তার কাছে উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তীতে কাজী ইবনে শুবরুমা এর কাছে এই ব্যাপারে মোকাদ্দমা দায়ের করা হয় এবং সাক্ষীও পেশ করা হয়।

ইবনে শুবরুমা ইমাম আ'যম (র)কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আবূ হানীফা! আপনি কি কসম খেয়ে বলতে পারেন যে, আপনার সাক্ষীদ্বয় যা বলেছে তা সত্য?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ আমি তো সে সময় উপস্থিত ছিলাম না। তাই আমার ওপর কসম জরুরী নয়।

ইবনে শুবরুমা বললেন ঃ তাহলে আপনার অনুমান কোন কাজে আসবে না।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আচ্ছা বলুন, কোন অন্ধ ব্যক্তির মাথায় যদি আঘাত করা হয় এবং দু'জন লোক এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করে, তাহলে অন্ধ ব্যক্তি –যে আঘাতকারীকে দেখেনি– সে কি কসম করে বলতে পারবে যে, আমার সাক্ষীদ্বয় সত্যবাদী?

ইবনে শুবরুমা তখন কিছু জবাব দিতে না পেরে ওছিয়ত মেনে নিলেন।

-উকূদুল জুমান

একটি ইলমী মাসআলা

একদা ঘটনাক্রমে কাজী ইবনে আবি লাইলা এবং ইমাম আ'যম (র)কে খলীফা মানছুর কোন প্রয়োজনে তার দরবারে ডাকালেন। উভয়ে এক মজলিসে বসলেন, আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের মাঝে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হল। সেটি হল কোন বিক্রেতা তার ক্রেতাকে বলল যে, আমার পণ্যে কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সকল দায়-দায়িত্ব আপনার –এই শর্তে যদি নিতে চান তাহলে নিতে পারেন।

প্রশ্ন হল, খরিদ করার পর সেই পণ্যে কোন দোষ দেখা গেলে খরিদদার এটি ফেরত দিতে পারবে কি না?

হযরত ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে না। কারণ বিক্রেতা পণ্য বিক্রির পূর্বেই দায় মুক্তির ব্যাপারে যে কথা বলে নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য।

ইবনে আবি লাইলা বললেন ঃ পণ্যে কোন দোষ থাকলে বিক্রেতা হাত রেখে যদি চিহ্নিত না করে দেয়, তাহলে শুধু মুখে মুখে দায় মুক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ উপরোক্ত মাসআলা নিয়ে উভয়ে নিজ নিজ প্রমাণাদী পেশ করে যাচ্ছিলেন। আর খলীফা ও তার মজলিসে উপস্থিত লোকেরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

কাজী ইবনে আবি লাইলা যখন কোনক্রমেই ইমাম আ'যম (র)-এর কথা মানতে ছিলেন না, তখন শেষ মুহূর্তে ইমাম আ'যম (র) তাকে বললেন, মনে করুন এক সম্ভ্রান্ত মহিলার এক গোলাম আছে। সে তাকে বিক্রি করতে চায়, কিন্তু গোলামের গুপ্ত অঙ্গে (লজ্জাস্থানে) চর্ম রোগ

আছে। এই অবস্থায় আপনি কি মহিলাকে বলবেন যে, গোলামের দোষিত জায়গায় হাত রেখে ক্রেতাকে দিখেয়ে দাও?

কাজী ইবনে আবি লাইলা জিদবশত বলে ফেললেন, হ্যাঁ আমি তাই বলব। মহিলাকে সেই দোষিত জায়গায় হাত রেখে অবশ্যই দেখিয়ে দিতে হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, কাজী ইবনে লাইলার কথা শুনে উপস্থিত লোকজন সকলেই হেসে উঠলেন। খলীফা তখন কাজী ইবনে লাইলার প্রতি ভীষন ক্রুদ্ধ হলেন এবং জিদবশত অনর্থক বিষয় পরিহার করার নির্দেশ দিলেন।

-আল মানাকিব

'ক্বিরাত খালফাল ইমাম' বিষয়ে মুনাযারা

মদীনা মোনাওয়ারা থেকে কিছু লোক ইমাম আ'যম (র)-এর খেদমতে হাজির হয়ে "ক্বিরাত খালফাল ইমাম" বিষয়ে মুনাযারা করতে চাইল। ইমাম আ'যম (র) বললেন, আপনারা সকলে যদি এক সাথে কথা বলেন, তাহলে কার কথা শুনবো, আর কার কথার জবাব দিবো? আপনারা সকলেই যেহেতু আহলে 'ইলম তাই কোন একজনকে কথা বলার জন্য নির্বাচন করে নিন। আপনাদের সকলের পক্ষ হয়ে তিনি কথা বলবেন। আর আপনারা শুধু চুপ থেকে কথা শুনবেন।

লোকেরা ইমাম আ'যম (র)-এর কথায় সারা দিয়ে একজনকে কথা বলার জন্য নির্বাচন করল। অতঃপর ইমাম আ'যম (র) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার তার ওপর আস্থা রেখে যে মুনাযারা কারার দায়িত্ব দিয়েছেন এতে তিনি যদি সফল হন তাহলে এটি আপনাদেরই সফলতা হবে। আর যদি তিনি ব্যর্থ হন তাহলে আপনাদেরই ব্যর্থতা হবে। তাইতো?

সকলে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ ব্যস, মুনাযারা এখানেই শেষ। চূড়ান্ত ফয়সালা আপনারাই করে দিয়েছেন। কারণ মুনাযারার দায়ীত্বশীল লোকটির ক্ষেত্রে আপনারা যে বিষয়টি মেনে নিয়েছেন, নামাযের মধ্যে ইমামের বিষয়টিও আমরা সেরূপ ধরে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

من كان له امام فقرأة الإمام قرأة له

"যার ইমাম আছে, তার ইমামের কেরাত, তারই কিরাত বলে গণ্য হবে।"

উকূদুল জুমান-২৮৩

জাহাম ইবনে সফওয়ানের সাথে মুনাযারা

একবার জাহাম ইবনে সফওয়ান ইমাম আ'যম (র)-এর খেদেমতে হাজির হয়ে বলল, কতিপয় মাসআলা নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি এসেছি।

ইমাম আ'যম (র) ঃ তোমার সাথে কথা বলা লজ্জার ব্যাপার এবং তোমরা যে বিষয়ে প্রবেশ করেছো, তাতে অংশগ্রহণ করা আগুনে প্রবেশ সদৃশ।

জাহাম ঃ আমার সাথে কোন আলাপ-আলোচনা ছাড়াই আপনি এই অভিমত ব্যক্ত করলেন?

ইমাম আ'যম (র) ঃ তোমাদের যে সব অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গি আমার পর্যন্ত বিশ্বস্থ সূত্রে পৌঁছেছে, তা কোন মুসলমানের অভিমত হতে পারে না।

জাহাম ঃ আপনি না জেনে-বুঝে আমার ব্যাপারে ফয়সালা দিচ্ছেন?

ইমাম আ'যম (র) ঃ তোমাদের এ সব অভিমত সুপ্রসিদ্ধ। সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষই তা জানে। সুতরাং আমি সম্পূর্ণ আস্থার সাথেই তোমার ব্যাপারে যা বলার বলেছি।

জাহাম ঃ আমি আপনাকে শুধু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছি।

ইমাম আ'যম (র) ঃ তুমি এখনো ঈমানের স্বরূপ জানতে পারনি যে প্রশ্নের প্রয়োজন পড়ল?

জাহাম ঃ ঈমানের একটি দিকের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তা দূরিভূত করতে চাই।

ইমাম আ'যম (র) ঃ ঈমানের মাঝে সন্দেহ করা কুফুরী।

জাহাম ঃ কুফুরীর কারণ আমাকে জানানো আপনার জন্য সমীচীন হবেনা।

ইমাম আ'যম (র) ঃ বল, কি বলতে চাচ্ছ।

জাহাম ঃ এক ব্যক্তি তার অন্তর দ্বারা আল্লাহকে চিনল এবং জানল যে, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর সমতূল্য ও সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর গুণাবলী সম্পর্কেও সে অবগত; কিন্তু সে মুখে এসব বিষয় স্বীকার ব্যতিতই মরে গেল। এ ব্যক্তির মৃত্যু কি কুফুরীর ওপর হল, না ইসলামের ওপর?

ইমাম আ'যম (র) ঃ এ ব্যক্তি কাফের, জাহান্নামী। অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখের স্বীকৃতির সমন্বয় না হলে তা কুফুরী।

জাহাম ঃ কেমন করে সে মুমিন নয়, যখন সে আল্লাহকে তাঁর গুণাবলীসহ বিশ্বাস করল?

ইমাম আ'যম (র) ঃ যদি তুমি পবিত্র কোরআনে বিশ্বাসী হও এবং ইসলামী শরী'অতকে হুজ্জত বলে গ্রহণ কর, তবে আমি কুরআনের দলিল পেশ করবো। আর যদি এমনটি না হয়, তবে আমি তোমার সাথে সে পরিমাপেই কথা বলবো, যেভাবে ইসলাম বিরোধীদের সাথে হয়ে থাকে।

জাহাম ঃ আমি কুরআনের ওপর বিশ্বাসী এবং একে হুজ্জত বলে বিশ্বাস করি।

ইমাম আ'যম (র) ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঈমানকে দু'টি অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। একটি হল, হৃদয়-মন, দ্বিতীয়টি ভাষা বা উচ্চারণ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ . يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ . فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ
بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ .

"তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে তখন তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন। এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর। আমাদের কি উযর থাকতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন? তাদের এই কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করেছেন জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। এই হল সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার।"

সূরা মায়েদা-৮৩-৮৫

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বলেন, এই আয়াতে মহান আল্লাহকে উপলব্ধি বা জানা এবং স্বীকৃতিকে জান্নাতী হওয়ার কারণ বলেছেন এবং হৃদয় ও মুখের উচ্চারণ বা স্বীকৃতিকে মোমিন হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন-

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ

"তোমরা বল, আমিরা আল্লাহর্তে ঈমাণ রাখি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইছহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে।"

আরো ইরশাদ হয়েছে-

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী, তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।" -সূরা ইবরাহীম-২৭

এখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী শোন-

قولوا لا اله الله تفلحوا

"তোমরা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বল সফলকাম হবে।"

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কামিয়াবী ও সফলতা উপলব্ধি ও জানার মধ্যে নয়; বরং এতে বলা বা স্বীকৃতিও সম্পৃক্ত রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন-

يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه كذا

"যে ব্যক্তি মুখে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং সে ব্যক্তি হৃদয়েও তার প্রতি ঈমান রাখে, তবে সে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে।"

এখানে তিনি বলেন নি যে, যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর পরিচয় উপলব্ধি করল তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে বরং বলেছেন, যে ব্যক্তি মুখে এই কালিমা "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলবে, সে মুক্তি পাবে।

যদি হৃদয়ের উপলব্ধি যথেষ্ট হত এবং মুখের স্বীকৃতির কোন প্রয়োজন না হত, তবে যে ব্যক্তি মুখে আল্লাহকে অস্বীকার করবে, সেও আল্লাহর পরিচিতি উপলব্ধি করে বা জেনে মুমিন হয়ে যেত। এমতাবস্থায় ইবলিস শয়তানেরও মুমিন হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কেননা আল্লাহর পরিচিতি ও উপলব্ধি তার মধ্যে ছিল। সে সম্যক অবগত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টিকর্তা, মৃত্যুদাতা, জীবনদাতা এবং তাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতকারী। যেমন ইবলিস বলেছিল-

رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ

" প্রভূ হে! আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।" -সুরা হিজর-৩৯

তারপর বলেছিল,

"তাই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।"

فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ -সুরা হিজর-৩৬

আরো বলেছিল, خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

"আপনি আমাকে অগ্নি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি হতে।" -সূরা ছা-দ-৭৬

যদি শুধু আল্লাহর পরিচিতি জানা ও উপলব্ধি ঈমান হত, তবে কাফির সম্প্রদায়ের পরিচিতি জানার পরও মূখে অস্বীকৃতি সত্ত্বে তারা মুমিন হত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وجحدوابها واستيقنتها انفسهم

"বিশ্বাস করা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করেছিল।" -সূরা নামল-১৪

এই আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মুমিন বলা হল না, কেননা তারা মূখে অস্বীকার করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন,

يعرفون نعمة الله ثم ينكرو نها واكثر هم الكفرون .؟

"তারা আল্লাহর নিয়ামতরাজী সম্পর্কে জেনেও অস্বীকার করে, তাদের অধিকাংশই কাফের।" -সূরা নাহল-৮৩

উপরোক্ত আয়াতসমূহের মর্মবাণীর ওপর চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুখের স্বীকৃতি ছাড়া শুধু উপলব্ধি কোন কাজের নয়। কাফেরগণের জানার ব্যাপারে কোন ত্রুটি ছিল না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

يعرفونه كما يعرفون ابنائهم

"তারা আপনাকে এমনভাবে চিনে যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনে।" -সূরা বাকারা-১৪৬

যখন ইমাম আ'যম (র) এসব দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করলেন তখন জাহাম বলল, আপনি আমার হৃদয়ে রাজ্যকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। পুণরায় আমি আপনার সান্নিধ্যে হাজির হবো। কিন্তু পরবর্তীতে জাহাম আর ফিরে আসে নি। -আল মানাকিব -মাক্কী

জবাব শুনে সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ

কাজী আবূল কাসেম ইবনে কা'ছ থেকে বর্ণিত আছে যে, এক মজলিসে কাজী ইবনে আবি লাইলা, সুফয়ান ছওরী, কাজী শুরাইক এবং ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি সেখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করল। সেটি হল, কিছু লোক এক জায়গায় বসে আছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি সাপ তাদের একজনের গায়ে এসে পড়ল। সে তৎক্ষণাৎ শরীর ঝাকি দিয়ে সাপটিকে তার পাশে উপবিষ্ট দ্বিতীয়জনের ওপর ছুড়ে মারল। দ্বিতীয়জনও ছুড়ে মারল তৃতীয়জনের ওপর। তৃতীয়জনও ছুড়ে মারল চতুর্থজনের ওপর, চতুর্থজনও ছুড়ে মারল পঞ্চমজনের ওপর। আর এ পঞ্চজনকে সাপ দংশন করল এবং এর ফলে তার মৃত্যু হল। প্রশ্ন হল, পঞ্চমজন মৃত্যুবরণ করার কারণে দিয়্যত কার ওপর ওয়াজিব হবে?

বর্ণনাকারী বলেন, মজলিসে উপস্থিত সবাই এক এক ধরনের জবাব দিতে লাগলেন। কেউ বললেন, দিয়্যত তাদের সকলের ওপর ওয়াজিব হবে। কেউ বললেন, শুধু প্রথম ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব হবে। ইমাম আ'যম (র) নীরব থেকে শুধু মুচকি হাসছিলেন। উপস্থিত উলামায়ে কিরামের জবাব দান যখন শেষ, তখন উপস্থিত লোকেরা সকলেই ইমাম আ'যম (র)-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

ইমাম আ'যম (র) তখন বললেন, প্রথম ব্যক্তি যখন সাপ ছুড়ে মারল দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যেহেতু সাপ দংশন করতে পারে নি, তাই প্রথম ব্যক্তির ওপর কোন দায়-দায়িত্ব আসবে না। অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তির ছুড়ে মারা দ্বারা যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তি দংশনের শিকার হয়নি তাই দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপরও কোন দায়-দায়িত্ব আসবেনা। এরূপ তৃতীয় ব্যক্তির ওপরও কোন দায়-দায়িত্ব আসবে না। তবে চতুর্থব্যক্তি যদি সাপ ছুড়ে মারার সাথে সাথে পঞ্চম ব্যক্তিকে দংশন করে থাকে, তাহলে চতুর্থ ব্যক্তিকে দিয়্যত দিতে হবে। আর যদি সাপ ছুড়ে মারার কিছুক্ষণ পর দংশন করে থাকে, তাহলে চতুর্থ ব্যক্তির ওপরও দিয়্যত ওয়াজিব হবে না। এক্ষেত্রে পঞ্চম ব্যক্তি নিজেই নিজের ত্রুটির জন্য দায়ী হবে।

ইমাম আ'যম (র)-এর উক্ত রায় শুনে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হল এবং তার খুব প্রশংসা করল। -উকূদুল জুমান-২৬৯

সপ্তম অধ্যায়

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সাহসিকতা ও রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

বিচারপতির পদ গ্রহনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিস্ময়কর কৌশল অবলম্বন

হযরত আবদুল জব্বার ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার খলীফা মানুসুর -এর হুকুমে সুফয়ান ছওরী, মুসয়ীর ইবনে কুদাম, ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং কাযী শুরাইক (র)কে গ্রেফতার করে শাহী দরবারে নিয়ে যাওয়া হল। ইমাম আবূ হানীফা (র) তখন খোদাপ্রদত্ত স্বীয় বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে গ্রেফতারকৃত চারজনের মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিবেচনা করে তাদের ভবিষ্যত পরিণতি কী হবে -এর এমন একটি চিত্র তুলে ধরলেন, যা পরবর্তীতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তো কোন রকম কৌশল অবলম্বন করে খলিফার চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবো। সুফয়ান রাস্তা থেকেই গোপনে পালিয়ে যাবে। মুসয়ীর খলিফার সামনে নিজেকে পাগল সাজিয়ে কামিয়াব হয়ে যাবে। কিন্তু শুরাইক, বিচারপতির পদ গ্রহণ না করার কোন পথ সে খোঁজে পাবে না।

যাহোক, চারজনকে যখন গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন রাস্তায় সুফয়ান ছওরী (র) সিপাহীদেরকে বললেন, 'আমার মলত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।'

এক সিপাহীর তত্ত্বাবধানে তখন তিনি প্রয়োজন সারতে গেলেন। নদীর কিনারায় একটি দেয়ালের আড়ালে মল ত্যাগের ভাব ধরে বসে রইলেন। হঠাৎ যখন দেখলেন যে, একটি নৌকা কিনারায় আসছে, তখন তিনি মাঝিকে বিনয়ের সাথে বললেন, ভাই! ঐ যে লোকটি দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে, সে আমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চায়। অতএব অনুগ্রহ করে যদি নৌকায় আমাকে উঠিয়ে নেন তাহলে আমি এই জালেমের হাত থেকে বাঁচতে পারবো।

মাঝি হযরত সুফয়ান (র)কে নৌকায় উঠিয়ে নিল। চুপে চুপে তিনি নৌকায় বসে অন্য দিকে পালিয়ে চলে গেলেন। সিপাহী তাঁকে দেখতে

পায়নি। নিজ স্থানে সে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। সিপাহী যখন দেখল যে, সময় অনেক চলে গেছে তাই সে দেয়ালের আড়াল থেকে আওয়াজ দিল, হে আবূ আবদুল্লাহ! আবূ আবদুল্লাহ!!

কিন্তু কে শুনে তার ডাক? কোন সারা শব্দ না পেয়ে সিপাহী অগ্রসর হয়ে তাকে তালাশ করতে লাগল। কিন্তু পাবে কোথায়? সে অস্থির ও পেরেশান হয়ে সাথীদের কাছে ফিরে আসল এবং সুফয়ানকে হারানোর ঘটনা শুনালো। সাথীরা তাকে এ অবহেলার দরুন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করল।

এখন শুধু আবূ হানীফা (র) মুসয়ীর ও কাজী শুরাইক তাদের হাতে রয়ে গেল। শাহী দরবারে তাদেরকে পেশ করা হল।

মুসয়ীর ইবনে কুদাম সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে বাকী দুই সাথীদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সরাসরি বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে খলীফার কাছে চলে গেলেন এবং তার হাত ধরে মুসাফাহা করতে করতে বললেন, জনাব বাদশাহজী! বলুন, আপনি কেমন আছেন? আপনার আশ-পাশে যারা থাকে তাদের অবস্থা কেমন? আপনার গোলাম বাঁদীরা কেমন আছে? মাল-দৌলত এবং চতুষ্পদ জানোয়ারদের অবস্থা কেমন? জনাব! আমি শুনলাম আপনি বিচারালয়ের দায়িত্ব নাকি আমাকে দিতে চাচ্ছেন? সত্যি কি তাই?

খলীফা হতবাক! দরবারে সমস্ত লোক হতবাক! একি অবস্থা! শাহী দরবারে পাগলের প্রলাপ! অবশেষে এক সিপাহী এসে তাকে বাদশাহর সম্মূখ থেকে নিয়ে গেল। দরবারী লোকেরা বাদশাহকে বলল, জনাব! লোকটির মাথায় ভারসাম্যতা নেই, তার দেমাগ ভাল নয়।

বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে। দরবার থেকে তাকে বহিষ্কার করে দাও।

এরপর আবূ হানীফা (র) কে ডাকা হল। আবূ হানীফা (র) অত্যন্ত হিকমতের সাথে বললেন, জনাব! আমি কূফার একজন অতি সাধারণ মানুষ। সেখানকার লোকেরা আমার সম্পর্কে খুব জানে। আমি কাপড় ব্যবসা করে কোন রকম জীবন ধারণ করে আছি। আমার পিতা ছিলেন একজন রুটি বিক্রেতা। অতএব আমার মত একজন নগন্য লোককে যদি

বিচারালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন, তাহলে লোকেরা সেটি মেনে নিতে পারবে না। রুটি বিক্রেতার কাপড় ব্যবসায়ী ছেলের বিচার তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারবে না।

খলীফা মনসুর বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন।

এখন কাজী শুরাইক -এর পালা আসল। তিনি বাদশাহর সামনে কোন কথাই বলতে পারলেন না। কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খলীফা সে সুযোগ বন্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন, আপনি ছাড়া এখন আর কেউ নেই। অতএব, আপনাকেই বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে হবে।

এরপর কাজী শুরাইক অনেক পীড়াপীড়ির পর তার স্মৃতিশক্তির দূর্বলতার কথা বললেন, কিন্তু এতে কোন কাজ হলনা। বাদশাহ বললেন, স্মৃতিশক্তির জন্য আমি আপনার ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করব।

শুরাইক বললেন, আমি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা করব। রাজ পরিবারের কোন সদস্য হলেও বিন্দুমাত্র সেদিক বিবেচনা করব না।

বাদশাহ ওয়াদা করলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমার মাতা-পিতার বিরুদ্ধে হলেও আপনি নির্দ্বিধায় ফয়সালা দিবেন। অবশেষে শুরাইককে সে পদ গ্রহন করতে হল ইমাম আ'যম (র) যা বলেছিলেন তাই বাস্তবে রূপ নিল। -তাযকিরাতুন নোমান

উচ্চপদ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর অনীহা

আল্লামা মাক্কী (র) বর্ণনা করেন, ইবনে হুবায়রা উমাইয়া শাসনামলে কূফার গভর্ণর ছিলেন। ইরাকে যখন গোলযোগ বেড়ে গেল, তখন হুবায়রা ইরাকের উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামকে স্বীয় দরবারে একত্র করলেন। তাঁদের মধ্যে ইবনে আবি লাইলা, ইবনে শুবরামা এবং দাউদ ইবনে আবি হিন্দও ছিলেন।

ইবনে হুবায়রা প্রত্যেককে এক একটি উচ্চপদ প্রদান করেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)কেও তিনি দরবারে হাজির করেন। তিনি তাঁকে সরকারী সীলমোহরের দায়িত্ব অর্পণ করতে চাইলেন, যাতে তার সীলমোহর ব্যতীত কোন ফরমান জারী হতে না পারে এবং বায়তুলমাল

(রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে কোন জিনিসপত্র তার অনুমতি ব্যতীত বের না হতে পারে। ইমাম আ'যম (র) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে হুবায়রা এ প্রস্তাব অগ্রাহ্যের কারণে ইমাম আ'যম (র)কে অপদস্থ ও অপমানিত করার শপথ করল।

উপস্থিত ফকীহগণ ইমাম আবূ হানীফা (র)কে বললেন ঃ আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি নিজকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলবেন না। আমরা আপনার ভাই ও শুভাকাঙ্খী, আপনার সাথে আছি এবং থাকব। অবশ্য আমরা নিজরাও এসব উচ্চপদ পছন্দ করি না। কিন্তু কী করব? তা গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের কোন উপায় ছিল না। নিরুপায় হয়ে এসব উচ্চপদ আমাদেরকেও গ্রহণ করতে হয়েছে।

ইমাম আ'যম (র) স্পষ্ট জবাব দিলেন ঃ

لوارادنی ان اعد له ابواب مسجد واسط لم ادخل فی ذالك

"যদি গভর্ণর আমাকে ওয়াসিত শহরের মসজিদের দরজা গণনার আদেশও দেয়, তুবও আমি তার আদেশ পালনে মোটেই প্রস্তুত নই।"

তিনি আরো বললেন ঃ এ কি করে সম্ভব হতে পারে যে, গভর্ণর কাউকে হত্যার নির্দেশ দিবে, আর আমি তাতে সীলমোহর করে দিব? আল্লাহর কসম! আমি তা কখনো করব না।

ইবনে আবি লাইলা ইমাম আ'যম (র)-এর বক্তব্য শুনে বললেন, আপনারা তাঁকে ছেড়ে দিন। তিনি সত্যিই বলেছেন, অপরাপর সবাই ভুলের মধ্যে রয়েছে।

অতঃপর ইবনে হুবাইরার নির্দেশে ইমাম আ'যম (র)কে বন্দি করা হল এবং উপুর্যপুরি কয়েকদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করা হল। জল্লাদ ইবনে হুবায়রার নিকট এসে বলল, মনে হচ্ছে লোকটির শরীরে প্রাণ নেই। বেত্রাঘাতে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না।

ইবনে হুবায়রা বললেন ঃ তাকে বল আমার কসম পূর্ণ করতে।

জল্লাদ এসে ইমাম আ'য (র)কে একথা বললে তিনি উত্তরে বললেন, "ও লোকটি আমাকে মসজিদের দরজা গণনা করতে আদেশ দিলেও আমি তা করতে প্রস্তুত নই।"

জল্লাদ পুনরায় ইবনে হুবায়রার সাথে সাক্ষাত করে বলল এ বন্দীকে কোন কিছু বুঝানোর মত কেউ নেই।

ইবনে হুবাইরা বললেন ঃ তিনি আমার কাছে যদি অবকাশ চান তবে আমি তাকে তা দিতে প্রস্তুত। ইমাম আ'যম (র) অবকাশের সুযোগ পেয়ে বললেন ঃ আমাকে আমার সংগী-সাথীদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দেয়া হোক। ইবনে হুবায়রা তখন তাকে মুক্ত করে দিলেন।

ইমাম আ'যম (র) মুক্তি পেয়ে পবিত্র মক্কায় চলে গেলেন। এ ছিল ১৩০ হিজরীর ঘটনা। আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত তিনি পবিত্র মক্কায় অবস্থান করেন এবং খলীফা আবূ জা'ফর মানসুর -এর খেলাফতকালে কূফায় ফিরে এলেন। -ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)

যা হক আমি শুধু তাই প্রকাশ করলাম

একবার খলিফা মানসুর ও তাঁর স্ত্রী হিররার মধ্যে কিছুটা বদানুবাদ হয়ে গেল। হিররার অভিযোগ ছিল যে, খলীফা তার সাথে ইনসাফ করেন না। হিররা এর বিচার চাইলেন।

খলীফা বললেন, ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তৃতীয় একজনকে নির্বাচন কর।

স্ত্রী হিররা বললেন, ইমাম আবূ হানীফা ফয়সালা দিবেন।

খলীফা মানসুর এ কথায় রাযী হলেন। ইমাম আ'যম (র)কে ডাকা হলো, তিনি আসলেন। খলীফা বললেন, হিররা আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। আপনি আমাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন।

ইমাম আ'যম (র) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! মীমাংসার স্বার্থে আসল ঘটনা খুলে বলুন।

খলীফা মানসুর তখন বললেন, একই সময় এক ব্যক্তির জন্য কতজন বিবাহিতা স্ত্রী রাখা যায়?

ইমাম আ'যম (র) ঃ চারজন।

খলীফা মানসুর বললেন, দাসী কতজন?

ইমাম আ'যম (র) বললেন ঃ ইচ্ছানুযায়ী, তার সংখ্যা নির্ধারিত নেই

খলীফা তখন পর্দার অন্তরালে বসে থাকা তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনছো তো?

ইমাম আ'যম (র) তখন বললেন, তবে বহু বিবাহের অনুমোদন ইনসাফের ওপর সীমাবদ্ধ। যিনি ইনসাফ করতে পারবেন না অথবা ইনসাফ করতে সক্ষম হবেন না বলে সমূহ আশংকা বিদ্যমান, তিনি এক স্ত্রীর বেশি গ্রহণ করতে পারবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, فان خفتم ان لا تعدلوا فوا حدة

"যদি তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না বলে আশংকা কর,
তবে একজন স্ত্রীই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

খলীফা এতে চুপ হয়ে গেলেন এবং হতবাক হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইমাম আ'যম (র) বাড়ীতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর এক রাজ কর্মচারী তাঁর খেদমতে এক হাজার দিরহামের একটি থলে পেশ করে বলল ঃ খলীফা মানসূরের স্ত্রীর পক্ষ থেকে আপনার জন্য হাদিয়া। তিনি আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং আপনার সত্য কথায় মুগ্ধ হয়েছেন।

ইমাম আ'যম (র) দিরহামগুলো এই বলে ফেরত দিলেন যে, "পার্থিব কোন স্বার্থ লাভের আশায় আমি এই ফয়সালা দেইনি। বরং সত্য বিষয় তুলে ধরা আমার দায়িত্ব ছিল। তাই শুধু আমি পালন করেছি।"

-উকূদুল জুমান-২৯৮

নিঃসংকোচে সত্য বলার অনন্য বৈশিষ্ট্য

আল্লামা ইবনুল আছীর রচিত 'আল কামেল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মসুলবাসিগণ খলীফা মানসুরের সাথে এ মর্মে ওয়াদাবদ্ধ ছিল যে, যদি তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে হত্যাযোগ্য হবে। কিছুদিন পর তারা খলীফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। খলীফা তখন দেশের বড় বড় ফকীহগণকে একত্র করলেন। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)ও উপস্থিত হলেন।

খলীফা বললেন, এ কি সঠিক নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

المؤمنون على شروطهم

"মুমিনগণ তাদের প্রদত্ত শর্ত পালনের বাধ্য।"

মসুলবাসিগণ এ মর্মে ওয়াদাবদ্ধ যে, তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। আর এখন তারা আমার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করা বৈধ হবে না?

এক ব্যক্তি বলল, আপনার ক্ষমতা রয়েছে, তাদের ব্যাপারে আপনার মতামত গ্রহণযোগ্য। যদি আপনি ক্ষমা করে দেন, তবে করতে পারেন, আর যদি তাদের শাস্তি দিতে চান সে অধিকারও আপনার আছে।

অতঃপর খলীফা ইমাম আ'যম (র)কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনার কি রায়?

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ "মসুলবাসী যে সব শর্তে আপনার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে তা তাদের অনাধিকার চর্চা। আর আপনি যে শর্তে ওয়াদা চাপিয়ে দিয়েছেন, তাও আপনার অধিকারভুক্ত নয়। অর্থাৎ আপনিও অনাধিকার চর্চা করছেন।

কেননা মুমিন তিন অবস্থা (ইরতিদাদ, যিনা, কতল) ব্যতীত হত্যাযোগ্য নয়। সুতরাং আপনি যে শর্তারোপ করেছেন, তা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। আর আপনার শর্তের ওপর মহান আল্লাহর শর্ত পূর্ণ করাই অধিকতর যুক্তিসংগত। জনাব, বলুন, কোন স্বাধীন নারী যদি কোন পর পুরুষকে তার দেহ ভোগ করার অনুমতি দেয় তাহলে এটা কি তার জন্য বৈধ হবে?"

খলীফা মানসূর উপস্থিত ফকীহগণকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। তারপর একান্তে ইমাম আ'যম (র)কে ডেকে বললেন, শায়খ! আপনার ফাতওয়াই যুক্তিযুক্ত। স্বদেশে চলে যান, আর এ ধরনের ফাতওয়া দিবেন না, যাতে খলীফার অপমান হয়। কেননা এতে বিদ্রোহীদের হাত শক্তিশালী হয়।

-আলকামেল-৫/২১৭

'বিচারপতি' পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

খলীফা মানসূর ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)কে ডেকে কাযীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। খলীফা কসম করে বললেন, 'আপনাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)ও কসম করে বললেন, 'আমি কখনও এ পদ গ্রহণ করব না।'

খলীফা মানসুর পুনরায় কসম করে বললেন, 'আপনাকে অবশ্যই তা করতে হবে।'

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)ও আবার কসম করে বললেন, 'আমি তা করবই না।'

খলীফার দেহরক্ষী রাবী' ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমীরুল মুমিনীন কসম করছেন?

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, কসমের কাফফারা আদায়ে আমার চেয়েও অধিক ক্ষমতাশালী।" তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। খলীফা মনসূর তাঁকে জেলাখানায় বন্দী করার নির্দেশ দিলেন।

তারীখে বাগদাদে এ বর্ণনাটিও স্থান পেয়েছে-

রাবী ইবনে ইউনুস (খলীফার দেহরক্ষী) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমীরুল মুমিনীনকে কাযী পদ গ্রহণের বিষয়ে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সাথে তর্কবিতর্ক করতে দেখলাম।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বলছিলেন ঃ "খলীফা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনার আমানত শুধু এমন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করুন যিনি আল্লাহকে ভয় করেন। আমি তো এমন যে, আপনার খোশ হালতেও আপনার ভয়ে অস্থির থাকি, আর রাগান্বিত অবস্থার কথা বলাই বাহুল্য।

যদি আপনি দুটি কাজের মধ্যে একটি ইখতিয়ার দেন যে ফোরাতে ডুমে মরো অথবা কাযীর পদ গ্রহণ কর, তবে আমি ডুবে মরাকেই অগ্রাধিকার দেব। ওপরন্তু আপনার গভর্ণর ও বিশিষ্ট লোকদের সম্মান প্রদর্শন করাও বিশেষ জরুরী, আমার মধ্যে এ ধরনের যোগ্যতা নেই।"

খলীফা বললেন, আপনি সত্য কথা বলছেন না। আপনার মধ্যে সকল যোগ্যতা রয়েছে।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র) বললেন, "এখন তো আপনি নিজেই ফয়সালা করে দিয়েছেন। আপনার সামনেই যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারের মত আমানতদারীর দায়িত্ব কিভাবে প্রদান করতে চাচ্ছেন?"

আল্লামা মাক্কী তাঁর মানাকিবে লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) বাগদাদ এসে খলীফার মহলে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখান

থেকে বিষন্ন বদনে বের হলেন। তিনি বললেন, খলীফা মানসূর আমাকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য ডেকে ছিলেন। আমি বলেছি যে, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই।

তিনি আরো বললেন, আমি জানি যে, দাবীদারের কাজ হল যে, সে সাক্ষ্য পেশ করবে। বিবাদীর কাজ হল, সে স্বীকার না করলে কসম করবে। কাযী পদের জন্য একজন শক্তিমান পুরুষ প্রয়োজন। যিনি আপনি, আপনার বংশধর, এমনকি সিপাহ-সালারদের বিরুদ্ধে হলেও ফয়সালা দিতে পারবেন। আমার মধ্যে এ ধরণের হিম্মত নেই। আমার অবস্থা ত এই যে, আপনি আমাকে ডাকেন, তখন আপনাকে থেকে বিদায় নিয়ে আমি স্বস্থির নিঃস্বাশ ফেলি।

খলীফা মানসূর বললেন, আপনি আমার প্রদত্ত উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন না কেন?

আমি বললাম, আমি আপনার নিজস্ব সম্পদ থেকে দেওয়া কোন হাদিয়া ফেরত দেই না। তবে এমন উপহার সামগ্রী গ্রহণ করতে আমি রাজি নই যা আপনি বায়তুল মাল থেকে প্রেরণ করে থাকেন।

তিনি খলীফাকে আরো বললেন, বায়তুল মালের সম্পদে আমার কোন অধিকার নেই। আমি সৈন্য বাহিনীর কোন সদস্য নই এবং কোন সদস্যের সন্তানও নই যে, আপন অংশ গ্রহণ করবো। নই আমি সর্বহারা যে, ফকীরের মত দান নিয়ে বেড়াবো।

খলীফা বললেন, ঠিক আছে আপনি যান, তবে কাযী যদি কঠিন কোন বিষয় সমাধার জন্য আপনার নিকট পেশ করে তবে তা করে দিবেন।

ইমাম আ'যম (র) তাও অস্বীকার করলেন। খলীফা তখন তাকে বন্দির আদেশ দিলেন। তাকে বন্দি করা হল এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চলল।

জীবন সায়াহ্নে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)

নির্যাতন শুরু হওয়ার পর থেকেই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে শুরু করে। বন্দীজীবনে তাঁর ওপর কঠোর নর্যাতনের বিষয়ে সকল বর্ণনাকারীই একমত। এরপর তিনি ফাতওয়া প্রদান ও পাঠদানের কাজ ছেড়ে দেন।

বর্ণনায় মতপার্থক্য দেখা যায়। এক বর্ণনামতে নির্যাতনের পর বন্দীখানায় বিষ প্রয়োগে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভবত শারীরিক নির্যাতনকে যথেষ্ট মনে না করে বিষ প্রয়োগের মধ্যেমে তার শীঘ্র মৃত্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন জেলখানায় বেশি দিন থাকতে না হয়।

অপর এক বর্ণনামতে তাঁকে মৃত্যুর পূর্বে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল এবং তিনি তাঁর নিজ গৃহেই মারা যান।

দাউদ ইবনে রশীদ ওয়াসিতী বর্ণনা করেন যে, যখন কাযীর দায়িত্ব গ্রহণে ইমাম আবূ হানীফা (র) কে বাধ্য করার জন্য শারীরিক নির্যাতন চলছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। প্রত্যহ তাঁকে বন্দীখানা থেকে বের করে দশটি বেত্রাঘাত করা হতো। এভাবে তাকে সর্বমোট ১১০ টি বেত্রাঘাত করা হয়। বেত্রাঘাতের সময় তাঁকে বলা হতো, কাযীর দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তিনি বলতেন, আমি এ পদের যোগ্য নই।

যখন তাঁকে বিরতিহীনভাবে বেত্রাঘাত করা হতো, তখন তিনি চিৎকার করে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনার অসীম কুদরতের দ্বারা আমাকে তাঁদের দস্যুপনা থেকে দুরে রাখুন।' অবশেষে তিনি যখন কাযীর পদ গ্রহণে রাযী হলেন না, তখন তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

ইবনে বাযাযীর মানাবিক গ্রন্থে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন বন্দী জীবনের অনেকটা সময় কেটে গেল এবং তিনি বন্দী জীবনের কষ্টে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন খলীফার কতক বিশেষ গভর্ণর তাঁর জন্য সুপারিশ করেন, ফলে তাঁকে বন্দীখানা থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু ফাতওয়া প্রদান, লোকজনের সাথে মেলামেশা ও গৃহের বাইরে গমনে তাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। শাহাদাত পর্যন্ত তিনি সে অবস্থায়ই ছিলেন।

একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর মৃত্যু একজন শহীদ ও ছিদ্দিকের মৃত্যুর ন্যায় ছিল। এ ঘটনা ১৫০ হিজরীর। কারো মতে ১৫১ অথবা ১৫২ হিজরীর। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাটিই ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রসিদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে এ মহান সাধক মনীষী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীক ও সাহসী বীর পুরুষ। গভর্ণর ও খলীফার নানাবিধ নির্যাতন সহ্য করেছেন, তবু সাহস হারান নি, হতবল হন নি, কাপুরুষের মত পিছু হটে যান নি। তাঁর রূহানী শক্তি প্রভাব কেমন ছিল তা খলীফা মানসূর -এর নিম্নোক্ত কথা দ্বারা বুঝা যায়। খলীফা তাঁর ইন্তিকালের পর বলেছিলেন-

من يعذرني من ابي حنيفة حيا وميتا

"কে আছে যিনি আমাকে আবূ হানীফা থেকে মুক্ত করবে তিনি
জীবিতই হোন বা মৃত।"

আল্লাহ তা'আলা এ মহান সাধক পুরুষকে জান্নাতের বুলন্দ মাকাম নসীব করুন এবং আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফীক দান করুন।

সমাপ্ত